পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 194 Monday, 15 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৯৪ সংখ্যা ❋ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, সোমবার, ১৫ জুন, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দিঘা-শংকরপুর বৈঠকে সমুদ্রবন্দর ঘিরে বড় আলোচনা

উন্নয়ন রূপরেখা নিয়ে সক্রিয় শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, দীঘা,১৪ জুন ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে রবিবার দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক তৎপরতা ও সংলগ্ন উপকূলবর্তী অঞ্চলের পর্যটন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন। তবে তার থেকেও বেশি গুরুত্ব পায় দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প। বিশেষ করে দাদনপাত্রবাড়ে সম্ভাব্য বন্দরের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই সমুদ্রবন্দর প্রকল্পের জন্য দাদনপাত্রবাড়কে সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মন্দারমণির কাছাকাছি এই এলাকায় প্রায় ১,৭০০ একর জমি উপলব্ধ রয়েছে, যা একসময় নুনের পুরনো

দেখা গেল। দীর্ঘদিন পর দিঘায় পৌঁছে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী, সেচমন্ত্রী অরূপকুমার দাস, রামনগরের বিধায়ক ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নীরঞ্জন কুমার, জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। সূত্রের খবর, এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল দিঘা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমল থেকেই তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। সেই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে বহুবার আশা জাগলেও জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন আজও সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে রাজ্য প্রশাসনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই পরিকল্পনার বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে দাদনপাত্রবাড়ের নাম। সূত্রের দাবি, তাজপুরে সরকারি জমির অভাবই কারখানার কাজে ব্যবহৃত হতো। এই বিশাল জমির পরিমাণ এবং উপকূলবর্তী অবস্থান প্রকল্পের জন্য অনুকূল বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্র আরও জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই শিল্পগোষ্ঠী আদানি সংস্থার সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে এই প্রকল্প নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী স্তরের আলোচনায় দাদনপাত্রবাড়ের সম্ভাবনা তুলে ধরা হয় বলে জানা গেছে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তবে প্রশাসনিক মহলের একাংশ মনে করছে, ভবিষ্যতে এই এলাকাই রাজ্যের অন্যতম বড় বন্দর প্রকল্পের কেন্দ্র হতে পারে।

এদিনের বৈঠকে শুধুমাত্র বন্দর প্রকল্প নয়, দিঘা-শংকরপুর অঞ্চলের পর্যটন উন্নয়ন, রাস্তা, হোটেল শিল্প, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সাম্প্রতিক সময়ে দিঘাকে কেন্দ্র করে একাধিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে জগন্নাথধাম সংক্রান্ত নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তও উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক মহলের মতে, দিঘাকে কেন্দ্র করে উপকূলীয় পর্যটন এবং শিল্প উন্নয়নের নতুন রূপরেখা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। দিঘা ইতিমধ্যেই রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হলেও, বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটিকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। দাদনপাত্রবাড়ে সম্ভাব্য গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরি হলে শুধু পূর্ব মেদিনীপুর নয়, গোটা দক্ষিণবঙ্গের অর্থনৈতিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রকল্প সফল হলে সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে হাজার হাজার মানুষের, পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে শিল্প বিনিয়োগও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে একই সঙ্গে জমি, পরিবেশগত অনুমোদন এবং স্থানীয় জনজীবনের উপর প্রভাব-এই বিষয়গুলিও প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ একপর ৬-র পাতায়

সংক্ষিপ্ত খবর

অনিশ্চয়তার মুখে সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ সোমবার সিবিএসই কর্তৃপক্ষকে ১২ ক্লাসের পরীক্ষার ফলপ্রকাশে বিলম্বের জন্য কার্যত তিরস্কার করে সর্বোচ্চ আদালত। পাশাপাশি শুক্রবারের মধ্যে পড়ুয়াদের পুনর্মূল্যায়নের ফল ঘোষণার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কী ভাবনাচিন্তা রয়েছে, তা জানাতেও সিবিএসই-কে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এহেন নির্দেশের পরও দুর্ভোগ কাটেনি পড়ুয়াদের। তারা এখনও ফল প্রকাশের দিন জানার অপেক্ষায় রয়েছে। একদিকে কলেজে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে, অন্যদিকে বহাল পুনর্মূল্যায়নের ফল প্রকাশের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা। হাজার হাজার পড়ুয়ার দিন কাটছে উদ্বেগে। আসনের পাশাপাশি ভর্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি নম্বর মিলবে তো! তারা বারবার বোর্ডের ওয়েবসাইট রিফ্রেশ করছে, বিভিন্ন টেলিগ্রাম গ্রুপ ঘাঁটছে। রেডিডট থ্রেড স্কুল করছে। কিন্তু তাদের যাবতীয় চেষ্টা বিফলে গিয়েছে। সিবিএসই যথারীতি মৌন। সৌদি আরবের এক প্রবাসী পড়ুয়া ফল জানতে না পেরে তৎপর হতেই বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়। সুপ্রিম কোর্ট বোর্ডকে বলেছিল, প্রয়োজনে রাত জেগে কাজ করে শুক্রবারের মধ্যে কিছু একটা প্ল্যান জানাতে হবে যাতে পিটিশনার প্রবাসী পড়ুয়া ও তার মতো একই সমস্যায় পড়া ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকে। পড়ুয়ারা আশায় ছিল, এবার তা হলে ১২ জুনের মধ্যে আর কিছু না হোক, অন্তত একটা সময়সীমা বা কোনও ঘোষণা শোনা যাবে। কিন্তু শুক্রবার চলে গেলেও কোনও বার্তা আসেনি। টেকনিক্যাল দিক থেকে বলা যায়, শীর্ষ আদালতের শুনানির কেন্দ্রে ছিল উপসাগরীয় দুনিয়ার পড়ুয়ারা এবং ভালো পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের বিষয়টি। কিন্তু কোর্ট আরও একপর ৬-র পাতায়

দিল্লিতে সাংবাদিকদের এড়ালেন সায়নী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আবহে ফের আলোচনায় উঠে এলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ। কয়েক মাস আগে করা তাঁর একটি মন্তব্যকে ঘিরে রবিবার দিল্লি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। তবে সেই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে কার্যত এড়িয়ে গেলেন তৃণমূলের এই সাংসদ। তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, আমি এ বিষয়ে আপনাদের কোনও জবাব দেব না। আমি শুধুমাত্র আমার এলাকার ভোটারদের জবাব দেব। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এক সাক্ষাৎকারে সায়নী ঘোষ বলেছিলেন, আমার নাম সায়নী ঘোষ, আমি চাড্ডা নই যে চাড্ডি হয়ে যাব। সেই সময় তাঁর মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল। আম আদমি পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া রাঘব চাড্ডাকে কটাক্ষ করেই তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন বলে রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা ছিল। দলবদল ও রাজনৈতিক আনুগত্য পরিবর্তনের প্রসঙ্গেই তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলেছে। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল একপর ৬-র পাতায়

ইন্ডিয়া জোট ভাঙনের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী রাহুল

‘২০২৯ জিতে বসে আছি’

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিজেপির জন্য যেমন প্রত্যাশামতো হয়নি, তেমনই বিরোধী শিবিরের জন্যও ছিল মিশ্র অনুভূতি। অব কি বার চারশো পার-এই লক্ষ্য পূরণ করতে না পারলেও নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি ২৪০ আসনে পৌঁছেছিল, যা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিচে। এই পরিস্থিতিকেই ভিত্তি করে নতুন করে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধীর দাবি, ২০২৪ সালের নির্বাচনকে বিরোধী শিবিরের হার হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। বরং তাঁর মতে, ইন্ডিয়া জোট এখনো রাজনৈতিকভাবে শক্ত অবস্থানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তারা ইতিমধ্যেই ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য মানসিকভাবে এগিয়ে আছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বক্তব্য তুলে ধরে রাহুল লেখেন, আমি আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা ২০২৪ সালের নির্বাচনে হারিনি, এবং ২০২৯ সালের নির্বাচন আমরা ইতিমধ্যেই জিতে বসে আছি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে বিতর্ক ও আলোচনা।

রাহুল আরও দাবি করেন, দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চাপ বা।ছে এবং নাগরিকদের কণ্ঠস্বর ক্রমশ দুর্বল হয়ে প।ছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলির একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি। তিনি লেখেন, দেশের সংস্থাগুলি দখল হয়ে যাচ্ছে, মানুষের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করা হচ্ছে। এই সময় ঐক্যবদ্ধ হওয়াই একমাত্র পথ। তবে বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর এই আশাবাদী বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না বলেই মত বিশ্লেষকদের একাংশের। কারণ ইন্ডিয়া জোটের ভিতরে বর্তমানে একাধিক মতভেদ ও টানাপো।নে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর, জোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরিক তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের সাংসদ ইতিমধ্যেই ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানের দিকে ঝুঁকছেন বলে জল্পনা রয়েছে। একইভাবে ডিএমকেও সাম্প্রতিক কিছু বৈঠকে অনুপস্থিত থেকেছে, যা জোটের অভ্যন্তরীণ ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। শুধু তাই নয়, জোটের ভবিষ্য কৌশল নিয়েও কংগ্রেসের ভিতরে দ্বিমত রয়েছে। দলের একাংশ মনে করছে, আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে জোটকে আরও সুসংহত করা দরকার। অন্যদিকে আরেক অংশের মত, এই ধরনের আঞ্চলিক শক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভবিষ্যতে কংগ্রেসের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করে দিতে পারে। এর মধ্যেই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা এসেছে রাহুল গান্ধীর কাছ থেকে। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিজেপি বিরোধিতা মানেই যে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হবে, এমন নয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি বামপন্থী দলগুলির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, কিছু ক্ষেত্রে মতাদর্শগত পার্থক্য বজায় রাখা জরুরি। এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, জোট রাজনীতিতে একাধিক জটিল সমীকরণ কাজ করছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপি এবং ডিএমকের ভবিষ্যৎ অবস্থান নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

স্পিকারের দ্বারস্থ সাগরিকা-কীর্তি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় শিবিরে ভাঙনের জল্পনা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই নতুন রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ দেখা গেল দিল্লিতে। সূত্রের খবর ছিল, দলের একাংশের বিক্ষুব্ধ সাংসদরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আলাদা সংসদীয় ব্লক গঠনের আবেদন জানাতে পারেন। কিন্তু সেই সম্ভাব্য পদক্ষেপের আগেই স্পিকারের বাসভবনে পৌঁছে গেলেন তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এবং কীর্তি আজাদ।জানা গিয়েছে, তাঁরা দলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠি স্পিকারের হাতে তুলে দেন। সেই চিঠিতে বিদ্রোহী সাংসদদের সম্ভাব্য পৃথক ব্লক গঠনের উদ্যোগ নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। তৃণমূলের আনুষ্ঠানিক অবস্থান তুলে ধরে স্পিকারকে জানানো হয়, সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের পৃথক ব্লক গঠনের কোনও আইনি বৈধতা নেই। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক বা সংসদীয় প্রক্রিয়া নয়, বরং দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়েরও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। বিদ্রোহী সাংসদদের সম্ভাব্য পদক্ষেপের আগেই দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে স্পিকারের কাছে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এদিকে বিক্ষুব্ধ সাংসদদের একটি বড় অংশ দিল্লিতে অবস্থান করছেন এবং তাঁদের বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। তাঁরা আদৌ আলাদা ব্লকের দাবি জানাবেন কি না, নাকি অন্য কোনও সাংগঠনিক প্রস্তাব নিয়ে স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।তবে সাগরিকা ঘোষ ও কীর্তি আজাদের এই পদক্ষেপে স্পষ্ট, তৃণমূলের মূল নেতৃত্ব বিদ্রোহী শিবিরের সম্ভাব্য সংসদীয় কৌশলকে গুরুত্ব দিয়েই দেখছে। এখন নজর স্পিকারের সঙ্গে সম্ভাব্য বৈঠক এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক সমীকরণের দিকে।

সই জাল কাণ্ডে ফের সিআইডির মুখোমুখি অভিষেক, কুণালকেও তলব-মুখোমুখি জেরা ঘিরে জোর জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,১৪ জুন ঃ সই জালিয়াতি কাণ্ডের তদন্তে নতুন মোড়। কলকাতার ভবানী ভবনে ফের সিআইডির জেরার মুখোমুখি হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একই মামলায় দলের অন্যতম মুখপাত্র ও বিধায়ক কুণাল ঘোষকেও তলব করেছে তদন্তকারী সংস্থা। ফলে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে-তদন্তের স্বার্থে কি এবার অভিষেক ও কুণালকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? রবিবার বেলা ১২টায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানী ভবনে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল সিআইডি। নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই তিনি কালীঘাটের বাড়ি থেকে রওনা দেন। বেলা ১১টা ৪৩ মিনিট নাগাদ ভবানী ভবনে পৌঁছন তৃণমূল সাংসদ। ভবনে প্রবেশের সময় তাঁকে পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। প্রথমে গাড়ি থেকে নেমে ভবনের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করলেও পরে তাঁর এক সহযোগী গাড়ি থেকে পরিচয়পত্র এনে দেন। সেই পরিচয় যাচাইয়ের পরই তিনি সিআইডি সদর একপর ৬-র পাতায়

অভিষেক না জোড়াফুল? মমতাকে চূড়ান্ত শর্ত বিদ্রোহীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,১৪ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংকট আরও গভীর আকার ধারণ করেছে। নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলের একাংশের বিদ্রোহ এখন প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের পর্যায় পৌঁছেছে। এবার সরাসরি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে শর্ত জুড়ে দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিলে তবেই তাঁরা মমতার নেতৃত্বে থাকতে রাজি। অন্যথায় জোড়াফুল প্রতীক নিয়েই নতুন তৃণমূল গড়ার পথে হাঁটবেন বিদ্রোহীরা। নির্বাচনের পর থেকেই তৃণমূলে অসন্তোষের সুর ক্রমশ জোরালো হয়েছে। দল থেকে বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে তথাকথিত ‘আসল তৃণমূল’ বা ‘নব্য তৃণমূল’। এই গোষ্ঠীর দাবি, বর্তমানে তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন ৬৪ জন বিধায়ক। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্য সচেতক হিসেবে আখরুজ্জামানকে সামনে রেখেই তারা নতুন রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি করেছে। তবে বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, তাঁদের আপত্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে নয়। বরং দলের বর্তমান ক্ষমতার কাঠামো এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েই তাঁদের প্রধান আপত্তি। এতদিন এই বিষয়টি নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য শোনা গেলেও এবার আখরুজ্জামান প্রকাশ্যেই বিষয়টি সামনে আনলেন। তিনি বলেন, অভিষেকের হাত ছাড়লে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা তাঁর সঙ্গেই আছি। তাঁর এই মন্তব্য কার্যত দলনেত্রীর সামনে একটি রাজনৈতিক সমীকরণ তুলে ধরেছে- অভিষেককে গুরুত্ব দেবেন, নাকি বিদ্রোহীদের ফেরানোর চেষ্টা করবেন। বিদ্রোহী শিবিরের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁরা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়েননি এবং জোড়াফুল প্রতীকও দাবি করেননি। কিন্তু যদি তাঁদের শর্ত মানা না হয়, তাহলে দলীয় প্রতীককে সামনে রেখেই একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলার সম্ভাবনার একপর ৬-র পাতায়

দিল্লিতে শক্তিপ্রদর্শনের প্রস্তুতি বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,১৪ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ক্রমশ নতুন মাত্রা পাচ্ছে। বিধানসভার পর এবার লোকসভাতেও দলীয় বিভাজনের ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবিবার দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিলেন তৃণমূলের একাধিক বিক্ষুব্ধ সাংসদ। তাঁদের দাবি, সাংসদদের এই গোষ্ঠী শুধু সংখ্যায় বাড়ছেই না, বরং সংসদে নিজেদের আলাদা রাজনৈতিক অবস্থান জানানোর জন্যও প্রস্তুত। এই আবহেই তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর দাবি, বিদ্রোহী শিবিরে এখন আর ২০ জন নন, মোট ২২ জন সাংসদ রয়েছেন। সূত্রের খবর, সোমবার লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা রয়েছে এই বিক্ষুব্ধ সাংসদদের। সেখানে তাঁরা নিজেদের একটি স্বতন্ত্র ব্লক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানাতে পারেন। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তাঁরা সরাসরি নতুন ব্লক গঠনের পথে না-ও হাঁটতে পারেন। বরং নিজেদের ‘বিদ্রোহী তৃণমূল’ হিসেবে তুলে ধরে দলের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তনের দাবি জানাতে পারেন।সেই সম্ভাবনার মধ্যেই সবচেয়ে বড় আলোচনা ঘিরে রয়েছে লোকসভায় দলের নেতৃত্ব নিয়ে। সূত্রের দাবি, বিদ্রোহী শিবিরের তরফে বর্তমান দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভার দলনেতা করার প্রস্তাব স্পিকারের কাছে জানানো হতে

পারে। পাশাপাশি মুখ্য সচেতক পদে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে বহাল রাখার আবেদনও করা হতে পারে।এছাড়াও সংসদে তাঁদের বসার আসন নিয়েও নতুন দাবি উঠতে পারে। বিদ্রোহী সাংসদরা চাইতে পারেন, তাঁদের আর বিরোধী বেঞ্চে না বসিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র সাংসদদের কাছাকাছি আসন বরাদ্দ করা হোক। এই পদক্ষেপ কার্যকর হলে সংসদে তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নতুন প্রশ্ন উঠতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সোমবারের সম্ভাব্য কর্মসূচির আগে রবিবার দিল্লিতে নিজের বাসভবনে বিদ্রোহী সাংসদদের নিয়ে নৈশভোজের আয়োজন করেছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। রাজনৈতিক সৌজন্যের এই বৈঠক যে শুধুই নৈশভোজে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা নিয়ে প্রায় নিশ্চিত পর্যবেক্ষকরা। জানা গিয়েছে, আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির আগে নিজেদের রণকৌশল চূড়ান্ত করতে ঘরোয়া বৈঠকও করবেন সাংসদরা।রবিবার সকাল থেকেই একে একে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিতে দেখা যায় . তৃণমূলের বেশ কয়েকজন সাংসদকে। বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকলেও মালা রায়, দেব কিংবা সায়নী ঘোষ প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে কাকলি ঘোষ দস্তিদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিদ্রোহী শিবিরের শক্তি আরও বেড়েছে। তাঁর বক্তব্য, আমরা আর ২০ জন নই, এখন ২২ জন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে যে চিঠিটি প্রকাশ্যে আসে, সেখানে ১৯ জন সাংসদের স্বাক্ষর ছিল। সেই তালিকায় ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, দেব, সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, শতাব্দী রায়, মালা রায়, আবু তাহের খান, খলিলুর রহমান, কালীপদ সোরেন, পার্থ ভৌমিক, মিতালি বাগ, অরূপ চক্রবর্তী, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, একপর ৬-র পাতায়

নিপাহ ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সমন্বয় নেইঃপিনারাই বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম(সংবাদ সংস্থা), ১৪ জুন ঃকেরলমের বর্তমান সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে পিনারাই বিজয়ন বলেন, এলডিএফ সরকারের আমলে রাজ্যে যখন নিপাহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল, তখন তকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে আক্রান্ত এলাকায় অবস্থান করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যক্রম সমন্বয় করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বর্তমানে সেই ধরনের তপরতা বা সতর্কতা দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান সরকার নিপাহ নিয়ন্ত্রণ কক্ষটিকে এমনভাবে পরিচালনা করছে যেন এটি এমন একটি জায়গা যা থেকে জনপ্রতিনিধিদের দূরে থাকা উচিত। অতীতে জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় সংক্রমণ প্রতিরোধের কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। নিপাহ পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল, ঠিক তখনই সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তাকে বদলি করে দেয়। সংক্রমণ প্রতিরোধের কার্যক্রমে স্বাস্থ্য বিভাগেরই কার্যকর নেতৃত্ব প্রদান করা উচিত। এমন একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে বিভাগের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেওয়াটা স্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগিতার কারণেই এই বদলি করা হয়েছে। বিভাগে বদলি সংক্রান্ত একটি ব্যবস্থা স্বচ্ছভাবেই কাজ করে আসছিল। আমার ধারণা, ডিএইচএস-কে বদলি করা হয়েছে, কারণ তিনি ইউডিএফ সরকারের সেই ব্যবস্থাটি ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেননি।পিনারাই বিজয়ন বলেন, রাজ্যে পুনরায় নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়ার পর চার দিন পেরিয়ে গেছে। অথচ, এই ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও যথাযথ সমন্বয় দেখা যাচ্ছে না সমন্বয়ের এই অভাব এখনও বিদ্যমান। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়াও ছিল অনুপযুক্ত। অতীতে রাজ্যে যখন নিপাহর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল, তখন বিরোধী দল বিষয়টিকে যেভাবে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল, আমরা নিশ্চিতভাবেই সে পথে হাঁটব না। নিপাহর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করব। মূল সমস্যাটি হলো পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যমান বিভ্রান্তি। এই প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অথচ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন-যাদের এমন পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা-তারা প্রত্যাশিত মাত্রার সমন্বয় ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছে।

রাজা উৎসব মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার কথা মনে করায় ঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ জুন ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার দেশবাসীকে রাজা উসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানান, এই রাজা উসব মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলার কথা মনে করিয়ে দেয়। রবিবার এক্স মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানান, ফসল তোলার উৎসব 'রাজা' উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে এবং বিশেষ করে ও।শার জনগণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, বর্ষাকালের এই মনোরম উৎসবটি পৃথিবী, মাতৃশক্তি এবং মেঘের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। পিঠা, পান এবং দোলনা খেলার আনন্দের মাঝে 'রাজা' উৎসব আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জীবনযাপনের বার্তা দেয়। আমি আশা করি, 'রাজা' উসবের এই বিশেষ চেতনা আমাদের দেশ গঠনে নিজেদের নিয়োজিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। 'রাজা' উৎসবের এই শুভলগ্নে আমি রাজ্যের তথা দেশের জনগণের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

আমেরিকা-ইরান সমঝোতা এখনও অধরা, পাকিস্তানের আশাবাদে ভরসা নেই তেহরানের

ওয়াশিংটন,তেহরান, ১৪ জুন ঃ আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য শান্তি সমঝোতা নিয়ে জল্পনা বাড়লেও শেষ মুহূর্তে তা অনিশ্চয়তার মুখে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আশাবাদী মন্তব্য এবং পাকিস্তানের মধ্যস্থতার দাবি সত্ত্বেও রবিবার কোনও চুক্তি সই হচ্ছে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে তেহরান। বরং ইরানের বিভিন্ন মহলে এই সম্ভাব্য সমঝোতা ঘিরে বিরোধিতাও শুরু হয়েছে।জানা গেছে , ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহর মাশহাদে শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান একদল প্রতিবাদী। অভিযোগ, সম্ভাব্য সমঝোতা ইরানের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং হরমুজ প্রণালীর ওপর তেহরানের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করতে পারে।অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সামাজিক মাধ্যম ' ট্রুফ সোশ্যাল'-এ দাবি করেছেন, চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে হরমুজ প্রণালী আবারও সবার জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে। যদিও ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বকাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সমঝোতার বিষয়ে আলোচনা চললেও রবিবার কোনও চুক্তি সই হওয়ার সম্ভাবনা নেই।এদিকে, মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় থাকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দাবি করেছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে এবং উভয় পক্ষ সমঝোতার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।তবে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য, কোনও কূটনৈতিক সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হতে দেওয়া হবে না।হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে উত্তেজনাও অব্যাহত রয়েছে। একটি সামুদ্রিক রেডিও সম্প্রচারের অডিও বার্তায় জাহাজগুলিকে ওই জলপথ ব্যবহার না করার সতর্কতা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও এই সতর্কবার্তার সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে কোনও সমঝোতা আদৌ হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে কূটনৈতিক তপরতা এবং পরস্পরবিরোধী বার্তা মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

৮০০ বছরের দাসত্বের পর বাংলায় এসেছে গেরুয়া আধিপত্যঃদীপাঞ্জন গুহ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৪ জুন ঃ দীর্ঘ ৮০০ বছরের দাসত্বের পর বাংলায় এসেছে গেরুয়া আধিপত্য। এমনটাই দাবি করলেন চন্দননগরের ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ। তিনি বলেন, বিজেপি কর্মীদের দেশহিত ও রাষ্ট্র নির্মাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করতে হবে। শুক্রবার রাতে কেদারনাথ সিংহ স্মৃতি সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দীপাঞ্জন গুহ এই মন্তব্য করেন। নিজের ভাষণে তৃণমূল কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিজেপি কর্মীদের এই সরকারগুলোর ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সংগঠন ও সমাজের জন্য আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।তিনি জানান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) তাঁকে অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তাভাবনা ও দেশসেবার সংস্কার দিয়েছে। তাঁর মতে, প্রত্যেক হিন্দুর মধ্যেই স্বয়ংসেবক হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এবং সমাজকে জাগ্রত করে রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একটি গৌরবশালী রাষ্ট্র গঠনের জন্য সবকটি পক্ষকে একসঙ্গে নিয়ে চলা বিজেপির অগ্রাধিকার বলেও তিনি উল্লেখ করেন।চন্দননগরের উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে বিধায়ক বলেন, এখানকার জগদ্ধাত্রী পুজো বিশ্বপ্রসিদ্ধ। কিন্তু পূর্বতন সরকারগুলো কলকাতায় দুর্গাপুজো কার্নিভালকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে চন্দননগরের পুজোকে কিছুটা আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছিল। বিজেপি সবসময় কার্নিভালের চেয়ে ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রার পরম্পরাকে সমর্থন করে এবং এই বছর চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে আরও জমকালো রূপ দেওয়া হবে।দীপাঞ্জন গুহ আরও জানান, চন্দননগরকে অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে একাধিক পরিকল্পনার কাজ চলছে। কুম্ভ মেলার ধাঁচে হোমস্টে ব্যবস্থা চালু করা এবং ভিনরাজ্য থেকে আসা পর্যটকদের স্বাগত জানানোর জন্য তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতার আহ্বান জানান। গঙ্গা বক্ষে বোট ট্যুরিজম (নৌ-পর্যটন) বাড়ানো এবং চন্দননগরের ফরাসি ইতিহাসকে পর্যটন মানচিত্রে প্রধান সারিতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।বিধায়ক বলেন, চন্দননগরের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। এই পুণ্যভূমি কানাইলাল দত্ত, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ একাধিক মহান ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিবিজ।তি। এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে নতুন পরিচিতি দিতে যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন। তিনি ঘোষণা করেন, শীঘ্রই চন্দননগরে একটি ' অ্যান্ড সাউন্ড শো' শুরু হবে, যা শহরের ইতিহাসকে তুলে ধরবে এবং পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠবে।টানা ১২ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে দীপাঞ্জন গুহ আরএসএস-এর আদর্শকে রাষ্ট্র নির্মাণের আদর্শ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, একটা সময় সঙ্ঘের শাখার গতিবিধি নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা হতো, কিন্তু আজ সেই আদর্শে দীক্ষিত স্বয়ংসেবকরাই দেশ ও দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।বক্তব্যের শেষে তিনি চন্দননগরের জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেন, এই বিধানসভা কেন্দ্রটিকে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উন্নত, সমৃদ্ধ ও বৈভবশালী করে তুলতে তিনি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এই উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল হওয়ার জন্য তিনি সমস্ত নাগরিককে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান।

সেচ প্রকল্প অচল, জল সংকটে বিপাকে রতিয়াবাড়ির কৃষকরা

কুমারঘাট (ত্রিপুরা), ১৪ জুনঃ ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট পুর পরিষদের অন্তর্গত রতিয়াবাড়ি এক নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে অচল হয়ে পড়ে রয়েছে সরকারি সেচ প্রকল্পের পাম্প মেশিন। ফলে চাষের মরসুমে পর্যাপ্ত সেচের জল না পেয়ে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার কৃষকরা। বাধ্য হয়ে ঘন্টাভিত্তিক ভাড়ায় বেসরকারি পাম্প মেশিন ব্যবহার করে জমিতে জল সরবরাহ করতে হচ্ছে, যার ফলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায়. লাভের মুখ দেখতে পারছেন না কৃষকরা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের কৃষকদের সুবিধার্থে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মনু নদীর পাড়ে একটি সরকারি সেচ প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় বসানো হয়েছিল একটি পাম্প মেশিন, যার মাধ্যমে আশপাশের বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হতো। প্রথমদিকে কিছুদিন প্রকল্পটি কার্যকর থাকলেও পরে অজ্ঞাত কারণে পাম্প মেশিনটি বিকল হয়ে পড়ে। এরপর বহু বছর কেটে গেলেও প্রকল্পটি আর সচল করা হয়নি।কৃষকদের অভিযোগ, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরও প্রকল্পটির সংস্কার বা পুনরুজ্জীবনের জন্য কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বর্তমানে সেচ প্রকল্পটি কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পাম্পঘর ও আশপাশের এলাকা ঝোপঝাড়ে ঢেকে যেতে শুরু করেছে।স্থানীয় কৃষক সামলু দাস জানান, বহু বছর ধরে পাম্প মেশিনটি বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে.একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনও সমাধান মেলেনি। তিনি বলেন, জমিতে চাষাবাদ করতে হলে বাইরে থেকে পাম্প ভাড়া করে জল তুলতে হচ্ছে। এতে খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা না থাকায় কৃষিকাজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।আরেক কৃষক দুর্গেশ দাস বলেন, বর্তমানে ধানের চারা রোপণের সময়। কিন্তু সেচের জলের অভাবে সময়মতো কাজ শুরু করতে পারছি না। বাধ্য হয়ে ঘন্টাপ্রতি প্রায় ৩০০ টাকা ভাড়া দিয়ে পাম্প মেশিন ব্যবহার করতে হচ্ছে। এতে কৃষকদের আর্থিক চাপ বাড়ছে। তিনি দাবি করেন, প্রায় ১৫ বছর ধরে সরকারি পাম্প মেশিনটি বিকল অবস্থায় রয়েছে। বহুবার গ্রাম নেতৃত্ব ও প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও ফল মেলেনি। কৃষকদের মতে, সরকারি সেচ প্রকল্পটি পুনরায় চালু করা গেলে এলাকার শতাধিক কৃষক সরাসরি উপকৃত হবেন এবং কৃষি উপাদনও বৃদ্ধি পাবে। তাই অবিলম্বে প্রকল্পটির সংস্কার ও পাম্প মেশিনটি সচল করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।উল্লেখ্য, কৃষকদের উন্নয়ন ও কৃষি উপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকল্প ও সহায়তার কথা তুলে ধরলেও রতিয়াবাড়ির এই সেচ প্রকল্পের দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা সেই দাবির বাস্তব চিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। কৃষকদের অভিযোগ, প্রশাসনিক উদাসীনতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সম্পদ আজ কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এলাকার সাধারণ কৃষকরা।

সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনবিন্যাস পরিবর্তন খতিয়ে দেখতে কমিশনকে নির্দেশ অমিত শাহের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ জুনঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার বিন্যাসে পরিবর্তনের প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি জনবিন্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত কমিশনের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং বিষয়টির গভীর অনুসন্ধানের ওপর জোর দেন।বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষভাবে দেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনসংখ্যার গঠনে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা নিয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা করার নির্দেশ দেন। তাঁর মতে, এই ধরনের পরিবর্তনের পেছনে কী কী কারণ কাজ করছে, তা নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই কমিশনকে তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ও সুস্পষ্ট সুপারিশ পেশ করার কথা বলা হয়েছে।অমিত শাহ কমিশনের সদস্যদের শুধুমাত্র নথিপত্রের ভিত্তিতে মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নির্দেশও দেন। তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকা ছাড়াও দেশের গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো শহর এবং শিল্পনগরীগুলিতে গিয়ে স্থানীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রশাসন, বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।উল্লেখ্য, অবৈধ অনুপ্রবেশসহ বিভিন্ন কারণে দেশের কিছু অঞ্চলে জনসংখ্যার বিন্যাসে যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির প্রধান কাজ হবে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের প্রকৃতি ও কারণসমূহ বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের সুপারিশ করা।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সূত্রে জানা গিয়েছে, কমিশন বিভিন্ন সরকারি তথ্য, জনগণনা-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, স্থানীয় প্রশাসনের রিপোর্ট এবং মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, জনবিন্যাস সংক্রান্ত যে কোনও পরিবর্তনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাই বিষয়টির নিরপেক্ষ মূল্যায়ন এবং তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ সেই দিকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

দেশের স্বাস্থ্যসেবাকে সাশ্রয়ী করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

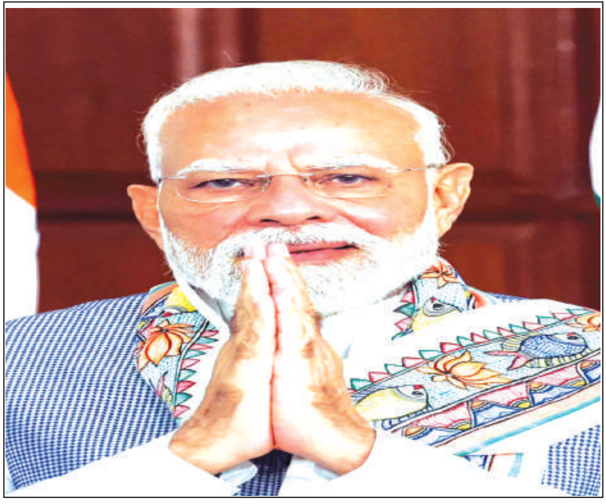

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ জুন ঃ বিগত ১২ বছরে দেশে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা হয়েছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, গত ১২ বছরে ভারত উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর দেশ হিসেবে পরিচিত হতে পেরে আমরা গর্বিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক ও অসহায় মানুষদের উন্নতমানের চিকিসা পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।মোদী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন-ঔষধি পরিযোজনা'-র মতো উদ্যোগের ফলে ওষুধ এখন অনেক সাশ্রয়ী হয়েছে। স্টেন্ট ও হাঁটু প্রতিস্থাপনের (নি ইমপ্ল্যান্ট) মতো চিকিৎসা সরঞ্জামের দামও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এসেছে, যা বহু মানুষকে উপকৃত করেছে। পাশাপাশি, আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চিকিৎসা শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। একটি সুস্থ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা আমাদের এই যাত্রাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে পুলিশ, অভিযোগ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৪ জুন ঃ আদালতের রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে পুলিশি অভিযানের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত শনিবার ভোররাতের এই পদক্ষেপকে ' নজিরবিহীন ও 'অণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ জোরপূর্বক বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেছে এবং তল্লাশি চালিয়েছে।শনিবার সকালে অভিষেকের পটুয়াপাড়া বাসভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ যেভাবে তালা ভেঙে পুরো বা।তিতে তল্লাশি চালাল, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমাদের দল এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোররাত আনুমানিক ৩টে নাগাদ রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের একটি বিশাল দল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে পৌঁছায়। বাড়ির বাইরে মোতায়েন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) জওয়ানদেরও।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পুলিশ বেশ কিছু সময় ধরে বাড়ির ভেতর থাকা ব্যক্তিদের ডাকাডাকি করে। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না মেলায়, শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ডেকে বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন তদন্তকারীরা। ঘটনার খবর পেয়েই সকালের দিকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সেখানে পৌঁছান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৫ ঘণ্টা বাড়ির ভেতরে থাকার পর সকাল ৮টা নাগাদ পুলিশ আধিকারিকরা বেরিয়ে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেখান থেকে রওনা দেন।তল্লাশি অভিযান শেষে বাইরে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি দাবি করেন, পুলিশ নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে তালা ভেঙে বাড়ির প্রতিটি কোণায় তল্লাশি চালিয়েছে। তবে এই পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিও ও লিখিত রেকর্ড রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান।সূত্র মারফত জানা গেছে, এই অভিযানে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী থানার পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি মহিলা আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। তবে নির্দিষ্ট কোন মামলার ভিত্তিতে এই অতিসক্রিয়তা, তা পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও সরকারিভাবে খোলসা করা হয়নি।

জি-ভাইরুজ প্রেজেন্টস ড্যান্স ১০০ ড্যান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়াঃএকটি কলকাতা ভিত্তিক টিভি ড্যান্স রিয়েলিটি শোব্রডকাস্টিং পার্টনার গ্লোব টিভিপরিচালনায়-তাপস মল্লিক,প্রযোজনায় - রোশনি মল্লিক, সৌরভ রোশনি ড্যান্স স্টুডি, হাওড়া,পশ্চিমবঙ্গ- অনুষ্ঠিত হয় ড্যান্স ১০০ ড্যান্স-এর এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন (প্রেস কনফারেন্স)।এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও সংগঠক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন - সৌনাভ বসু, জঙ্ক সাহা,অর্পণ নাথ, সুব্রত হালদার,রোশন যাদব,আদিত্য কর্মকার (শোর গ্রুমার ও সঞ্চালক),ড্যান্স ডিরেক্টর স্যান্ডি রায়, ড্যান্স সুপারভাইজার সৌরভ ঘোষ,ডিওপি হেড বিক্রম চ্যাটার্জি, এবং প্রধান সমন্বয়কারী,ক্রু সদস্য ও ফিচারিং শিল্পী হিসেবে সাহিল শ, জাফর হুসেন,সন্তু দাস, অভিষেক রানা,মিলি হালদার,হৃতিক হরি, বাসুদেব ও স্নেহা দাস।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও সংগঠক, যেমন সংবেদন(এনজিও)-এর সমিত সাহা,কালা বাজার,এসডিএ দীপক মল্লিক এবং আরও অনেকে।অনুষ্ঠানটি জি-ভাইরুজ প্রোডাকশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক তাপস মল্লিক এবং রোশনি মল্লিকের নেতৃত্বে আয়োজিত ও সঞ্চালিত হয়।এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো তাদের নতুন টিভি ড্যান্স রিয়েলিটি শো ড্যান্স ১০০ ড্যান্স-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা, যার ব্রডকাস্টিং পার্টনার গ্লোব টিভি।একই সঙ্গে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়নস শিরোপারও উদ্বোধন করা হয়।সম্মেলনটি সফলভাবে সম্পন্ন হয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা,মতবিনিময় এবং রিয়েলিটি শোটির উদ্দেশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে জানানো হয় যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অডিশন অনুষ্ঠিত হবে এবং সব ধরনের নৃত্যশৈলী (Dance Style)-এর প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।প্রতিযোগিতার বিভাগসমূহঃ সোলো কিডস সোলো জুনিয়র সোলো সিনিয়রজি-ভাইরুজ প্রোডাকশন সকল নৃত্যপ্রেমী ও প্রতিভাবান শিল্পীদের এই অনন্য মঞ্চে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।ড্যান্স ১০০ ড্যান্সপ্রতিভার সেরা মঞ্চ,যেখানে স্বপ্ন পাবে নতুন ডানা।

রাশিফল

মেষঃআপনি তাদের প্রশংসা করবেন যারা আপনার জন্য অনুপ্রেরণার উস হতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সাবধান হন। একটু সতর্কতা আর ব্যায়াম করলে আপনি ফ্রেশ থাকবেন। বিাহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে নিজেকে অ্যাকটিভ রাখার চেষ্টা করুন। যোগা বা মেডিটেশন করলে মানসিক শান্তি পাবেন। আজ নতুন কিছু শুরু করার দিন। প্রেম আসতে পারে।

মিথুনঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃ আজ, আপনাকে শিক্ষাগত এবং বুদ্ধিগত ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রচুর মনোযোগ দিতে হতে পারে । শুভ দিন হবে।

সিংহঃ এটি সময়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতা এবং হারার সুযোগ আপনার নেই । এই কর্মব্যস্ত দিনে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে । আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃ আপনার সঞ্চয় থেকে ব্যয় বেশি হবে । আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক আরও উন্নত হবে ।

তুলাঃ একটি বাহ্যিক আভা জীবনের দিকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচকতা আনতে পারে । এটি আপনার জীবনযাত্রাকে নতুন করে সাজাতে সহায়তা করতে পারে । দিনের প্রথম দিকটি আর্থিক লাভ নিয়ে আসবে । শুভদিন হবে

বৃশ্চিকঃ প্রেমের জীবন কম গুরুত্ব পাবে । ধৈর্য ধারণ করা এবং কোনওকিছুতে তাড়াহুড়ো না করা প্রয়োজন। ভালো রেজাল্ট হবে।

ধনুঃ ধনুদের জন্য আজকের দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আজকে কিছু মানসিক চাপ আর বিভ্রান্তি আসতে পারে, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে।

মকরঃ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে আপনার মানসিক শান্তি হবে। যদি কোনও পুরনো রাগ থাকে, তাহলে এটা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক সময়। কথাবার্তার মাধ্যমেই সমাধান পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে একটু সতর্ক থাকুন। যোগাসন বা যোগব্যায়াম শক্তি বা।াতে সাহায্য করবে।

কুম্ভঃস আপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু খরচ বৃদ্ধির ফলে আপনার সঞ্চয় করা কঠিন হবে। শুভ দিন হবে।

মীনঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। আত্মীয়দের কাছে ছোট সফর আপনার ক্লান্তিকর দৈনিক কাজের সূচীর থেকে আরাম এবং হালকা মূহুর্ত আনবে। আজ আপনার হৃদস্পন্দন আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ছন্দদ মিলিয়ে প্রেমের সঙ্গীতে মেতে উঠবে। সংসারে সান্তি হতে পারে আজকে। প্রেম ব্যয় হবে

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে, আগামী সপ্তাহেই প্রবেশ করতে পারে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। তার আগে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে চলতে পারে বজ্রপাতও। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশে বর্ষা ঢুকে যাবে। তার পর বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে।রবিবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আকাশ আংশিক মেঘলা ছিল। আবহাওয়া মোটের ওপর মনোরমই রয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। অনুকূল পরিস্থিতির কারণে আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশার কিছু অংশেও বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। এ ছাড়া, পাকিস্তান থেকে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। তার ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে স্থলভাগে। তাই ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬১ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫০মনিট এবং রাত ০১টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০১মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

সত্যমেব জয়তে
অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক
ভারত সরকার

বিকশিত ভারতের পথে অগ্রযাত্রা, মানুষকে উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত করা

"গত এক দশকে ভারতের বিমান চলাচল খাতে এক ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটেছে এটি একটি গুটিকয় মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল বাজারে পরিণত হয়েছে।"

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করছে এবং যুগান্তকারী সাফল্য ও অগ্রগতির মাধ্যমে ভারতকে সংযুক্ত করছে।

উড়ান-আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন
৬৬৯টি রুট ও ৯৫টি বিমানবন্দরের মাধ্যমে ৩.৫০ লক্ষ ফ্লাইটে ১.৬৬ কোটি যাত্রী পরিষেবা পেয়েছেন।

বিমানবন্দর অবকাঠামো সম্প্রসারণ
১.৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের ফলে চালু বিমানবন্দরের সংখ্যা ৭৪ থেকে বেড়ে ১৬৫-তে দাঁড়িয়েছে-অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।

বিমান চলাচলের আইনি কাঠামোর আধুনিকীকরণ
বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা-ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেআইনগত ওনিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার

ড্রোন ইকোসিস্টেম
৩৯,০০০ ড্রোন নিবন্ধিত এবং ৪৪,০০০-এর বেশি পাইলট সনদ প্রদান করা হয়েছে।

বিমান চলাচলে নারী
অংশগ্রহণ বৃদ্ধি দেশের ১৫%-এরও বেশিপাইলট নারী

ড্রোন ইকোসিস্টেম
রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সামগ্রিক সংস্কার (MRO)

সকলের জন্য উন্মুক্ত বিমানবন্দর সুবিধা
উড়ান যাত্রী ক্যাফে, ফ্লাইব্রেরি এবং কিডস জোন-এর মাধ্যমে বিমানবন্দরের অভিজ্ঞতাকে নতুন রূপ দেওয়া।

ডিজিটাল রূপান্তর
ডিজি-যাত্রা ৩৮টি বিমানবন্দরে স্পর্শহীন ভ্রমণ ও ১০ কোটিরও বেশি নির্বিঘ্ন যাত্রার সুবিধা প্রদান করছে।

দেশীয় উৎপাদন
দেশীয় বেসামরিক বিমান উৎপাদন ও এমআরও (MRO)-র জন্য একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলা

সবুজ বিমানবন্দর
সবুজ শক্তিতে পরিচালিত ১০০টি বিমানবন্দর

বিমান চলাচল বিষয়ক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা
সারা দেশে ৪১টি উড্ডয়ন প্রশিক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে

বিমান ইজারা কেন্দ্র
৩৭৮টি বিমান-সম্পদ ইজারা দেওয়া হয়েছে

CBC 03111/13/0002/2627

12 Saal Vishwas ke, Vikas ke, Jan-kalyan ke

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৯৪ সংখ্যা, সোমবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

নবজাগরণে ঠাকুর বাড়ি

বাংলার নবজাগরণ কালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির অবদান কম ছিল না। রাজা রামমোহন রায়কে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনে পাশে থাকা থেকে শুরু করে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ এবং মেডিকেল কলেজের কৃতি ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে বিলাতে পাঠানোর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। শুধু তাই নয়, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে ঠাকুর বাড়ির সব সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে বঙ্গভঙ্গকে রোধ করে দিয়েছিলেন সেটা আমরা আজকে সবাই বলতে গেলে ভুলতে বসেছি। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান গেয়ে বাঙালিদের উদিপ্ত করে তুলেছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তি নীতি পরিত্যাগ করে স্বনির্ভরতার উপর জোর দিয়েছিলেন। ব্যারিস্টার, সমাজকর্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। আশুতোষ চৌধুরীর জন্ম ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন ব্রিটিশ ভারতের পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রামে। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন কৃষ্ণনগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জামাতা। আশুতোষের মাতা সুকুমারী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বোন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জনস কলেজ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ট্রিপোজ নিয়ে বি.এ ও পরবর্তীতে বার-অ্যাট-ল' এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এম.এ ও এলএল.এম পাশ করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ আগস্ট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী তথা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা দেবীকে বিবাহ করেন ও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাখীবন্ধন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তির নীতি পরিত্যাগ করে স্বনির্ভরতার উপর জোর দিতেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন- "A subject race has no politics" সংগঠন দৃঢ় করার জন্য তিনি প্রতিটি জেলায় পরিষদ গঠনের উপর জোর দেন। দেশে পল্লিসমাজ স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর ফেডারেশন মাঠে আনন্দমোহন বসুর বিখ্যাত বক্তৃতার ইংরাজী অনুবাদ তিনিই করেন। অন্যদিকে তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের গোচারণের মাঠ কবিতার ব্যাখ্যানুকৃতি করেন। অল্প বিস্তর সাহিত্য চর্চাও করতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তার 'জীবনস্মৃতি' প্রবন্ধে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। ভারতী ও বালক পত্রিকায় তার রচিত প্রবন্ধ, 'কাব্যজগৎ', 'কথার উপকথা' প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন গঠনে প্রধান ভূমিকা নেন। 'আর্ট সোসাইটি অফ দ্য ওরিয়েন্ট', সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। দেশে শিল্পবিস্তারেও সচেষ্ট ছিলেন। 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ' স্থাপনে এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন তিনি। এছাড়াও তিনি 'বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসোসিয়েশন'-এরও সদস্য এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'কলকাতা ক্লাব'এর সভাপতি ছিলেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরী ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নাইট উপাধি লাভ করেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর পর দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় সানি পার্কে তাদের বাসভবন সংলগ্ন রাজপথের নামকরণ হয় 'আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ'।

ভারতীয় দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ

ভারতীয় দার্শনিক অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ৮ জুন পরলোকগমন করেন। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ছিলেন ভারতীয় দার্শনিক অধ্যাপক। তার প্রভাবশালী রচনাগুলি পশ্চিমী দর্শনের ভাব দিয়ে বোঝান বেশিরভাগ বিষয়গুলিকে ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য দিয়ে একত্রিত করে বুদ্ধিগম্য যুক্তিবিদ্যা পদ্ধতি দিয়ে উপস্থাপন করেছে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ধর্ম ও নীতি সম্পর্কিত স্পালডিং অধ্যাপক ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত মতিলাল গণিত এবং যুক্তির দিকেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতদের দ্বারা প্রথাগত ভারতীয় দার্শনিক ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। পরে তিনি নিজে সেখানে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি পণ্ডিত তারানাথ তর্কতীর্থ এবং কালীপদ তর্কাচার্যের মতো পণ্ডিতদের দ্বারা শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি পণ্ডিত অনন্ত কুমার ন্যায়তর্কতীর্থ, মধুসূদন ন্যায়াচার্য এবং বিশ্ববন্ধু তর্কতীর্থের সাথেও আলোচনা করতেন। ১৯৬২ সালে তাকে তর্কতীর্থ (যুক্তির গুরু) উপাধি' (ডিগ্রি) দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে সংস্কৃত কলেজে পড়ানোর সময় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ একটি কলেজ)), মাতিলাল ড্যানিয়েল ইনগালসের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইন্ডোলজিস্ট ছিলেন এবং তাকে সেখানে পিএইচডি প্রোগ্রামে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন। মাতিলাল ফুলব্রাইট ফেলোশিপ অর্জন করেন এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ইনগালসের অধীনে নব্য ন্যায়ের অস্বীকৃতি মতবাদ নিয়ে পিএইচডি শেষ করেন। এই সময়কালে তিনি উইলার্ড ভ্যান অরম্যান কুইন এর সাথেও পড়াশোনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তিনি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়েছিলেন, এবং ১৯৭৭ সালে তিনি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং রবার্ট চার্লস জেহনার এর পর অক্সফোর্ডের স্পালডিং অধ্যাপক নির্বাচিত হন। তার রচনায় তিনি ভারতীয় যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন, বিশেষত ন্যায় - বৈসেসিকা, মীমাংসা এবং বৌদ্ধ দর্শন, আধুনিক দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসাবে। মতিলাল ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাকে উপস্থাপন করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

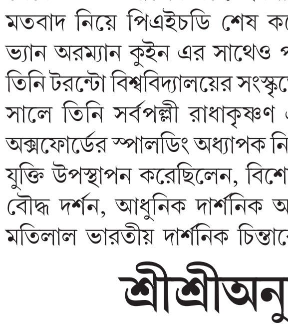

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা সারদার ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁকে পুজো করতে হবে। তার দর্শন এবং শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তাহলে সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা সারদা এবং কালী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গলদাত্রী। তিনি জ্ঞানদায়িনী। তিনি উজ্জ্বলময়ী মা। তিনি ভক্তিমতী মা। তিনি শ্রদ্ধাশীলা মা ভবতারিণী। তিনি সবার শুভ কামনা করে থাকেন। সবাই যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে এবং খেতে পরতে পারে সেটা দেখভাল করেন। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন না। তিনি সব সময়ে চোখ খুলে রাখেন। জগতে রক্ষা করতে তিনি সব সময়ে নিজের তিনটি নেত্রকে সজাগ রাখেন। ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কাপলে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। কপালে যা লেখা রয়েছে তা হবে

'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' তৈরির স্বপ্ন ধূলিসাৎ করেন জিন্না

রবীন্দ্রকুমার শীল

'১৯৫৪ সালের ৩০ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কয়েক দিনের জন্য কলতাতায় আসেন। পশ্চিমবঙ্গবাসী তাকে অন্তর দিয়ে সর্ম্বধনা জানায়। ৩ মে নেতাজি ভবনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ফজলুল হক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ' বাঙালি অখণ্ড জাতি। তাঁহারা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সুসংহত দেশে বাস করে। তাঁহাদের আদর্শ এক এবং জীবনধারণের প্রণালীও এক। বাংলা

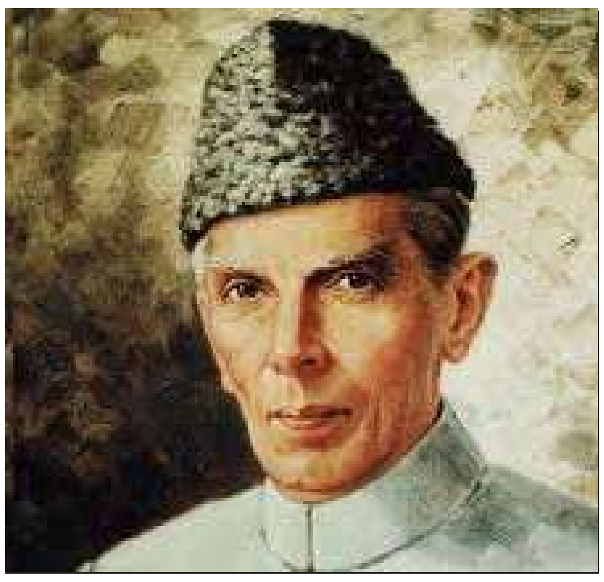

অনেক বিষয়ে সারা ভারতকে পথ প্রদর্শক করিয়েছে এবং দেশ বিভাগ সত্ত্বেও জনসাধারণ তথা কথিত নেতৃবৃন্দের উর্ধ্বে থাকিয়া কাজ করিতে পারে।...আজ আমাকে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে অংশ গ্রহণ করিতে হইতেছে। আশা করি 'ভারত' কথাটি ব্যবহার করায় আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। আমি উহার দ্বারা পাকিস্তান ও ভারত উভয়কেই বুঝিয়াছি। এই বিভাগকে কৃত্রিম বলিয়াই আমি মনে করিতে চেষ্টা করিব। আমি ভারতের সেবা করিব।" পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনি বাংলা ভাগকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তিনি নিজেকে ভারত বাসী বলেও মনে প্রাণে গ্রহণ করতে থাকেন। যদিও ভারত বিভাজনকে বাধ্য হয়ে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। মনে প্রাণে তিনি বাংলা ভাগ চাননি। তিনি চেয়েছিলেন বাংলা একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হোক। এবং বাংলা হোক সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা। কিন্তু ভারত ভাগের সময়ে যেভাবে বাংলা ভাগ করার ব্যাপারে মুসলিম লিগ থেকে চাপ আসতে শুরু করেছিল তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হন। তিনি সেই সময়ে বাংলার নেতাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তৎকালীন বাংলার নেতারা কেন অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র তৈরি করার ডাক দিয়ে আন্দোলন করলো না সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আসলে তখন বাঙালি মুসলিমরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ মুসলিমরা মুসলিম লিগের সমর্থক হয়ে পড়ে পাকিস্তান নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তৈরি হোক এবং জিন্নার স্বপ্নকে সফল করতে চেয়েছিল। হিন্দুরা যেমন একদিকে ভয় পেতে শুরু করেছিল যে বাংলা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তৈরি হয় আবার মুসলিম শাসন বাংলায় তৈরি হবে এবং সেখানে হিন্দুরা অত্যাচারিত হতে থাকবে। ১৯৪৬ সালে ১৫ আগস্ট মুসলিম লিগ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' ঘোষণা করেন। তার ফলে কলকাতাতে এক ভয়াবহ দাঙ্গা হল। মুসলিম লিগের নেতা জিন্নার এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ মত ছিল। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আওয়াজ তুলে ভারতের বিভিন্ন স্থান রক্তাক্ত করতে থাকে মুসলিম লিগের সমর্থকেরা। ১৬ আগস্ট সরকার সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করে। এই তারিখে কলকাতার মনুমেন্টে মুসলিম লিগের একটি কর্মসূচি ছিল। রমজান মাসকে সমানে রেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মীয় আবেগকে সমানে রেখে পাকিস্তান পাওয়ার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকতে বলা হল। এদিকে হিন্দু মহাসভা ১৬ আগস্টের ধর্মঘটের বিরোধিতা করে অ-মুসলমান ভারতীয়দের পাকি স্তান বিরোধিতা করতে আহ্বান করে। ১৬ আগস্ট বিকেল থেকে কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হল। তিন দিন ধরে দাঙ্গা চলে। তিন দিন পরে সরকারের নির্দেশে পুলিশ এবং সেনা নামলেও তারা দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। 'আল্লা-হি-আকবর' ধ্বনিতে কলকাতার আকাশ ভরে ওঠে। ১৯ আগস্ট দাঙ্গা স্তিমিত হয়ে আসে। ১৬ আগস্ট শুধু কলকাতা নয়, ভারতের কালো দিন বলে চিহ্নিত করে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জওহরলালাকে এই ট্র্যাজেডির জন্য দায়ি করেন, "This was one of the greatest tragedies of Indian history and I have to say with the deepest of regret that a large part of the responsibility for this development rests with Jawaharlal. His unfortunate statement that the Congress would be free to modify the Cabinet Mission Plan reopened the whole question of political and communal sattlement. Mr. Jinah took full advantage of his mistake and withdrew it from the League's arly acceptance of the Cabinet Mission Plan. (India Wins Freedom, p.170)" তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পুরো সুযোগটা মহম্মদ আলি জিন্না গ্রহণ করেন। ২৯ আগস্ট নেয়াখালিতে ঈদের দিন দাঙ্গা শুরু হল। সেখানে আশি শতাংশ মুসলমান হিন্দুদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খুন, ধর্ষন, ধর্মান্তরকরণ এবং অবিবাহিত হিন্দু মহিলাদের জোর করে নিকা করতে বাধ্য করা হয়। নেয়াখালিতে গান্ধিজি শান্তি পদযাত্রা শুরু করলে মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে তিনি মুসলিম ধর্মের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করছেন। বোম্বে এবং মাদ্রাজের জামিয়াত-উল-ইসলাম নামক প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৪৭ সালে ২৫ জানুয়ারি টেলিগ্রাম করে গান্ধিকে বলা হয়েছিল একজন অ-মুসলমান হিসাবে মহাত্মা গান্ধির ঐশমিক আইনে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেই। গান্ধিজি বলেন, তিনি প্রকৃত অর্থে একজন মুসলমান। এদিকে কলকাতা দাঙ্গার পর জিন্না এক বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, "If congress regime are going to suppress and persecute the Musalmans, it will be very difficult to control disturbances.. In my opinion, there is no alternative except the outright establishment of Pakis tan..We guarantee to look after non-Muslim and Hindu caste-minorities in Pakistan, which will be about 25 millions and safeguard their interest in every way... that is the quickest way to India's real freedom and to the welfare and happiness of all the people inhabiting the sub-continent." জিন্না স্বয়ং কোনও দিন কোরান পাঠ করতেন না। তিনি মসজিদে যেতেন না। শুয়োরের মাংস খেতেন। ইংরেজি ভাষা বলতে বেশি পচ্ছন্দ করতেন। ইংরেজিয়ানা তাঁর আচার আচরণে বেশি প্রকাশ পেত। গান্ধিজি যেখানে একটি ধুতি এবং চাদর পরে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতেন এবং ব্রিটিশ গোল টেবল বৈঠকে যোগ দিতেন। সেখান জিন্না একেবারে সাহেবি কায়দায় চলাফেরা করতেন। গান্ধিকে উদ্দেশ্য করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বলেছিলেন, 'হ্যাফ ন্যাকেড পিপলস'। গান্ধিজিকে সহ্য করতে পারতেন না ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল।

দ্বিতীয়বার ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী রূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে মুসলিম লিগের সদস্যরা মন্ত্রীসভার পত ঘটনানোর চেষ্টা করতে থাকে। তাকে অপমানিত এবং কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ও কর্মীদের আক্রমণ করে। এইভাবে মুসলিম লিগের নেতা এবং কর্মীরা লিগ বিরোধীদের অস্তিত্বকে বিনাশ করতে চেষ্টা করে। প্রতিটি বিধানসভা অধিবেশনে নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দি ও অন্যান্য মুসলিম লিগের সদস্যরা তীব্র ভাষায় হককে আক্রমণ করেন। ১৯৪২ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় সুরাবর্দি বলেন, ফজলুল হক তাঁর সহকর্মী, তাঁর পার্টি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তাই তাঁকে মুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করেছে। মুসলিম বাংলা একদিন তাঁর আচরণের প্রতিশোধ নেবে। ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুরাবর্দির অভিযোগের উত্তরে বলেন, "But I shall refer to the attacks-most filthy attacks-made on the Hon'ble Mr. A.K. Fazlul Haq. I do not hold any brief for him, but it is my duty to point this out because it does not concern him alone-it concerns us who have joined the same cabinet and have openly accepted his leadership; I shall say this, Sir-blame as much as you like Mr. Fazlul Haq; we can appreciate the motives for the blame because he has ousted you from office and patronage. But forget not that what he has dome, the courage that he has shown indicates the only line of solution if Bengal or India is to be saved. (Cries of Hear! Hear! from the coalition benches) Where we succeed or not is a different matter. It will depend on various factors, but he has given the correct lead which inspite of the criticisms which self-seekers in the opposition had levelled against him and against his Ministry was a lead of which he alone was capable." শ্যামাপ্রসাদ হককে সমর্থন করতেন

বিশ্ব সাহিত্যে অন্যতম সেরা লেখক ছিলেন ও' হেনরি

বুদ্ধদেব মিশ্র

ছদ্মনামেই ও' হেনরি পরিচিত আর সে নামেই তিনি বিখ্যাত ছোট গল্পের ভুবনে। আসল নাম উইলিয়াম সিডনি পোর্টার। নিজেকে আড়াল করতে ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। সারাজীবন ধরে রচনা করেছেন অসংখ্য কালজয়ী ছোটগল্প যা কয়েক শতাব্দী পরেও পাঠকের মন কেড়ে নেয়। ঘরের দোরগোড়ায় থমকে গেল জিম। নবদম্পতি জিম আর ডেলা। ভালোবাসার মানুষের জন্য ক্রিস মাসের উপহার কিনতে পরস্পরকে না জানিয়ে তাদের সব থেকে দামি বস্তু বিক্রি করেছে তারা। ডেলার কাছে সব থেকে মূল্যবান তার কোমর ছাড়িয়ে নেমে যাওয়া কেশরাজি। এই চুল বিক্রি করে জিমের জন্য সে কিনেছে পকেট ঘড়ির চেন।

জিমের পকেটঘড়ি বংশপরম্পরায় হাতবদল হয়ে আসা। ডেলার পরে সম্ভবত তার কাছে সবথেকে প্রিয় এই ঘড়ি। কিন্তু ঘড়ির পুরনো চেন নষ্ট হয়ে গেছে বহু আগেই। টাকার টানাটানিতে নতুন একটা চেন কিনব কিনব করে কিনতে পারছে না সে। কিন্তু আজ স্ত্রীর জন্য সেই ঘড়ি বিক্রি করে হাতির দাঁতের একসেট চিরুনি কিনেছে। ডেলার বহু আকাঙ্ক্ষিত এই চিরুনির সেট, কিন্তু দামের কথা ভেবে এতদিন কেনা হয়ে ওঠেনি।

ডেলার মাথা আঁকড়ে থাকা ছোট চুল তাই জিমকে থমকে দিয়েছে। স্ত্রীর হাতে উপহার তুলে দিয়ে অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো সোফায় বসে পড়ল সে। এবার স্বামীর উপহার বের করল সে। বেলার হাতে ঘড়ির চেন দেখে হেসে ফেলল জিম। জানো ডেলা, আমাদের উপহার দু'টি এতটাই মূল্যবান যে এ মুহূর্তে তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না! বাইবেলে বলে, সদ্যভূমিষ্ঠ যিশুর জন্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন তিন জ্ঞানী ম্যাজাই। লেখকের কথায় এই নবদম্পতির উপহার বিনিময় যদিও আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, কিন্তু একটু ভালো করে ভাবলেই বোঝা যাবে পরস্পরের জন্য যে ত্যাগ তারা স্বীকার করেছে, তার মূল্য সেই তিন ম্যাজাইয়ের দেওয়া উপহার থেকে কিছুমাত্র কম নয়! খুব সাধারণ একটা গল্প। কিন্তু লেখকের কলমের অসাধারণ আঁচড়ে তা হয়ে উঠেছে বিশ্ব সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পঠিত ও জনপ্রিয় ছোটগল্পের গল্পের অন্যতম! যার হাত ধরে জিম আর ডেলা নামের চরিত্র দুটো স্থান করে নিয়েছে অগণিত পাঠকের হৃদয়ে, সেই লেখকের নাম উইলিয়াম সিডনি পোর্টার, তবে তিনি সমধিক পরিচিত তাঁর ছদ্মনামে - ও' হেনরি! উইলিয়াম সিডনি পোর্টারের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের শহর গ্রিন্সবোরোতে, ১৮৬২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। তার বাবা অ্যাল গেরনন সিডনি পোর্টার ছিলেন চিকিৎসক, আর মা মেরি জেন ভার্জিনিয়া একজন গৃহিণী। ও' হেনরির জন্মের চার বছর আগে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু ও' হেনরির দুর্ভাগ্য, মায়ের আদর বেশিদিন তার কপালে জোটেনি। তার বয়স যখন তিন, তখন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মেরি মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ও' হেনরি আর তার বড় ভাই শার্লিকে নিয়ে তাদের পিতা চলে আসেন তাদের বাড়িতে। নিজে কাজ শুরু করেন শ্যালকের ওষুধের দোকানে। মাসী এভেলিনা দুই সন্তানের ভার নেন। পেশায় লিনা ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষিকা। তার উৎসাহেই প্রথম ও' হেনরির মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ জন্মে। ছোটবেলায় তিনি ডিকেন্স আর স্যার ওয়াল্টার স্কটে ডুবে থাকতেন।

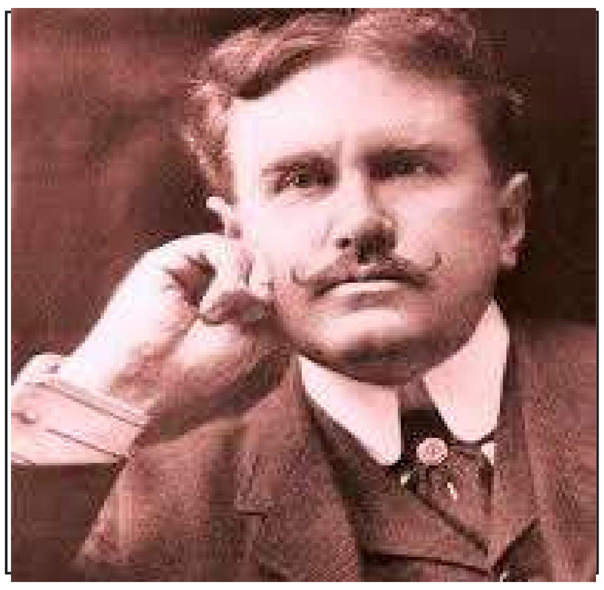

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

ভারত কৃষি প্রধান দেশ বলেই প্রয়োজন 'কৃষি বিপ্লব'

অনিকেত নস্কর

জমি শুধু ফলন দেয় না, মানুষও বাঁচে;কৃষি উন্নয়নের বাইরে কৃষকের জীবনের নতুন রাজনৈতিক অঙ্গীকার ।কৃষি উন্নয়ন শব্দটি আজকাল রাজনীতির ভাষায় যত সহজে উচ্চারিত হয়, বাস্তব কৃষকের জীবনে তা ততটাই জটিল এবং অসম্পূর্ণ এক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার যখন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ কিংবা বাজার সম্প্রসারণের কথা বলে, তখন সেটি নিঃসন্দেহে উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই উন্নয়নের আলো প্রায়ই কৃষকের জীবনের সামগ্রিক অন্ধকারকে পুরোপুরি দূর করতে পারে না। কারণ কৃষি কেবল উৎপাদনের প্রশ্ন নয়, এটি জীবনের প্রশ্ন, মর্যাদার প্রশ্ন, নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে;মানবিক বেঁচে থাকার প্রশ্ন।

আজকের ভারতের গ্রামীণ বাস্তবতা এক অদ্ভুত দ্বৈততায় দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে প্রযুক্তির অগ্রগতি কৃষিকে নতুন সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে কৃষকের জীবনধারা এখনও বহু ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, ঋণের চাপ, বাজারের অস্থিরতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির মধ্যে বন্দী। এই দ্বৈততা আমাদের একটাই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়;কৃষি উন্নয়ন কি শুধুই উৎপাদনের পরিসংখ্যান বাড়ানোর নাম, নাকি কৃষকের জীবনকে সত্যিকারের উন্নত করার একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া?

রাষ্ট্র যখন কৃষি নীতির কথা বলে, তখন সেখানে প্রায়ই ফসলের ফলন, উৎপাদন ক্ষমতা, রপ্তানি সম্ভাবনা এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে কেন্দ্র করে আলোচনা হয়। কিন্তু সেই আলোচনার বাইরে থেকে যায় একজন কৃষকের দৈনন্দিন জীবন। যে কৃষক ভোরবেলা মাঠে যায়, সে কেবল ফসল ফলায় না, সে নিজের পরিবার, ভবিষ্যৎ এবং অস্তিত্বের লড়াইও লড়ে। তার কাছে কৃষি কোনো ব্যবসা নয়, এটি একটি জীবনধারা, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসছে।

কিন্তু সেই জীবনধারার নিরাপত্তা আজ কতটা নিশ্চিত? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ফসল ভালো

হলেও বাজারে ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না। কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো খরা, কখনো কীটপতঙ্গের আক্রমণ;সব মিলিয়ে কৃষকের পরিশ্রম অনেক সময় অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় রূপান্তরিত হয় না। এই বাস্তবতা শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটি মানসিক এবং সামাজিক হতাশারও জন্ম দেয়।

এখানেই কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষকের জীবনের উন্নয়নের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য তৈরি হয়। কৃষি উন্নয়ন বলতে আমরা যদি কেবল উৎপাদন বৃদ্ধি বুঝি, তাহলে আমরা একটি অসম্পূর্ণ চিত্র আঁকি। কিন্তু যদি আমরা কৃষকের জীবন উন্নয়নের কথা বলি, তাহলে সেখানে যুক্ত হয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, বাজারের ন্যায্যতা এবং মানসিক স্থিতিশীলতা।

আজকের দিনে কৃষকের সবচেয়ে বড় সমস্যা শুধু উৎপাদন নয়, বরং অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা বহুস্তরীয়। কখনো তা আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, কখনো বাজারের দাম, আবার কখনো সরকারি নীতির পরিবর্তন। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে একজন কৃষক তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে পারে না। ফলে কৃষি ধীরে ধীরে একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় পরিণত হচ্ছে, যেখানে লাভের সম্ভাবনার চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা অনেক বেশি দৃশ্যমান।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষকের জীবনমান উন্নয়নের দিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া না হলে প্রকৃত উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কৃষককে শুধুমাত্র উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখা হলে সেই উন্নয়ন টেকসই হবে না। বরং কৃষককে যদি একটি সম্পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে দেখা হয়, তাহলেই প্রকৃত উন্নয়নের পথ খুলে যাবে। কৃষকের জীবনের উন্নয়ন বলতে শুধু আর্থিক সহায়তা বোঝায় না। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মানসিক স্বস্তি। একজন কৃষক যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যথাসময়ে চিকিৎসা না পান, তাহলে তার পুরো পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। আবার যদি তার সন্তানরা ভালো শিক্ষা না পায়, তাহলে সেই পরিবার আবার একই দারিদ্র্যের চক্রে আটকে যায়। এই চক্র ভাঙতে হলে উন্নয়নের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করতে হবে।

বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বীজ, উন্নত সেচ ব্যবস্থা, যান্ত্রিক চাষাবাদ;এসব কৃষিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু প্রযুক্তির এই অগ্রগতি যদি কৃষকের জীবনের বাস্তব সমস্যা গুলোর সমাধান না করতে পারে, তাহলে তা সম্পূর্ণ সফল বলা যায় না। প্রযুক্তি তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা মানুষের জীবনকে সহজ করে, নিরাপদ করে এবং স্থিতিশীল করে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাজার ব্যবস্থা। কৃষক যত ভালো ফসলই উৎপাদন করুক না কেন, যদি সে ন্যায্য মূল্য না পায়, তাহলে তার শ্রমের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব, বাজারের অস্থিরতা এবং তথ্যের অভাব কৃষককে অনেক সময় ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। এই সমস্যার সমাধান ছাড়া কৃষি উন্নয়ন সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এছাড়াও কৃষকের মানসিক স্বাস্থ্য একটি অত্যন্ত অবহেলিত বিষয়। দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা, ঋণের চাপ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক কৃষকের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। এই মানসিক চাপ অনেক সময় চরম সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়। অথচ এই দিকটি নীতিনির্ধারণের আলোচনায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। রাজ্য সরকারের উচিত কৃষিকে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে না দেখে একটি মানবিক ক্ষেত্র হিসেবে দেখা। কৃষক কেবল উৎপাদনকারী নয়, সে একটি পরিবারের কেন্দ্র, একটি গ্রামের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ এবং একটি সমাজের স্থিতিশীলতার ভিত্তি। সেই কারণে কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন মানে আসলে পুরো সমাজের উন্নয়ন। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি যদি স্বাস্থ্যবিমা, ফসল বিমা, ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা, শিক্ষার সুযোগ এবং সরাসরি বাজার সংযোগ আরও শক্তিশালী করা যায়।

তাহলে কৃষকের জীবন অনেক

অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী

শঙ্করলাল কর্মকার

মানময়ী গার্লস স্কুল' মুগ্ধ দর্শক। সিনেমার পর্দার দিকে ছুটলেন নায়ক - নায়িকাকে ছুঁয়ে দেখবেন! মুক্ত - বিহঙ্গ কেন বাঁধাধরা কাজ করবে! একদিন বিরক্ত হয়ে চাকরি ছাড়লেন। এর আগে বেঙ্গল টেলিফোন লোয়ার ডিসিশন ক্লার্কের চাকরি করেছেন। বেতন যা পেতেন মেসের খরচ চলত না। একসময় মোহনবাগান ক্লাবের কর্ম সমিতির সদস্য হন। মোহনবাগান ক্লাবের হকি সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন। ভোলাভালা, সরলপ্রাণ,দিলখোলা,গ্রাম্য চরিত্রে তাঁর সময়ে কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা। মোহনবাগান ক্লাবকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। প্রিয় দলের জয়ে ভীষণ খুশি হতেন, আবার পরাজয়ে মুষড়ে পড়েছেন। মোহনবাগানের খেলা থাকলে ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঠিক মাঠে পৌঁছে যেতেন। সঙ্গী হতেন সত্যেন ঘোষাল ও মাতাল মিত্তির। অভিনয় জগতে জহর গাঙ্গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন কিংবদন্তি তুলসী চক্রবর্তী। তিনি জহর গাঙ্গুলিকে নিয়ে যান বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবাদপুরুষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কার্যত তাঁর বদান্যতায় জহর গাঙ্গুলি ছোট থেকে মাঝারি তারপর বড় বড় চরিত্র পেতে লাগলেন। 'মানময়ী গার্লস স্কুল ' নাটকে মানস মুখার্জির চরিত্রে অভিনয় করে প্রবল জনপ্রিয় হলেন, এরপর আর ফিরে তাকাতে হয় নি। সিনেমায় প্রথম অভিনয় অবশ্য নির্বাক ছবিতে নাম 'গীতা' ১৯৩১সালের কথা। সবাক চিত্রে প্রথম অভিনয় ১৯৩৪সালে, ছবির নাম 'চাঁদ সওদাগর' 'বন্দী' ছবিতে অভিনয় করে পেয়েছেন সেই বছর ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার। 'শহর থেকে দূরে' ছবির সাফল্য উপলক্ষে সাহিত্যিক -পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজের গলার মালা ওই সংবর্ধনা সভায় জহর গাঙ্গুলির গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন এই ছবিতে 'রতনের' চরিত্রে যদি সুলাল (,জহর গাঙ্গুলির ডাক নাম) কে না পেতাম তবে এ ছবি এতটা সাফল্য পেত না,নিশ্চয়ই তাঁর জীবনের বড় প্রাপ্তি।

স্টার,রঙমহল,নাট্যনিকেতন, মিনার্ভা,নাট্যভারতী, সহ প্রায় সব থিয়েটারে জহর গাঙ্গুলি সব ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রয়াণ দিবসে আমরা তাঁকে স্মরণ করি। আপনি জহর গাঙ্গুলি অভিনীত কোনও ছবি দেখেছেন? বাংলার অভিনয় জগতে মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ ঃ অধীর চৌধুরী

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ১৪ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ।

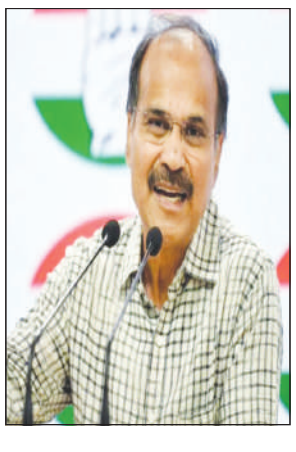

রবিবার বহরমপুরের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবী করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন তিনি দাবী করেন, রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতার আসার পর যে কায়দায় তারা কংগ্রেসে ভাঙন ধরিয়েছিল, সেই একইভাবে এখন বিজেপি তৃণমূলের মধ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় গুলি-বারুদ, বন্দুক উদ্ধার হচ্ছে তা কখনওই কাম্য নয়। তবে আমরা সব সময়ই বলে এসেছি সব সরকারই সমান। আমাদের কথাই এখন সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে। মানুষ দেখতে পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই সরকারই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তিনি বলেন, রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় কংগ্রেস দলে ভাঙন ধরানোর জন্য আমাদের দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে 'পানি কেস' (মাদক মামলা) দেওয়া হতো। যাতে আমাদের নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে। এখন বিজেপি ক্ষমতায় এসে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তৃণমূল দলে ভাঙন ধরাচ্ছে । এর পাশাপাশি অধীরবাবু আজ বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূলের নেতাকর্মীদেরকে প্রকাশ্য রাস্তায় কোমরের দড়ি বেঁধে বা হাতকড়া পড়িয়ে ঘোরানোর ঘটনারও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে কোনওরকম অরাজকতাই কাম্য নয়। কেউ যদি আইন ভেঙে থাকে তাহলে কোর্টে তার বিচার হবে। কোনও ব্যক্তির কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘোরানোর মধ্যে বাহাদুরীর কিছু নেই। এর মধ্যে দিয়ে এক ধরনের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার মানসিকতা প্রকাশ হয়। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এগুলো করেছিল বলেই মানুষ তাদের সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার আসার পরে এগুলো আমাদের কেন দেখতে হবে? এগুলো বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে না। সরাসরি বিজেপি সরকারের দিকে আঙ্গুল তুলে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নতুন এক ধরনের 'স্টাইল' নিয়ে চলছে। তারা মারছে না, ছুট করাচ্ছে বেশি। আমাদের ধারণা তারা তৃণমূলের সমস্ত নেতাদেরকে ধরবে না। কিছু নেতাকে ধরে বাকিদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে। এইভাবেই তাঁদের বিজেপি দলে যোগদান করানো হবে। আমরা সকলেই জানি তৃণমূল কংগ্রেস একটা চোরের দল। তারা চুরি করেছে। কিন্তু বিজেপি সরকার এসে 'সিলেক্টিভ' চোরদেরকে ধরছে। এর পাশাপাশি অধীরবাবু আজ তৃণমূল কংগ্রেসকে আদর্শহীন দল বলেও অভিহিত করেন। দলের সাংগঠনিক বৈঠকে কুণাল ঘোষের সঙ্গে অভিষেক ব্যানার্জির কথা কাটাকাটি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস একটি আদর্শহীন দল। তাই দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব হবেই। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে বাংলাদেশে পাঠানো নিয়ে সীমান্ত অঞ্চলে তৈরি হওয়া জটিলতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভোটের সময় একটা লোক দেখানো ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। আমি জানতে চাই, পশ্চিমবঙ্গের কত বাংলাদেশি ধরা পড়েছে এবং কতজনকে 'হোল্ডিং সেন্টার'গুলোতে রাখা হয়েছে? আমাদের সরকার যে ঘটনাকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' বলছে, বাংলাদেশি সরকার তাকে 'পুশইন' বলছে। আমরা চাই প্রকৃত নিয়ম মেনে অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হোক। না হলে প্রচুর মানুষকে 'নো ম্যান্সল্যান্ডে' গিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে।

জ্যাম অতীত! গ্রামীণ হাওড়া থেকে কলকাতা ও হাওড়া স্টেশনে যাতায়াতের জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন বিকল্প পথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৪ জুন ঃ হাওড়া শহর এবং কলকাতায় পৌঁছাতে বিকল্প রাস্তা জেলায়! জাতীয় সড়কে যানজট তৈরি হলে বিকল্প রাস্তা হিসাবে জেলার মানুষ বেছে নেন, আলামপুর-হাওড়া রোড অর্থাৎ আন্দুল রোড। এবার হাওড়া শহর এবং কলকাতা পৌঁছতে আরও একটি বিকল্প সড়ক জেলায়। আরও কম সময়ে গ্রামীণ হাওড়া থেকে জেলার প্রাণকেন্দ্র ময়দান ও হাওড়া স্টেশন এবং কলকাতা পৌঁছাতে পারবেন জেলার মানুষ। হাওড়ার মুন্সিরহাট-সাঁকরাইল রোড এবং সত্যেন বোস রোড একত্রে দীর্ঘ পথ। যে পথে একসময়ের জনপ্রিয় ৬৯ নম্বর বাস রুট। সেই পথই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে। জেলায় ঘন জনবসতি কলকারখানার সঙ্গে বাড়ছে যানবাহন, তাতেই সড়কে ব্যস্ততা বাড়ছে। দীর্ঘ এবং ব্যস্ত সড়ক ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই সড়ক গ্রামীণ হাওড়া এবং শহরকে যুক্ত করেছে। অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহর যুক্ত করেছে আমতা-হাওড়া রাজ্য সড়ক এবং আলামপুর- হাওড়া রাজ্য সড়ক। জেলায় গ্রাম থেকে শহর যুক্তকারী আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক একব্বরপুর-হাওড়া রাজ্য সড়ক। এই সড়ক অবৈধ নির্মাণের কারণে রাস্তার বহর কম হয়ে গতি কমে যায়। গতি কমার অন্যতম কারণ সাঁকরাইল রেল গেট। ফলে মানুষের ব্যবহার কমে এই পথ। বাস রুটও অচল হয়ে পড়ে। গত কয়েক বছরে এই পথ ছেড়ে বিকল্প পথকেই বেছে নিয়েছে মানুষ। দীর্ঘ সময় পর আবার এই সড়ক জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে। একাব্বরপুর- হাওড়া রোড এর সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে, দুরন্ত গতিতে সেই চলছে কাজ। রাস্তার দুই দিকের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে রাস্তা চওড়া হচ্ছে। একইসঙ্গে সাঁকরাইল রেলওয়ে ব্রিজ নির্মাণ হচ্ছে ফলে আরও সুবিধাজনক হচ্ছে এই সড়ক। এই পথে আর অল্প সময়ে, ধুলাগড় থেকে খুব সহজে ব্রিজ ব্যবহার করে সাঁকরাইলের রেল লাইন পেরিয়ে বকুলতলা হয়ে হাওড়া ময়দান এবং কলকাতা পৌঁছানো যাবে। গ্রামীণ হাওড়ার বড় অংশের মানুষের মানুষের কাছে শহর হাওড়া এবং কলকাতা পৌঁছানোর অন্যতম মাধ্যম হতে চলেছে এই সড়ক।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **DULAL CHANDRA DAS and PRANATI DAS**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **RAJAT GHOSH and BASABI GHOSH**
ঠিকানাঃ **HIRAKUNJA APPT. FLAT NO 1/B NOTUNPARA, JALPAIGURI**
গ্রহীতাঃ **DULAL CHANDRA DAS and PRANATI DAS**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **15/ 10-2-2005, 105/ 13-12-2004** নং বহি ______ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I 3815/ 2006**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/4962, 4963**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
MOUZA-KHARJA SHEET 120, J.L NO. 7, KHATIAN NO.687 PLOT NO. 195 LR 120
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **DULAL CHANDRA DAS and PRANATI DAS**
পিতা / স্বামীঃ
ঠিকানাঃ **NOTUNPARA, JALPAIGURI**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
The Executive Engineer Salt Lake Reclamation Division invites ONE no. online percentage rate basis e-tenders vide **Tender ID No. 2026_UDD_1027063_1 BUD&MA/EE/ SLRD/NIT-02(e)/2026-27 of EE/SLRD dated 08/06/2026.** Value of works are Rs. 28,720.00, Start and Last date of submission of bid online are 15/06/2026 and 29/06/2026 upto 13:00 Hrs respectively. All documents can be seen /obtained from the website **https://wbtenders.gov.in** Detailed information can also be seen in the website **https://udma.wb.gov.in** and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer, Salt Lake Reclamation Division.
ICA- T10166(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 40/HDA/EC/2025-26 (2 nd call)
Online (e-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"INSTALLATION OF 2 NOS. HEIGHT BAR ON THE ROAD FROM HATIBERIA SATISH SAMANTA PARK TOWARDS CLUSTER-21 UNDER HALDIA MUNICIPALITY." Estimated Cost :** 1,10,503.00/-. **Document downloading :** 16.06.2026 to 22.06.2026. **Bid submission dates :** 19.06.2026 to 22.06.2026. Information in details is available in the office and in the website of HDA : **www.hda.gov.in** E-Tender can be submitted through: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T10149(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE FOR CORRIGENDUM NOTICE NO-9 (Date)
Irrigation & Waterways Directorate
Ref. e-NIT No.: WBIW/SE/CE(W)/ NIT-09e/2025-26
(Tender Id:- 2026_IWD_996915_4)
For higher participation of bidders to culminate the tender process, the document download end date/ Bid submission end date is now extended up to 22.06.2026 till 12:30 Hours instead of 09.06.2026 till 12:30 Hours and technical bid opening date is extended up to 25.06.2026 at 15:00 Hours instead of 12.06.2026 at 15:00 Hours. All others terms and condition as laid down in the NIT remain unchanged. Details of the corrigendum may be seen from the departmental website and **http://etender.wb.nic.in** (direct site). Sd/- Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (West), I&W Dte. Purba Bardhaman.
ICA- T10156(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 02/EE/ED-III/EM/KMDA of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-III, E-M Sector, KMDA, 39A/38, P.G.M. Shah Road, Kolkata-700095, from eligible agencies, for the work, **Sl. No., Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion, (1)** Restoration of damage poles and replacement of damage cables & some allied works from Kamal Gazi Fly over end to Padma Pukur More on Southern Bye Pass, South 24 Parganas, Baruipur (both sides of Adi Ganga)., Rs.2,38,516/-, Rs.4,770/-, 15 days, **(2)** Replacement of Damage Muffing and repairing of ST Poles from Dhalai Bridge to Kamalgazi flyover., Rs.2,70,544/-, Rs.5,411/-, 15 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 24.06.2026 upto 13.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-120)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10147(1)/2026

দেবী বর্গভীমা মন্দিরের ঐতিহ্য বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ ভারতীয় ডাক বিভাগের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৪ জুন ঃ বিশেষ উদ্যোগ নিল ভারতীয় ডাক বিভাগ। দেবী বর্গভীমা মায়ের মহিমা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে পৌঁছে যাবে। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমা। পুরানে বর্ণিত এই মন্দির ৫১ সতী পীঠের এক পীঠ। দেবী মা এখানে উগ্রতারা রূপে পূজিত হন। কালের চাকায় ভর করে দেবী বর্গভীমা মায়ের ভক্ত সংখ্যা বাড়ছে রাজ্যজুড়ে। বর্তমানে প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা এই মন্দিরে আসছেন পুজো দিতে। এই মন্দিরের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস পৌঁছে যাবে দেশে বিদেশে। ভারতীয় ডাক বিভাগের তমলুক সার্কেলের উদ্যোগে বিশেষ খাম উদ্বোধন হল বর্গভীমা মন্দির নিয়ে। ১৩ জুন শনিবার মন্দিরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিশেষ পোস্টাল খাম উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ডাক বিভাগের তমলুক ডিভিশনের অধীক্ষক অসিত কুমার মহান্তি, তমলুকের মহকুমা শাসক শৌভিক মুখার্জি, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ব্রহ্মময় নন্দ সহ মন্দির সেবায়েত ও অন্যান্যরা। দেবী বর্গভীমা মায়ের চরণে পুজো দিয়ে বিশেষ পোস্টাল খাম উদ্বোধন হয়। জানা যায় বর্গভীমা মন্দিরের পাশাপাশি তমলুক হেড পোস্ট অফিস থেকে দেবী মা ও মন্দিরের ছবি দেওয়া এই খাম পাওয়া যাবে। বর্গভীমা মন্দির ও মায়ের ছবি দেওয়া বিশেষ পোস্টাল খাম নিয়ে ভারতীয় ডাক বিভাগের তমলুক ডিভিশনের অধীক্ষক অসিত কুমার মহান্তি, পোস্টাল কভার পোস্ট অফিস সহ বর্গভীমা মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছেও পাওয়া যাবে। এই খামের মাধ্যমে যেমন মায়ের ছবি দেখতে পাবেন তেমনি পেছনে কিছু ইতিহাসও লেখা রয়েছে। মন্দিরে সেবাইত শিবাজী অধিকারী বলেন, ভারত সরকারের ডাক বিভাগের তমলুক শাখার সুপারিনটেন্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন বর্গভীমা মন্দির নিয়ে স্পেশাল কভার তৈরি করার। শুধু দেশের মধ্যে নয় এবার আন্তর্জাতিক স্তরে মায়ের প্রচার ছড়িয়ে পড়বে। তমলুকের শক্তিপিঠের প্রাচীন নাম বিভাস। দেবী এখানে বর্গভীমা বা ভীমারূপা নামে অধিষ্ঠিত। ভৈরব সর্বানন্দ মতান্তরে কপালি। মহামায়া সতীর দেহাংশের মধ্যে বাম গুল্ফ বা বাম পায়ের গোড়ালি পড়েছিল এখানে। ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দ মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে গোকুলে গোমতী নামা তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা এবং মার্কণ্ডেও পুরাণে আছে দেবী বর্গভীমার উল্লেখ। দেবী ভক্তদের চারটি বর্গ দান করেন, তাই তার নাম বর্গভীমা। বর্তমানেও নিষ্ঠার সঙ্গে পূজিত হন মা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No. 01/EE/BD/W&S/KMDA of 2026-27
e-NIQ is invited by the Executive Engineer, Baranagar Division, W&S. Sector, KMDA, 1, R.N. Tagore Road, Kolkata-700076, from eligible and resourceful contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount (including GST, LWC), Earnest Money, Time of Completion,** Supply & Installation of Digital (TN-100) Turbidity Meter (having measuring range 0.01-2000 NT) along with suitable standard, hard carrying case batteries with IR LED (850) and other necessary accessories at BK-WTP Ph-I., Rate to be quoted, 2% on the quoted rate, 03 days, **Bid submission end date & time:** 22.06.2026 at 15:45 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-123)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10151(1)/2026

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN L25199WB1990PLC048791
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেলিপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫১৩, ভারত
প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, বর্ধন বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, চতুর্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ই-মেইলঃ Krypton@kryptongroup.com, ওয়েবসাইটঃwww.kryptongroup.com

বিজ্ঞপ্তি
ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট)-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের সেবি (SEBI) সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 (সেবি সার্কুলার) অনুযায়ী, শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত একটি 'বিশেষ উইন্ডো' খোলা থাকবে।
এই সুবিধাটি সেইসব বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রযোজ্য যারা ১ এপ্রিল ২০১৯-এর আগে ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি)-এর ফিজিক্যাল শেয়ার (কাগজের সনদযুক্ত শেয়ার) ক্রয় করেছিলেন এবং
ক. শেয়ার হস্তান্তরের জন্য আবেদন করেননি অথবা
খ. শেয়ার হস্তান্তরের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু নথিপত্রে ত্রুটির কারণে তা প্রত্যাখ্যান বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল কিংবা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যায়নি।

বিশেষ উইন্ডোর প্রযোজ্যতা
১ এপ্রিল ২০১৯-এর আগে সম্পাদিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই উইন্ডোর প্রযোজ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে বিনিয়োগকারীরা নিচের তালিকাটি (ম্যাট্রিক্স) দেখতে পারেনঃ

১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে হস্তান্তরের জন্য দাখিল করা হয়েছে	বিনিয়োগকারীর কাছে কি মূল শেয়ার সার্টিফিকেটটি আছে?	বিশেষ উইন্ডোতে আবেদন দাখিল করার যোগ্য কি না
না-এটি একটি নতুন আবেদন বা নথি জমা দেওয়া।	হ্যাঁ	হ্যাঁ (সেবি (SEBI)-র সার্কুলারে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে)
হ্যাঁ, তবে এটি আগেই প্রত্যাখ্যান বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল।	হ্যাঁ	
হ্যাঁ, দায়ের করা হয়েছিল।	না	না
না, দায়ের করা হয়নি।	না	না

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, শুধুমাত্র মূল শেয়ার সার্টিফিকেট -এর সাথে হস্তান্তর দলিল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ জমা দেওয়া অনুরোধগুলোই 'স্পেশাল উইন্ডো'-এর আওতায় বিবেচনা করা হবে।
যেসব বিনিয়োগকারী এই বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা নিতে ইচ্ছুক, তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট-'মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (MDPL)'-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁদের ঠিকানা হলোঃ ৫ম তল, ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, এসপ্ল্যানেড, লাল বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য বিনিয়োগকারীরা https://tinyurl.com/29ab3727 লিঙ্কে উপলব্ধ সেবি (SEBI)-র বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারেন।

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
প্রিয়া আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৫.০৬.২০২৬

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-N.I.T No. WBIW/SDO/JBDSD/e-NIT-01/2026-27 (2 nd call of WBIW/SDO/JBDSD/e-NIT-07/2025-26)
On behalf of the Governor, West Bengal, e-tender is invited by the AE/Sub-Divisional Officer, Jamuna Basin Drainage Sub-Division, Irrigation & Waterways Dte. from the eligible, reliable, bonafide & resourceful contractors for **01 (One) no.** work amounting to Rs. 3.86 Lakh. All necessary details may be had on Govt. website www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in. Publishing date: 15.06.2026 at 17.00 hrs., Bid submission Start date: 15.06.2026 from 17.30 Hrs. Bid submission end date: 23.06.2026 till 17.30 Hrs.
Sd/- Sub-Divisional Officer, Jamuna Basin Drainage Sub Division, Irrigation & Waterways Directorate, Govt. of WB
ICA- T10158(1)/2026

দুর্গাপুর কাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৪ জুন ঃ দুর্গাপুরের একটি হোটেলে নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে গলসির পুরষা গ্রামের বাসিন্দা রাজ মল্লিককে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। এই নিয়ে ঘটনায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ জুন রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ওষুধ মেশানো মদ্যপান করানো হয়। এরপর দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকার একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাঁর উপর গণধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, অত্যধিক রক্তক্ষরণের কারণে পরে নির্যাতিতাকে বুদবুদ বাইপাস এলাকায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। এক টোটোচালক অসহায় অবস্থায় ওই নাবালিকাকে দেখতে পেয়ে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেন। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্গাপুর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ হোটেলের ঘর থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফরেন্সিক দলের সাহায্য নেয়। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সিমরন তামাং, আজহারউদ্দিন মল্লিক, সুবীর দাস এবং হোটেলের ম্যানেজার রাজকুমার দে-কে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার রাতে রাজ মল্লিককে গ্রেফতারের পর রবিবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

অভাবকে সঙ্গী করেই স্বপ্নযাত্রাঃ 'তেপান্তর নাট্যগ্রাম'-এর স্রষ্টা কল্লোল ভট্টাচার্যের ঝুলিতে জাতীয় সম্মান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ জুন ঃ এক সময় সংসারের অভাব-অনটন ছিল নিত্যসঙ্গী। নাটকের প্রতি অদম্য ভালোবাসা ছাড়া হাতে ছিল না বিশেষ কোনও সম্বল। কিন্তু সেই প্রতিকূলতাই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। দীর্ঘ সংগ্রাম, নিষ্ঠা এবং এক অসম্ভবকে সম্ভব করার জেদ নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক স্বপ্নের ঠিকানা-'তেপান্তর নাট্যগ্রাম'। আজ সেই স্বপ্নের স্বীকৃতি মিলল জাতীয় স্তরে। পূর্ব বর্ধমানের কাঁকসার সাতকাহানিয়া গ্রামের নাট্যব্যক্তিত্ব কল্লোল ভট্টাচার্য পেয়েছেন মর্যাদাপূর্ণ সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার। শীঘ্রই রাষ্ট্রপতির হাত থেকে তিনি গ্রহণ করবেন এই সম্মান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাতকাহানিয়া গ্রামে নেমেছে আনন্দের জোয়ার। গ্রামের মানুষের কাছে এই সম্মান যেন তাদের নিজেদেরই অর্জন।

কারণ, কল্লোল ভট্টাচার্যের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গোটা এলাকার মানুষের আবেগ, শ্রম এবং দীর্ঘ দিনের লড়াইয়ের ইতিহাস। ছোটবেলা থেকেই নাটকের প্রতি প্রবল টান ছিল তার। পারিবারিক অভাবের মধ্যেও থামেননি। এলাকার কয়েকজন খেটে খাওয়া ও আদিবাসী যুবককে নিয়ে গড়ে তোলেন নাট্যদল 'এবং আমরা'। শুধু নাটক নয়, সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে তোলার স্বপ্নও দেখতে শুরু করেন তিনি। সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেতে শুরু করে ১৯৯৯ সালে। সাতকাহানিয়া গ্রামের চার একর জমির উপর শুরু হয় এক অভিনব উদ্যোগ। জঙ্গলঘেরা নিরিবিলি পরিবেশে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তেপান্তর নাট্যগ্রাম। আজ এটি শুধু একটি নাট্যকেন্দ্র নয়, বরং সারা দেশের নাট্যচর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। নাট্যগ্রামকে স্বনির্ভর করতে সেখানে গড়ে তোলা হয় মাছচাষ, পোলট্রি, ফলের বাগান ও কৃষিকাজের ব্যবস্থা। পাশাপাশি নির্মিত হয় মুক্তমঞ্চ, শিল্পীদের আবাসন এবং কর্মশালার পরিকাঠামো। কল্লোল ভট্টাচার্যের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং তার সহযোদ্ধাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এক সময়ের স্বপ্ন আজ এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সারা বছর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নাট্যদল এখানে এসে নাট্যচর্চা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও উৎসবের আয়োজন করে। দেশের অন্যতম শীর্ষ নাট্য প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা-সহ বিভিন্ন রাজ্যের নাট্যদল প্রতিবছর এখানে মিলিত হয় এক বৃহৎ নাট্যোৎসবে। লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণেও তেপান্তরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রতি বছর আয়োজিত তিন দিনের দোল উৎসবে ছৌ নাচ, ঘোড়ানাচ, রায়বেঁশে, রণ পা, বাউলগান, আদিবাসী নৃত্য-সহ বাংলার এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির নানা লোকশিল্প এক মঞ্চে উঠে আসে। ফলে নাট্যগ্রামটি আজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সৃজনশীলতার এক অনন্য মিলনক্ষেত্র। অভাবের অন্ধকার থেকে জাতীয় স্বীকৃতির আলোর মঞ্চে উঠে আসা কল্লোল ভট্টাচার্যের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে বাংলা নাট্যজগতের গর্ব। তার এই সম্মান নতুন প্রজন্মের নাট্যকর্মীদের কাছে এক বড় প্রেরণা হয়ে থাকবে বলেই মনে করছে সাংস্কৃতিক মহল।

ট্রলার আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৪ জুন ঃ নিষেধাজ্ঞা ওঠার আগেই সমুদ্রে থেকে মাছ আনার অভিযোগ উঠল নামখানায়। প্রায় ১১৫০ কেজি মাছ সময়ের আগে আনার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় ট্রলারটিকে আটক করা হয়। সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং সাধারণ মৎস্যজীবীদের চোখে ধুলো দিয়ে ব্যান পিরিয়ডের মধ্যেই এই কাজ করেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। জানা গেছে সামুদ্রিক মাছ বোঝাই ট্রলারটিকে প্রথমে হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। মাছেদের প্রজননের জন্য গত দু'মাস ধরে সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর কড়া সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাড়তি মুনাফার লোভে গোপনে সমুদ্রে ট্রলার নামাচ্ছিল বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। এরপর নামখানার হরিপুর ঘাটের কাছে কাকদ্বীপ এলাকার 'এফবি পারমিতা' নামের একটি ট্রলারকে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। ট্রলারে থাকা কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তাঁদের কথায় অসঙ্গতি মেলে। এরপরই গ্রামবাসীরা ট্রলারের কোল্ড স্টোরেজে তল্লাশি করলে ঘটনা সমানে আসে ।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের আমূল রূপান্তরের কাজ শুরু, আধুনিকতায় সাজবে ঐতিহ্যের ঠিকানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুন ঃ উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। ভারতীয় রেলের 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-এর আওতায় এই স্টেশনের আমূল পরিবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বহু বছরের পুরনো এই স্টেশনকে আধুনিক পরিকাঠামো ও উন্নত যাত্রী পরিষেবার মাধ্যমে এক নতুন পরিচয়ে তুলে ধরাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। একসময় উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। ইতিহাসের নানা অধ্যায়ের সাক্ষী এই স্টেশন বর্তমানে যাত্রী পরিষেবার ক্ষেত্রে অনেকাংশে পিছিয়ে পড়েছিল। পরিকাঠামোর অভাব, অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং আধুনিক ব্যবস্থার ঘাটতি দীর্ঘদিন ধরেই যাত্রীদের সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছিল। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে এবার বড়সড় সংস্কারের পথে হাঁটল ভারতীয় রেল। প্রকল্প অনুযায়ী, শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের ভবনের বাহ্যিক সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা হবে অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো। নতুন রূপে তৈরি হবে স্টেশনের প্রবেশদ্বার, অপেক্ষাকক্ষ, টিকিট কাউন্টার, শৌচাগার এবং যাত্রী বিশ্রামাগার। যাত্রীদের আরাম ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আধুনিক আলোকসজ্জা, উন্নত বসার ব্যবস্থা, ডিজিটাল তথ্য প্রদর্শন ব্যবস্থা এবং সিসিটিভি নজরদারির মতো একাধিক সুবিধা চালু করা হবে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ যাত্রীদের সুবিধার বিষয়েও। তাঁদের জন্য সহজ চলাচলের উপযোগী র‍্যাম্প, উন্নত পথনির্দেশ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে স্টেশন চত্বরকে আরও পরিষ্কার, সবুজ ও পরিবেশবান্ধব করে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে রেলের। সংস্কারের ফলে শুধু স্টেশনের চেহারাই বদলাবে না, বরং শিলিগুড়ি শহরের সামগ্রিক সৌন্দর্য ও পর্যটন ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব ভারত, দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়িতে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পর্যটক ও সাধারণ যাত্রী আসা-যাওয়া করেন। আধুনিক মানের একটি স্টেশন তাঁদের যাত্রা অভিজ্ঞতাকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে। রেল সূত্রে জানা গেছে, সংস্কারের সময় স্টেশনের ঐতিহ্যবাহী পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে। পুরনো স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যকে সম্মান জানিয়ে তার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধার সমন্বয় ঘটানো হবে। ফলে একদিকে যেমন ইতিহাসের স্মৃতি বজায় থাকবে, অন্যদিকে তৈরি হবে ভবিষ্যতের উপযোগী একটি অত্যাধুনিক রেল পরিকাঠামো। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের এই উন্নয়ন প্রকল্প স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। বহুদিন ধরেই এলাকার মানুষ এই স্টেশনের আধুনিকীকরণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়নের পথে এগোনোয় তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ব্যবসায়ী মহলও মনে করছে, উন্নত রেল পরিকাঠামো গড়ে উঠলে শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পর্যটন শিল্প আরও গতি পাবে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে গণ-যোগাভ্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৪ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রাক্কালে স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল হাওড়া জেলা প্রশাসন। রবিবার সকালে হাওড়ার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ আয়োজিত হলো একটি গণ-যোগাভ্যাস কর্মসূচি। হাওড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত যোগ অন ইউটিউব শীর্ষক এই বিশেষ কর্মসূচি। রবিবারের ছুটির সকালে এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রাতঃভ্রমণকারী এবং বিপুল সংখ্যক যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এই যোগ শিবিরে অংশ নেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার, হাওড়ার প্রত্যেক ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ, অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসক সহ পদস্থ আধিকারিকরা।

ভারত সরকার
শিক্ষা মন্ত্রক
উচ্চশিক্ষা দপ্তর

মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ

মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।
উপাচার্য যেহেতু একইসাথে শিক্ষায়তনিক ও প্রশাসনিক প্রধান, তাই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয় যে তিনি হবেনঃ

- সর্বোচ্চ স্তরের যোগ্যতা, সততা, নৈতিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার অধিকারী একজন ব্যক্তি।
- একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, যাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে ন্যূনতম ১০ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা স্বনামধন্য গবেষণা ও / অথবা অ্যাকাডেমিক প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যিনি একাডেমিক নেতৃত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন।
- এই বিজ্ঞাপনের আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ অনুযায়ী বয়স ৬৫ বছরের অনধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বেতন ও চাকরির শর্তাবলি

- এই পদে মাসিক ২,১০,০০০/- টাকা (নির্ধারিত) বেতনের পাশাপাশি ১১,২৫০/- টাকা বিশেষ ভাতা এবং অন্যান্য প্রচলিত ভাতা প্রদান করা হবে।
- চাকরি সংক্রান্ত শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি ও অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

নিয়োগ প্রক্রিয়া

- বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত একটি কমিটির সুপারিশকৃত নামের তালিকা থেকে এই নিয়োগ প্রদান করা হবে।
- বিজ্ঞপ্তিটি **https://dohe-education.gov.in** এবং **https://www.mannu.edu.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
- প্রার্থীদের নিচে দেওয়া লিঙ্কের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমর্থ পোর্টালে "**শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন**" করতে হবেঃ

https://vcrec.samarth.ac.in/index.php/

- উপরোক্ত লিঙ্কটি **১৫.০৬.২০২৬** তারিখের সকাল ১০:০০টা থেকে **১৪.০৭.২০২৬** তারিখের বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত সচল থাকবে।

CBC 21201/11/0005/2627

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/2/26-27/D
Name of the work: **Maintenance of footpaths which disturbed by CESC Ltd and Natural Wear-Tear at 297, 295 Darga Road, 80/A, 195B, 102/A, 94 Park Street, 213, 222 AJC Bose Road and etc. in Ward No.-64.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,92,724.27.** Earnest money: **₹ 5,900.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/3/26-27/D
Name of the work: **Maintenance of footpaths and passages which disturbed by CESC Ltd and Natural Wear-Tear at 22/A, 17C Bright Street, 2P, 2F Radha Gobinda Saha Lane, 158, 102, 104/G, 105/1 Karaya Road etc. and its surroundings in Ward No.-064.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,96,551.33.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/3/26-27/R
Name of the work: **Desilting of channel running through Arupota, North Boinchtala (Part) for prevention of water logging and surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,94,723.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/5/26-27/R
Name of the work: **Repairing of footpath at Broad Street disturbed by KMC Lighting Department (From 42/1E to 22/1C) and its surrounding area in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 3,26,077.83.** Earnest money: **₹ 6,600.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/1/26-27/D
Name of the work: **Restoration of footpath and other ancillary works disturbed by Bharati Airtel Limited from 12, Rowdon Street to Beck Bagan Xing in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,19,427.41.** Earnest money: **₹ 4,400.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/2/26-27/R
Name of the work: **Maintenance of drainage system at Short Street, Outram Street, Royed Street etc. in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,49,557.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/4/26-27/R
Name of the work: **Maintenance of footpath disturbed due to Natural Wear and Tear (in different location) at Robinson Street, S.P. Sarani, Rowdon Street etc. and its surroundings area in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,98,859.36.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/3/26-27/R
Name of the work: **Maintenance of median strip garden including watering in between Mallick Bazar Xing to Ramp of AJC Bose Road Flyover, a portion of Camac Street and Topsia Road (South) under BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,99,926.05.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **270 days.** Last date and time of submission of bid: **25.06.2026 up to 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 8).** Tender will be opened on: **27.06.2026 at 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 8).** The website: **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app (For Sl. No. 1 to 8).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE-III/32/2/26-27
Name of the work: **Repairing of chockage alongwith pit raising at P-60, P-58, P 232 CIT Scheme-VIIM, 34 Bagmari Road and their surrounding areas in Ward No.-32.** Estimated cost: **₹ 2,99,232.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **25.06.2026 up to 12 Noon.** Date and time of opening of tender: **27.06.2026 after 12 Noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **16.06.2026 (5 P.M.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate under two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/02/2026-2027/D
Name of the work: **Restoration of footpath at 159/1C, 194D RB Avenue, 20B Jatin Das Road, 54A Hazra Road etc. disturbed by CESC & Natural Wear & Tear in Ward No.-086.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,84,655.19.** Earnest money: **₹ 5,700.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **24.06.2026 - 12 Noon.** Date of opening of tender: **27.06.2026 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2026 (12 Noon)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/007/2026-2027/R
Name of the work: **Removal of silt & slush from sewer line at P.D. Jha Lane and surrounding area in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,63,898.49.** Earnest money: **₹ 5,300.00.** Period of completion: **120 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/008/2026-2027/R
Name of the work: **Repairing of paver block footpath with allied works at Garden Reach Road near Premises No. F14, F74, F82 etc. in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 1,98,042.36.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **25.06.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Date of opening of tender: **27.06.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2026 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

CORRIGENDUM
Corrigendum (1) NIT No. - KMC/EE_PS/VII/66/B1/25-26 R1 (2nd Call); (2) NIT No. - KMC/EE_PS/VII/66/B2/25-26 R1 (2nd Call) published in this Newspaper on **03.06.2026** (Key No. 65/26-27) of **Parks and Squares Department** (Sl. No. 1 & 2). Bid submission closing date extended up to **23.06.2026 at 1 P.M.** instead of 11.06.2026 at 1 P.M. (For Sl. No. 1 & 2) and Tender open date extended up to **25.06.2026 at 2 P.M.** instead of 13.06.2026 at 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2)
(113/26-27)

বিজ্ঞানন ও প্রযুক্তি

লক্ষ বছর ধরে বংশবৃদ্ধি! নিজেদের 'ক্লোন তৈরি করে টিকে থাকা বিস্ময়কর মাছে হতবাক বিজ্ঞানীরা

প্রকৃতির জগৎ এমন সব বিস্ময়ে ভরপুর, যা মাঝে মাঝেই বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। জীবজগতের অন্যতম রহস্যময় উদাহরণ হল একটি ছোট্ট রুপোলি মাছ, যার অস্তিত্বই যেন প্রচলিত জীববিজ্ঞানের নিয়মের বিরুদ্ধে এক নীরব বিদ্রোহ। এই মাছের নাম অ্যামাজন মলি। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, এদের বংশবৃদ্ধির জন্য পুরুষের কোনও জিনগত অবদান প্রয়োজন হয় না। নিজেদের প্রায় হুবহু প্রতিরূপ বা ক্লোন তৈরি করেই তারা এক লক্ষ বছরেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে টিকে রয়েছে। সাধারণভাবে প্রাণিজগতে বংশবৃদ্ধির জন্য স্ত্রী ও পুরুষ-দুই লিঙ্গের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়। যৌন প্রজননের মাধ্যমে মা ও বাবার জিন একত্রিত হয়ে নতুন প্রজন্মের জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়াই জিনগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, যা পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গা।ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অ্যামাজন মলি এই পরিচিত নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ টেক্সাস অঞ্চলের উষ্ণ নদী ও মিঠে জলের জলাশয়ে এই মাছের বসবাস। আকারে ছোট হলেও তাদের জীবনচক্র এতটাই অদ্ভুত যে বহু দশক ধরে গবেষকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তারা। গ্রিক পুরাণের কিংবদন্তি নারী যোদ্ধা ' নাম অনুসারে এই মাছের নামকরণ করা হয়েছে। কারণ এদের সমাজে কার্যত শুধুমাত্র স্ত্রী মাছেরই অস্তিত্ব রয়েছে। এই রহস্যের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে একটি বিশেষ প্রজনন পদ্ধতিতে, যার নাম গাইনোজেনেসিস। এটি এমন এক ধরনের প্রজনন ব্যবস্থা, যেখানে স্ত্রী মাছ ডিম উপাদনের জন্য অন্য প্রজাতির পুরুষ মাছের সঙ্গে মিলিত হয়। তবে এখানেই রয়েছে বড় চমক। মিলনের সময় পুরুষ

মাছের শুক্রাণু ডিম্বাণুকে সক্রিয় করলেও তার জিনগত উপাদান ভ্রূণের অংশ হয় না। অর্থাৎ পুরুষের ডিএনএ কার্যত ব্যবহৃতই হয় না। ফলে জন্ম নেয় মা মাছের প্রায় হুবহু জিনগত প্রতিরূপ-একটি ক্লোন। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম মূলত আগের প্রজন্মের জিনগত অনুলিপি। এভাবেই হাজার হাজার বছর ধরে শুধুমাত্র স্ত্রী মাছের জনসংখ্যা বজায় রয়েছে। এই ঘটনা জীববিজ্ঞানীদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে এক বড় ধাঁধা ছিল। কারণ প্রচলিত বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী, শুধুমাত্র ক্লোনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা কোনও প্রজাতির দীর্ঘদিন টিকে থাকার কথা নয়। এর কারণ হলো জিনগত বৈচিত্র্যের অভাব। যৌন প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনের সংমিশ্রণ নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি করে, যা পরিবেশগত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। কিন্তু ক্লোনিংয়ের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ থাকে না। একই জিন বারবার অনুলিপি হতে থাকলে ক্ষতিকর মিউটেশন বা জিনগত ত্রুটি ধীরে ধীরে জমতে শুরু করে। বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানে এই সমস্যাকে বলা হয় মুলারস র‍্যাচেট। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিকর মিউটেশন জমতে জমতে একটি অযৌন প্রজাতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই বহু বিজ্ঞানী মনে করতেন, শুধুমাত্র স্ত্রী সদস্য নিয়ে গঠিত কোনও প্রজাতি দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে পারে না। সম্প্রতি গবেষকরা এই রহস্যের ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন। কম্পিউটেশনাল জীববিজ্ঞানী Edward Rieschmeyer এবং তাঁর সহকর্মীরা অ্যামাজন মলির জিনোম বিশ্লেষণ করে এমন একটি প্রক্রিয়ার সন্ধান পেয়েছেন, যা এই মাছকে জিনগত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এদের শরীরে অত্যন্ত কার্যকর একটি জিন মেরামতি ব্যবস্থা রয়েছে, যার নাম ' কনভার্সন'। এই প্রক্রিয়ায় ডিএনএ-র কোনও অংশে ত্রুটি দেখা দিলে জীবটি নিজেরই সুস্থ জিনের অংশ ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করতে পারে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, কোনও কম্পিউটার ফাইলে ভুল হলে যেমন একটি সঠিক কপি থেকে তা ঠিক করা যায়, তেমনই অ্যামাজন মলির কোষ ক্ষতিগ্রস্ত জিনকে সুস্থ জিনের তথ্য দিয়ে মেরামত করে নেয়। ফলে ক্ষতিকর মিউটেশন জমে থাকার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এই কারণেই তারা দীর্ঘ সময় ধরে জিনগতভাবে সুস্থ অবস্থায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করছেন গবেষকরা। তবে অ্যামাজন মলি একমাত্র উদাহরণ নয়। প্রাণিজগতের আরও কিছু জীব রয়েছে যারা পুরুষ ছা।া বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Bdelloid Rotifer নামে পরিচিত অণুবীক্ষণিক প্রাণী। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলিও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অযৌন প্রজননের মাধ্যমে বেঁচে রয়েছে।

তবুও অ্যামাজন মলির গুরুত্ব আলাদা। কারণ এটি একটি অপেক্ষাকৃত জটিল মেরুদণ্ডী প্রাণী, যার দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব বিবর্তনবিজ্ঞানের বহু প্রচলিত ধারণাকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে বাধ্য করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাছ শুধু একটি প্রাণীবৈজ্ঞানিক কৌতূহল নয় বরং জিনগত স্থিতিশীলতা, ডিএনএ মেরামতি এবং বিবর্তনের বিকল্প পথ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে। ভবিষ্যতে মানব জিনতত্ত্ব, রোগ প্রতিরোধ গবেষণা এবং জিনগত ত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রেও এই গবেষণা নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে।

প্রকৃতি বারবার প্রমাণ করেছে যে তার সৃজনশীলতার সীমা মানুষের কল্পনার চেয়েও বিস্তৃত। আর অ্যামাজন মলি সেই বিস্ময়কর উদাহরণগুলির অন্যতম-যেখানে পুরুষ ছা।াই, নিজেদের প্রতিরূপ তৈরি করে, একটি প্রজাতি লক্ষ বছর ধরে বেঁচে থাকার অনন্য নজির গড়ে চলেছে।

১২ বছরের অভূতপূর্ব্ব বিকাশের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ে সংযোগ ব্যবস্থাকে নতুন রূপ

মালিগাঁও, ১৪ জুনঃ বিগত ১২ বছরে রেলওয়ে পরিকাঠামো, সংযোগ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিকীকরণ এবং যাত্রী পরিষেবার ক্ষেত্রে অভূতপূরত্ব অগ্রগতির মাধ্যমে উত্তর-পূরব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরখ-সামাজিক উন্নয়নের এক প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির সহায়তায়-যা ২০০১-১৪ সময়কালে গা।ে ২,১২২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৬-২৭ সালে ১১,৪৮৬ কোটি টাকা হয়েছে- উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই এলাকায় রেলওয়ে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করেছে।এই সময়ে অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সম্পূর্ণ মিটার গেজ রেলপথ ব্রড গেজে রূপান্তর করা। রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ যা ২০১৪-এর আগে কার্যত ছিল না বললেই চলে তা এখন সমগ্র নেটওয়ারকের ৯৫ শতাংশেরও অধিক অংশে বিস্তৃত হয়েছে ৪,১৭০ কিলোমিটারেরও অধিক রুটে এই বৈদ্যুতিকীকরণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় দূরেন চলাচল এখন আরও দ্রুত, পরিবেশবান্ধব ও দক্ হয়ে উঠেছে।উত্তর-পূরব সীমান্ত রেলওয়ে নতুন লাইন ও ডাবলিং প্রকল্পসহ ২,০০০ কিলোমিটারেরও অধিক নতুন রেললাইন স্থাপন করেছে এবং একই সাথে অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা ও মিজোরামের রাজধানী পর্যন্ত রেল যোগাযোগ সম্প্রসারিত করেছে। সিকিম, নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং এগুলো সমগ্র অঞ্চলজুড়ে সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করে তুলবে।'অমৃত ভারত স্টেশন

সক্কিম'-র অধীনে স্টেশনগুলোর পুনরবিকাশ বন্দে ভারত, অমৃত ভারত ও বন্দে ভারত স্লিপারের মতো আধুনিক ট্রেন পরিষেবার প্রবরতন এবং লিফট, এসকেলেটর, ডিজিটাল টিকিট ব্যবস্থা ও উন্নত স্টেশন পরিকাঠামোর মতো সুযোগ-সুবিধা সংযোজনের ফলে যাত্রীদের সুবিধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।উত্তর-পূরত্ব সীমান্ত রেলওয়ে বেশ কিছু যুগান্তকারী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এর মধ্যে রয়েছে গুয়াহাটিতে শরাইঘাট ব্রিজের পাশাপাশি একটি নতুন রেল-কাম-রোড ব্রিজ নির্মাণ এবং কোকরাঝাড়ের বাসবাড়িতে ওয়াগন পিরিয়ডিক ওভারহলিং ওয়ার্কশপ স্থাপন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভূটানের সাথে বানারহাট-সামতসে এবং কোকরাঝা।-গেলেফু রেলওয়ে সংযোগের মাধ্যমে আন্তরত্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত করছে, যা এই অঞ্চলে আন্ত ঃসীমান্ত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরকা, পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কয়েত্রেও বেশ কিছু অগ্রণী পদকষেপ গ্রহণ করেছে। ৫০০টিরও অধিক 'রোড ওভার ব্রিজ' ও 'রোড আন্ডার ব্রিজ' নির্মাণ করা হয়েছে, এআই-ভিত্তিক এলিফেন্ট ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং ফুলক গিবনদের জন্য উদ্ভাবনী ক্যানোপি বরিজ স্থাপন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগদানের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে আবেদন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,'যোগ' এর শিকড় ৫ হাজার বছরেরও বেশি আগেকার। যা প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত। যার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক বেদে। পরবর্তীকালে উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও পতঞ্জলির যোগসূত্রে মোক্ষলাভের একটি পবিত্র পথ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষিত হয় এবং প্রথম উদযাপন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালের ২১ জুন। তারপর থেকে এটি প্রায় ১৯০টি দেশে পালিত একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যোগ কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, এটি আত্মোপলব্ধির এক প্রাচীন বিজ্ঞান। যার আধুনিক পথিকৃৎ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ১৮৯৩ সালে শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় পাশ্চাত্য জগতের কাছে যোগ ও বেদান্তের পরিচয় ঘটান। বিপ্লবী ও দার্শনিক ঋষি অরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে তাঁর সাধনার বছরগুলিতে এই চর্চাকে পূর্ণযোগ বা ইন্টিগ্রাল যোগ-এ রূপান্তরিত করেন। পরবর্তী দশকগুলিতে পাশ্চাত্যে যোগের জনক পরমহংস যোগানন্দ ভারতের আধ্যাত্মিক ও ধ্যানমার্গের ঐতিহ্য পশ্চিমের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। আর তিরুমলাই কৃষ্ণমাচার্য আধুনিক যোগের জনক, ভারতে আসনভিত্তিক যোগকে পুনরুজ্জীবিত ও সুশৃঙ্খল করেন। আজ যোগ আমাদের অলস জীবনযাপন ও আধুনিক রোগব্যাধির বিরুদ্ধে একটি ঢাল। এ বছরের দেশব্যাপী প্রচারাভিযানে - নদীতীর থেকে পাহাড়ের পাদদেশ প্রর্যন্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ এবং আমাদের মহান ঋষিদের রেখে যাওয়া গভীর ঐতিহ্যকে সম্মান জানাই। কলকাতা পৌরসংস্থাও বিশ্বব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শামিল।আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আগামী ২১ জুন কলকাতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস আপনাদের সহায়তায় মহাসমারোহে পালিত হবে।ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় '১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস অনুষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়েছে কলকাতা শহর। 'সুস্থ জীবনের জন্য যোগ' এই জাতীয় কর্মসূচি পালন করার দায়িত্ব পেয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে আমরা খুবই গর্বিত।আসুন, আগামী ২১ জুন,২০২৬ কলকাতা শহরে ছাত্র- ছাত্রী, যুবক- যুবতী, প্রবীণ, সরকারি কর্মী, গৃহস্থ, শ্রমিক, খেলোয়া।, স্বাস্থ্যকর্মী সহ ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, সংগঠন সকলে একত্রিত হয়ে একটি সুস্থ ও সু ন্দর ভবিষ্যতের জন্য নিজ নিজ স্কুলে, বাড়ির ছাদে, খেলার মাঠে, ক্লাবে, মঞ্চে, প্রতিষ্ঠানে এবং কলকাতা পুলিশ অনুমোদিত কিছু রাস্তায় এই মহতী 'যোগ' যজ্ঞে শামিল হই। যোগ ব্যায়ামের সময় ২১ জুন, ২০২৬ সকাল ৬.৩০ থেকে ৭.৪৫ পর্যন্ত। বিনীত অনুরোধ, শহরবাসীকে সুস্থ জীবন ও সুস্বাস্থ্য প্রদানের এই মহান কাজে সকলে সমবেত হয়ে যোগ দিবস পালন করুন।

সিআইডির মুখোমুখি অভিষেক

১ম পাতার পর - দপ্তরে প্রবেশ করেন। তদন্ত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবারের দীর্ঘ জেরার সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাননি তদন্তকারীরা। বিশেষ করে বিতর্কিত রেজোলিউশনের মূল নথি বা আসল কপি কোথায় রয়েছে, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট তথ্য মেলেনি। সেই কারণেই রবিবার ফের তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশের পর গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভবানী ভবনে হাজির হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনি সিআইডি দপ্তর থেকে বেরিয়ে যান। তবে তদন্ত শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য না করেই তিনি সেখান থেকে সরাসরি কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান। সূত্রের খবর, সেদিন রাতেই তাঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। তদন্তকারী সংস্থার একাংশের মতে, সই জালিয়াতি সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে এখনও অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই এই মামলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও নেতার বক্তব্য মিলিয়ে দেখতে চাইছেন আধিকারিকরা। সেই কারণেই কুণাল ঘোষকেও তলব করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দুপুর তিনটার পর কুণাল ঘোষকে ভবানী ভবনে হাজির হতে বলা হয়েছে। তদন্তকারীরা তাঁর কাছ থেকেও বিভিন্ন তথ্য ও নথি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা চাইতে পারেন বলে সূত্রের খবর। একইসঙ্গে রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন, তদন্তের অগ্রগতির স্বার্থে অভিষেক ও কুণালকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। যদিও সিআইডির তরফে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। শুধু কুণাল ঘোষই নন, তদন্তের আওতায় আরও কয়েকজন তৃণমূল নেতার নাম উঠে আসছে। দলীয় সূত্রে খবর, কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকেও নোটিস পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। তদন্তকারীরা গোটা ঘটনায় কার কী ভূমিকা ছিল, কারা নথি তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিতর্কিত সই ব্যবহারের পেছনে কোনও সংগঠিত পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন। এই মামলাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গন ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত। বিরোধীরা বিষয়টিকে বড় রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে তুলে ধরছে। অন্যদিকে তৃণমূল নেতৃত্ব এখনও প্রকাশ্যে খুব বেশি প্রতিক্রিয়া না দিলেও তদন্তের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখছে। সব মিলিয়ে সই জালিয়াতি কাণ্ড এখন শুধু একটি আইনি তদন্তের বিষয় নয়, বরং তা রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। রবিবারের জেরা এবং পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষেরও। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই মামলায় আরও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

যুদ্ধবিরতির জল্পনায় তেলের বাজারে বড় ধাক্কা!

ওয়াশিংটন, ১৪ জন ঃ পশ্চিম এশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনার মধ্যে আচমকাই আশার বার্তা মিলেছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি এবং বৃহত্তর সমঝোতার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তাঁর এই মন্তব্য সামনে আসতেই আন্তর্জাতিক তেলবাজারে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপরিশোধিত তেলের দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়, যা বিনিয়োগকারী ও আমদানিনির্ভর দেশগুলির মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হল জ্বালানি বাজার। আর সেই বাজারের কেন্দ্রবিং দুতে রয়েছে পশ্চিম এশিয়া এবং বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী। ফলে যুদ্ধ থামার সম্ভাবনার খবর প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে চাপ তৈরি হয়। বিশ্লেষকদের মতে, বাজার মূলত ভবিষ্য পরিস্থিতির সম্ভাবনা বিবেচনা করেই প্রতিক্রিয়া জানায়। তাই যুদ্ধবিরতির ইঙ্গিত মিলতেই ব্যবসায়ীরা সম্ভাব্য সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার আশা করতে শুরু করেন। বাজার পর্যবেক্ষকদের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম এক পর্যায়ে প্রায় ৪ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। দিনের লেনদেনের শেষে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও তেলের বাজারে অস্থিরতা স্পষ্ট ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে যুদ্ধ ও সামরিক উত্তেজনার কারণে যেভাবে তেলের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবার ঠিক তার উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগীদের মধ্যে ভারত অন্যতম। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ হিসেবে ভারতের অর্থনীতি এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে আমদানিকৃত জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট তেল চাহিদার সিংহভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধি পেলেই তার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভারতের আমদানি ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, মুদ্রাস্ফীতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচের উপর। এই কারণেই পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ভারতের কাছে শুধুমাত্র একটি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ইস্যু নয় এটি সরাসরি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও যুক্ত। বিশেষত হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত গ্যাস ভারতে আসে। ফলে ওই অঞ্চলে অস্থিরতা দেখা দিলেই নয়াদিল্লির উদ্বেগ বাড়ে। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের সঙ্গে একটি সম্ভাব্য সমঝোতা চুক্তির খসড়া প্রায় প্রস্তুত। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলেও উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলির একাংশ জানিয়েছে, সম্ভাব্য এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। কূটনৈতিক সূত্রে আরও জল্পনা তৈরি হয়েছে যে, ভবিষ্যতে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করার বিষয়েও আলোচনা হতে পারে। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক ঘোষণা হয়নি। ফলে পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়, তা নিয়ে কূটনৈতিক মহল সতর্ক আশাবাদী অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে, ট্রাম্পের বক্তব্যকে ঘিরে সংশয়ও তৈরি হয়েছে। ইরানের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভাব্য চুক্তি বা যুদ্ধবিরতি নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তেহরানের বক্তব্য অনুযায়ী, আলোচনা চলতে পারে, তবে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। ফলে দুই পক্ষের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, আলোচনার টেবিলে অগ্রগতি হলেও বাস্তবে একটি স্থায়ী ও কার্যকর শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জটিল কাজ। পারমাণবিক কর্মসূচি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সামরিক উপস্থিতি এবং কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের মতো একাধিক বিষয় এই আলোচনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ফলে যে কোনও চুক্তি দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর রাখতে উভয় পক্ষের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পারস্পরিক আস্থা অপরিহার্য। অর্থনীতিবিদদের মতে, যদি পশ্চিম এশিয়ায় স্থিতিশীলতা ফিরে আসে এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আরও কিছুটা নেমে আসতে পারে। এর ফলে ভারতের আমদানি ব্যয় কমবে, মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস পাবে এবং জ্বালানি খাতে সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে। একইসঙ্গে শিল্প উৎপাদন, পরিবহণ এবং কৃষি ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

দিল্লিতে শক্তিপ্রদর্শনের প্রস্তুতি

১ম পাতার পর - ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি শুধুমাত্র চাপ সৃষ্টির কৌশল নয়, বরং তৃণমূলের ভবিষ্যৎ দখল নিয়ে লড়াইয়েরও ইঙ্গিত। বর্তমানে নির্বাচনে জয়ী ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৬৪ জন এই নতুন ফ্রন্টের সঙ্গে থাকার দাবি করেছে বিদ্রোহী শিবির। যদিও এই সংখ্যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক রয়েছে, তবুও এত বড় অংশের অসন্তোষ তৃণমূল নেতৃত্বের জন্য বড় চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। শুধু বিধানসভা নয়, সংসদীয় দলেও ভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সূত্রের খবর, প্রায় ২২ জন সাংসদও আলাদা রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন। এর মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, ভবিষ্যতে যদি কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতা বা পুনর্মিলনের পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে বিদ্রোহী শিবিরের অবস্থান আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আখরুজ্জামানের মন্তব্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, তিনি শুধু অসন্তোষ প্রকাশ করেননি, বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে স্পষ্ট রাজনৈতিক শর্ত রেখেছেন। এর ফলে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সংঘাত এখন নতুন মাত্রা পেল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী সিদ্ধান্ত নেন, তার উপরই নির্ভর করবে তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ পথরেখা।

দিঘা-শংকরপুর বৈঠকে

১ম পাতার পর -হিসেবে থাকবে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সব মিলিয়ে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের এই বৈঠক শুধু প্রশাসনিক আলোচনা নয়, বরং ভবিষ্যতের একটি বড় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকনির্দেশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে নতুন যুগের সূচনা করতে পারে বলেই মত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলের।

সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা

১ম পাতার পর - গভীরে ঢুকেছে। ফল বেরতে দেরির অর্থ, ভর্তি পিছিয়ে বা বানচাল হয়ে যাওয়া- এটা গুরুত্ব পেয়েছে সর্বোচ্চ আদালতে। দেশজুড়ে পুনর্মূল্যায়নের ফল জানার আশায় বসে থাকা পড়ুয়াদের এখন উদ্বেগ এটাই। ৭ জুন পরীক্ষার ফল রিভ্যালুয়েশন ও ভেরিফিকেশন উইন্ডো বন্ধ হওয়া পর্যন্ত বোর্ডের পোর্টালের মাধ্যমে ১ লাখ ৬০ হাজারের ওপর পড়ুয়া আবেদন করেছে বলে সিবিএসই সূত্রে জানা গিয়েছে। ৭ জুন পরীক্ষার ফল রিভ্যালুয়েশন ও ভেরিফিকেশন উইন্ডো বন্ধ হওয়া পর্যন্ত বোর্ডের পোর্টালের মাধ্যমে ১ লাখ ৬০ হাজারের ওপর পড়ুয়া আবেদন করেছে বলে সিবিএসই সূত্রে জানা গিয়েছে। আবেদনকারী পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট, নতুন মূল্যায়ন সিস্টেম ঘিরে কতটা উদ্বেগ, উকণ্ঠা আছে। অনেক পড়ুয়ার কাছে আর কয়েকটা বেশি নম্বরের মূল্য অনেক। তারা একাধিক কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ার ন্যূনতম ৭৫ শতাংশের যোগ্যতামান পেরবে, স্কলারশিপের মাপকাঠি অর্জন করবে বা নির্দিষ্ট কিছু কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করবে।

বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের

১ম পাতার পর - প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা সরকার, অসিত মাল এবং ইউসুফ পাঠানের মতো সাংসদরা। পরবর্তীতে এই গোষ্ঠীতে যোগ দেন প্রবীণ নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০। কিন্তু কাকলির দাবি অনুযায়ী, এখন সেই সংখ্যা ২২। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে-আর কোন দুই সাংসদ বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়েছেন? যদিও এই বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নাম প্রকাশ করা হয়নি। অন্যদিকে, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে এখনও রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, মহুয়া মৈত্র, প্রতিমা মণ্ডল, কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহা এবং সাজদা আহমেদের মতো নেতারা। ফলে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র কৌতূহল তৈরি হয়েছে।এখন নজর সোমবারের দিকে।

দিল্লিতে সাংবাদিকদের এড়ালেন সায়নী

১ম পাতার পর - কংগ্রেসের হতাশাজনক ফলাফলের পর দলের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছে। সেই আবহে সায়নী ঘোষের নামও উঠে এসেছে বিদ্রোহী সাংসদদের তালিকায়। ফলে তাঁর পুরনো মন্তব্যকে সামনে এনে এখন প্রশ্ন তুলছেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা। তাঁদের দাবি, যে নেত্রী একসময় দলবদলকে কটাক্ষ করেছিলেন, তিনিই এখন দলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অংশ হয়ে উঠেছেন। রবিবার দিল্লিতে পৌঁছানোর পর বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা সেই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন করেন সায়নীকে। জানতে চাওয়া হয়, তাঁর অতীতের মন্তব্য এবং বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখছেন কি না। তবে কোনও বিতর্কে না জড়িয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁর কিছু বলার নেই। তিনি কেবল তাঁর নির্বাচনী এলাকার মানুষের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য বলে মন্তব্য করেন।

ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান খড়গপুর
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি
খড়গপুর

বিজ্ঞাপন নম্বরঃ আর / ০৩ / ২০২৬ তারিখ ০১ জুন, ২০২৬

এই প্রতিষ্ঠানটি 'পে ম্যাট্রিক্স'-এর **লেভেল-১৪** (১,৪৪,২০০ - ২,১৮,২০০ টাকা)-ভুক্ত '**রেজিস্ট্রার**' পদের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ডেপুটেশন বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের উদ্দেশ্যে **অনলাইনে আবেদন** আহ্বান করছে।

বিস্তারিত তথ্য ও সর্বশেষ আপডেটের জন্য ভিজিট করুনঃ (http://www.iitkgp.ac.in >> Jobs >> Staff Opening)। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ৩০.০৬.২০২৬।

ডিন (প্রশাসন)

CBC 21255 / 11 / 0001/2627

NAME CHANGE

I, Asia Bibi (Old Name) W/O– Imdadul Sk resident of Vill – Uttar Char Majhar Diar , Po-Bordarpara, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Asia Bibi to Ashiya Bibi and henceforth I shall be known as Ashiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/06/2026 . My name Ashiya Bibi & Asia Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, JAMAL HUSSIAN MALLICK, S/O. ABUL HUSSIAN MALLICK, RESIDING AT VILL AYERA, P.O. HATTHUBA, P.S. HABRA, DIST. NORTH 24 PGS. DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM JAMAL HUSSIAN MALLICK, S/O. ABUL HUSSIAN MALLICK TO JAMAL HOSSAIN MALLICK, S/O. ABUL HOSSAIN MALLICK AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT VIDE AFFIDAVIT NO.11856 DT. 3/6/2026. JAMAL HOSSAIN MALLICK, S/O. ABUL HOSSAIN MALLICK AND JAMAL HUSSIAN MALLICK, S/O. ABUL HUSSIAN MALLICK BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CORRECTION

I, Ram Mahan Roy (old name) S/o-Ramesh Chandra Roy residing at Rameshwar pally, Bethuadahari, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAM MAHAN ROY to RAM MOHAN ROY and henceforth I shall be known as RAM MOHAN ROY (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 13/06/2026. RAM MAHAN ROY (old name) and RAM MOHAN ROY (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ABBAS SAIFUDDIN TASIRA alias TASIRA ABBAS (old name) S/O-Saifuddin Tasira residing at Eastern Heights, 50, Christopher Road, 6th Floor, Flat 6F, Gobinda Khatick Road, Kolkata, Pin-700046 do here by declare that I have changed my name from ABBAS BHAI SAIFUDDIN TASIRA alias TASIRA ABBAS (old name) to ABBAS SAIFUDDIN TASIRA (new name) and henceforth. I shall be known as ABBAS SAIFUDDIN TASIRA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 12/06/2026. ABBAS SAIFUDDIN TASIRA (new name) and ABBAS BHAI SAIFUDDIN TASIRA, TASIRA ABBAS (old name) all name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I SK MAIDUL ISLAM son of Late JAHANGIR SEKH (Old name) residing at Majer Para Dakshin Nibra PO-Nibra PS- Domjur Dist- Howrah Pin-711409 West Bengal) has changed his name will henceforth be known as SK JAHANGIR ALI (New name) of Notary Public Metropolitan court West Bengal affidavit no 146/26 date 12/05/2026 JAHANGIR SEKH (old name) and SK JAHANGIR ALI (new name) is same and Identical person.

NAME CHANGE

I, Intajul Hoque (Old Name) S/O–Jamsed Sk resident of Vill – Uttar Char Majhar Diar , Po-Bordarpara, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Intajul Hoque to Imdadul Sk and henceforth I shall be known as Imdadul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/06/2026 . My name Imdadul Sk & Intajul Hoque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sahrab Molla (Old Name) S/O–Somed Molla resident of Vill - Sardanga , Po-Harishchandrapur, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742161 do hereby declared that I have changed my name from Sahrab Molla to Sohrab Molla and henceforth I shall be known as Sohrab Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/06/2026 . My name Sohrab Molla & Sahrab Molla both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dilip Basak (Old Name) S/O–Madan Mohan Basak resident of Debipur , Ps-Taherpur, Dist-Ranaghat , West Bengal, Pin-741254 do hereby declared that I have changed my name from Dilip Basak to Dilip Kumar Basak and henceforth I shall be known as Dilip Kumar Basak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary PublicRanaghat court dated on 22/05/2026 . My name Dilip Kumar Basak & Dilip Basak both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ashis Kumer Biswas (Old Name) S/O–Haran Biswas resident of vill-Malopara Dalla, Po- Dalla, Ps-Habibpur, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732138 do hereby declared that I have changed my name from Ashis Kumer Biswas to Ashis Biswas and henceforth I shall be known as Ashis Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/06/2026 . My name Ashis Biswas & Ashis Kumer Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Priyanka Haldar (Old Name) W/O–Ganiur Rahaman resident of Vill - Dhanshinbagan , Po-Dasturhat, Ps-Sagardighi, Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742122 do hereby declared that I have changed my name from Priyanka Haldar to Priyanka Rahaman and henceforth I shall be known as Priyanka Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/06/2026 . My name Priyanka Rahaman & Priyanka Haldar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Niamol Haque, S/O- Sekh Raosan Ali, resident of Vill- Huria, P.O.- Huria, P.S.- Khandaghosh, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH NIYAMAL HAQUE vide Affidavit No.-26272 dated 12/06/2026 sworn before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman. That SK Niamol Haque and Sekh Niyamal Haque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Niamol Haque, S/O- Sekh Raosan Ali, resident of Vill- Huria, P.O.- Huria, P.S.- Khandaghosh, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH NIYAMAL HAQUE vide Affidavit No.-26272 dated 12/06/2026 sworn before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman. That SK Niamol Haque and Sekh Niyamal Haque both are same and one identical person.

দাবি-সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (যা নিচে উল্লিখিত ট্রাস্টগুলোর ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করছে এবং এরপর থেকে 'আরসিল' নামে অভিহিত)-কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এরপর থেকে SARFAESI অ্যাক্ট নামে অভিহিত)-এর আওতায় রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছে একটি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত এবং যেহেতু নিচে উল্লিখিত তালিকার ২ নম্বর কলামে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতারা মূল ঋণদাতার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং যেহেতু অ্যাক্টের নিচে উল্লিখিত ঋণ হিসাবগুলোর সাথে সম্পর্কিত আর্থিক সম্পদসমূহ অর্পিত করেছে এবং যেহেতু আরসিল SARFAESI অ্যাক্ট-এর অধীনে একজন সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর সাথে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ২-এর পঠিত ক্ষমতাবলে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের প্রতি দাবি-সংবলিত নোটিশ জারি করে নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ ও তার ওপর প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের কয়েকজনের কাছে উক্ত নোটিশসমূহ জারি বা পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

এলএএন নং / মূল ঋণদাতার নাম / দাবি নোটিশের তারিখ ট্রাস্টের নাম	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী ভারতীয় টাকাতে মোট বকেয়া
এলএএনঃ ৩৬১১০৯৪৫০০০১০০৬৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	বিলকিশ বিবি / আব্দুল খায়ের মন্ডল	**টাকা ১৯,৫৫,০৮০.১৬/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ তহসিলের অন্তর্গত-জে.এল. নং ০১৩, তৌজি নং ২১, খতিয়ান নং ১২১৭ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৬৬ ও ১৬৭-এর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি (যার পরিমাপ ৩,৪৫৮.৬৬ বর্গফুট এবং নির্মাণাধীন অংশ ১,৮৯৮ বর্গফুট)।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০২৯৬ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	শুভদেব হাজরা / শঙ্করি হাজরা	**টাকা ১৯,০৯,১৯৪.২১/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার অন্তর্গত ছানবেরিয়া মৌজার গ্রাম: ছানবেরিয়া ১৪৫ ও ১৪৬ নম্বর প্লট, ৪২৫ নম্বর জেএল (গত্ত) এবং ১৫৬৬ নম্বর খতিয়ানভুক্ত জমিসহ পরিমাণঃ ডেসিমেল/৬৬৬ বর্গফুট বাড়ি এবং তৎসহ যাতায়াতের অধিকার ও আনুষঙ্গিক সুবিধা।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৩০৯ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	মাধবি গুড়িয়া / গঙ্গাধর গুড়িয়া	**টাকা ১৭,৩২,৫৪০.৫৯/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৌজা ও গ্রাম-ব্রজ কিশোরপুর-এর অন্তর্গত ১৪.৫/১৬৩১৬ ডেসিমেল আয়তনের জমি ও তার ওপর অবস্থিত বাড়ি-যার এল.আর. প্লট নং ১২৯/১৭৪৩, জে.এল. নং ২৬১ এবং খতিয়ান নং ৪৫২-চলাচলের অধিকার ও আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাসহ।		
এলএএনঃ ৩৬৭৮৪৫০০০১০২০০ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	মনোতোষ সাহা / দিপ্তি সাহা	**টাকা ১৭,০২,০৮৩.৩৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ মৌজা ও গ্রামের অন্তর্গত এল.আর. দাগ নং ২৪০৮, জে.এল. নং ০১৮ ও খতিয়ান নং ৬৮৭৪-এর অন্তর্ভুক্ত ডেসিমেল ৪/১৭৪২ বর্গফুট আয়তনের জমি ও তার ওপর অবস্থিত বাড়ি-যার সাথে চলাচলের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬১২৬৭৪৫০০০১০৩৩১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	আশাদুজ্জামান মন্ডল / আমিনা আসরাফ মন্ডল	**টাকা ১৬,৭০,৩৪৫.৫৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ মোট ৪৫৭৩.৮ বর্গফুট আয়তনের জমি ও তার ওপর অবস্থিত বাড়ি-যার জে.এল. নং ৩০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭২৯, এল.আর. দাগ নং ২৮৫ ও ৭৬ মৌজা ও ডাকঘর- মাখালগাছা থানা- হাসনাবাদ জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২২।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১৯৯ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	রিয়াজুল ইসলাম শেখ / হাবিবা দেবী	**টাকা ১৫,২৪,৪০৪.৫৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আমগাছিয়া মৌজা ও গ্রামের অন্তর্গত এল.আর. দাগ নং ১১১০, জে.এল. নং ২৩৬ এবং খতিয়ান নং ৫১১২-এর অন্তর্ভুক্ত ডেসিমেল ৬/২৬১৪ বর্গফুট আয়তনের জমি ও তার ওপর অবস্থিত বাড়ি যার সাথে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্ত সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০২১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	ধীমান মাইতি / শুভ্রা মাইতি	**টাকা ১৫,৭২,৩৯১.৪৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর-১ মৌজা গ্রাম- ভগবানপুর-১)-র অন্তর্গত এল.আর. প্লট ৩১২, জে.এল. নং ৩৫৮ এবং খতিয়ান নং ৫৮২-এর অন্তর্ভুক্ত ডেসিমেল ১/৩১২০ বর্গফুট আয়তনের জমি ও তার ওপর অবস্থিত বাড়ি যার সাথে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্ত সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৪৩২ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	রবিন দাস / মৌমিতা বর্মন দাস	**টাকা ১৫,৮১,৮১৪.০৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মৌজা ও গ্রাম-বারগোড়া-তে অবস্থিত ডেসিমেল ৪.০৩৪/১৭৫৭ বর্গফুট আয়তনের জমি ও তার ওপর নির্মিত বাড়ি-যার এল.আর. দাগ নং ১০৫৮, জে.এল. নং ০০৬ এবং খতিয়ান নং ২৭৩৬-সেইসাথে যাতায়াতের অধিকার ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্ত সুবিধাসহ।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০৫৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সুজিত ঢালি / মন্দিরা ঢালি	**টাকা ১৪,৯০,৪৬৪.৭৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মৌজা-আটপুর, গ্রাম-মাবারপাড়া এলাকার এল.আর. প্লট-১০৯৮, জে.এল. নং-১৫৩ ও খতিয়ান নং-১৩৭৫/১-এর অন্তর্ভুক্ত ডেসিমেল ১/৩১২০ বর্গফুট আয়তনের জমি ও তার ওপর অবস্থিত বাড়ি যার সাথে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১৬৬ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	নার্গিস সুলতানা / মোস্তাকিন রহমান গাজি	**টাকা ১৩,৫৪,৪৭৭.৪৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ ৩.৭৭/১৬৪২ ডেসিমেল (বা বর্গফুট) আয়তনের জমি ও তার ওপর অবস্থিত বাড়ি এল.আর. প্লট নং ৮৪৮, জে.এল. নং ১২৫, খতিয়ান নং ১৮৩৩ মৌজা ও গ্রাম-বাঁশবাড়ি মল্লিকপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ সাথে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০২৬৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সুবল কুমার গিরি / প্রতিমা গিরি	**টাকা ১৩,৫৮,৯৬৪.০১/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ৩/১৩০৬ ডেসিমেল বর্গফুট পরিমাণ জমি বোঝায়, যা মৌজা ছানবেরিয়া, ঘোরাঘাটা, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। উক্ত জমির প্লট নং ৪৫১/১২২১, জে.এল. নং ৪২৫ এবং খতিয়ান নং ১৭৮৮ এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার ও সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬১২৬৭৪৫০০০১০০৩৬ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	বাবলুল মন্ডল / সাহারানা বিবি	**টাকা ১৩,১৭,৮৭৬.৩৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে প্রায় ৪০৫১.০৮ বর্গফুট (৯.৩০ ডেসিমেল) জমির উপর অবস্থিত একটি বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির জে.এল. নং ৮১, তৌজি নং ২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৪৮০, আর.এস. দাগ নং ৬৯০২/১১২১০৫, এল.আর. দাগ নং ৭৫০৩ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ২৩০৭৮। সম্পত্তিটি মৌজা গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, ডাকঘর গড়েমারি, থানা/জেলা- এস. ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২৩০৩-এ অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০০৬৭ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	অনিল কুমার সী / জয়ন্তী সী	**টাকা ১৩,৫৫,৫৪৮.০৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ৮ ডেসিমেল/৩৪৮৫ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ১৪৩৫, জে.এল. নং ২১৯ এবং খতিয়ান নং ২৮। সম্পত্তিটি মৌজা সমসপুর, গ্রাম ব্রজরাজপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার, সুবিধা ও উপভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬১১০৯৪৫০০০১০১৩৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	রীতা মন্ডল / অমিত কুমার মন্ডল	**টাকা ১২,৭৯,৭৯৩.০৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ৩,৪৮৪.৮ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির জে.এল. নং ৩৩, তৌজি নং ২৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০২১ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৭১৪। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম বামনপুকুর, থানা মিনাখাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২৫-এ অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০৬৭ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	হাসান্ত্ত সেখ / হারিসুন বিবি	**টাকা ১৪,৫১,২৯৫.৬৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৫/২১৭৮ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ১৬২, জে.এল. নং ২২০ এবং খতিয়ান নং ৪৬৮৩। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম কানালপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার, সুবিধা ও উপভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০২১০ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ১৬-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	অর্পিতা ভক্ত / নির্মল কুমার ভক্ত	**টাকা ১৩,৬১,১৮০.২৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৫/২১৭৮ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ৮৭৫/১৫৫৭৫, জে.এল. নং ২৮ এবং খতিয়ান নং ১০৩০৭। সম্পত্তিটি মৌজা গুরুগ্রাম, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার, সুবিধা ও উপভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১৫৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	নোমান আহমেদ / মোস্ট খাদিজা খাতুন	**টাকা ১৪,৩৫,৬৯৭.১২/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৪/১৭৪২ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ১০৮২, জে.এল. নং ৫৪ এবং খতিয়ান নং ২৮৪১। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম তেগাছা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার, সুবিধা ও উপভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০৫৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সুজন জানা / তনুশ্রী জানা / মানি গুছাইত	**টাকা ১৩,৭৭,৫৬৬.১৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৫/ ২১৭৮ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ২৩০৫, জে.এল. নং ১২৮ এবং খতিয়ান নং ১৮৭৮। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম জারানগর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার, সুবিধা ও উপভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০৮৬ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	নমিতা রানী মাল / অমৃত কুমার মাল	**টাকা ১৩,৭৭৯,৫৫০.০৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৩.০২৫/১৩১৮ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৭৫১, ৭৫৩ ও ৭৫৪, জে.এল. নং ৪১৮ এবং খতিয়ান নং ১৭৬৮। সম্পত্তিটি মৌজা পশ্চিম মহম্মদপুর, গ্রাম বাঘাদাড়া, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার, সুবিধা ও উপভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০২৪৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	ফিরোজ সেখ / রেহানা সেখ	**টাকা ১৩,০০,৭৬৭.৬৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ২/২৬১৪ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৪১৮/৫৫০, জে.এল. নং ০২১ এবং খতিয়ান নং ২৭১৩। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম দারাপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫৫২-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার, সুবিধা ও উপভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০০৮৯ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	মৃণাল কান্তি দাস / সুব্রতা দাস	**টাকা ১৪,০৩,৯৯৭.৬৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ১০/৪৩৫৬ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ১২৪০, জে.এল. নং ৪২৭ এবং খতিয়ান নং ১৫০৫। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম হাদালনামালিপা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার, সুবিধা ও উপভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০৩৯৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	তপন কুমার দাস / সানন্দা দাস / নীলকমল দাস	**টাকা ১১,৬৯,২৪৫.২৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ১০/৪৩৫৬ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তিতে একটি বাড়ি রয়েছে। খতিয়ান নং ২০০ এবং সংশ্লিষ্ট সকল আনুষঙ্গিক অধিকার, সুবিধা ও উপভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১১৭ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	হাসিবুল খান / আপসারি খাতুন	**টাকা ১২,৫৯,৪২৬.১৯/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৪/১৭৪২ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ৫৮৫, জে.এল. নং ২০৭ এবং খতিয়ান নং ২২৪৯ সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম ধান্যখোলা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১০২ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সেখ জাসেদ আলি / নাজিরা বিবি	**টাকা ১২,৮৫,৪৪২.০৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৬/২৬৪ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ১৮৫ ও ১৮৬, জে.এল. নং ১৯৮ এবং খতিয়ান নং ১১৩৪। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম রাজারামচক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০১৫১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	বিজয় কুমার দাস / কাজল দাস	**টাকা ১২,৮১,২২৭.৪৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ৩ ডেসিমেল/১৩০৬ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ৬৪ ও ৬৫, জে.এল. নং ০৩৬ এবং খতিয়ান নং ১৬২১। সম্পত্তিটি মৌজা চাকশান, গ্রাম ভাগাবানখাল ২য় অংশ, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১১৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সেখ মহসিন / সেখ মনসুর আলি	**টাকা ১২,৯৭,২৩১.৭৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৬/২৬১৪ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৫, জে.এল. নং ২০৬ এবং খতিয়ান নং ১০৯৬। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম সমসাবাদ, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০২৫৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সুরজিত প্রামাণিক / জয়ন্তী প্রামাণিক	**টাকা ১১,৩৯,০৩১.১৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ১৩ ডেসিমেল/৫৬৬৩ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ২৩৯, জে.এল. নং ১৩, খতিয়ান নং ৬১৩ ও ১০৭৩। সম্পত্তিটি মৌজা উত্তর কাশিমনগর, গ্রাম উত্তর কাশিমনগর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১২৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	অশোক কুমার দাস / চন্দনা দাস	**টাকা ১১,৪৬,২৪৫.৬৪/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৬/২৬১৪ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ১১৩, জে.এল. নং ২৩ এবং খতিয়ান নং ৬৩৪৫। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম দক্ষিণ আখরাতলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬১২৬৭৪৫০০০১০১০৭ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	রতন লাল চন্দ্র / সাত্তিক চন্দ্র	**টাকা ১২,৩৯,৭৯৯.৮২/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ৩,৪৮৪.৮ বর্গফুট (৮ ডেসিমেল) পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির জে.এল. নং ১৩২, এল.আর. ও আর.এস. দাগ নং ৫১০, এল.আর. খতিয়ান নং ৯২২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯৮ ও ৩০৩, সম্পত্তিটি মৌজা ব্রজলালপুর, আমরশি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, ডাকঘর আমরশি, থানা- পটাশপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৫৪, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০০৩৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	তাপস কুমার সরকার / প্রিয়াঙ্কা বসাক / সুশান বসাক	**টাকা ১১,৬৯,৪৪৬.২৬/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ উক্ত সম্পত্তি বলতে 'বাস্তু' শ্রেণিভুক্ত একটি জমির সম্পূর্ণ অংশ ও পরিমাণ বোঝায়, যার মোট পরিমাণ প্রায় ৫.৫০ ডেসিমেল সামান্য কম-বেশি হতে পারে, যা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও কর্তৃপক্ষের পূর্বে রেকর্ডকৃত আর.ও.আর অনুযায়ী উল্লেখ রয়েছে। উক্ত সম্পত্তি এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৩৭ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১০৩৫-এর অন্তর্ভুক্ত, যেখানে জমির শ্রেণি 'বাস্তু' হিসেবে নথিভুক্ত। সম্পত্তিটি মৌজা কুলিয়া, জে.এল. নং ২১, তৌজি নং ১৫, হোল্ডিং নং ১৯৭৩, থানা বাগদা, রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৬২৪০৩৪৫০০০১০০৬০ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ১৯-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	আনোয়ার আলি মন্ডল / হাজিরা বিবি / আকবর মন্ডল	**টাকা ১১,৩৮,৬৩২.২৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ উক্ত সম্পত্তি বলতে 'বাস্তু' শ্রেণিভুক্ত একটি জমির সম্পূর্ণ অংশ বোঝায়, যার মোট পরিমাণ প্রায় ৮ ডেসিমেল সামান্য কম-বেশি হতে পারে, যা একই টাইটেল ডিডের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত জমির উপর একটি নতুন নির্মিত তিনতলা ভবন অবস্থিত, যার মোট জমির ক্ষেত্রফল প্রায় ৩৪৮৩ বর্গফুট। ভবনের ক্ষেত্রে, নিচতলার আয়তন ৭৬০.৭০ বর্গফুট এবং প্রথম ও দ্বিতীয় তলার প্রতিটির আয়তন ৮৯৭.৫৮ বর্গফুট। উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে মৌজা কামারপুর, জে.এল. নং ৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৭২৯ (পরে পুনঃনম্বরিত এল.আর. খতিয়ান নং ৭৩৭) এবং এল.আর. দাগ নং ৭০-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি পুলিশ স্টেশন অশোকনগর এবং এ.ডি.এস.আর. গুমা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৬১২৬৭৪৫০০০১০০৮৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	দীপেন কুমার দাস / গৌরি শঙ্কর দাস / পুর্নিমা দাস	**টাকা ১২,৫০,৫৩০.৬৪/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ২.৫ ডেসিমেল ১০৮৯ বর্গফুট পরিমাণ আবাসিক জমি বোঝায়, যার উপর একটি বাড়ি অবস্থিত। উক্ত বাড়ির নিচতলার আয়তন ৬০২ বর্গফুট। সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ৯৮৮, জে.এল. নং ৯১, তৌজি নং ১৫, এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১১১৬ ও ১১১৭-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি উসমানপুর ৬ নং গ্রাম পঞ্চায়েত সীমার মধ্যে, মৌজা ও গ্রাম কালিকাখালি, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পের নিকটে, ডাকঘর মঠ চাঁদিপুর, আর.এস. চাঁদিপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৫৯-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১৮৯ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০২-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	অজিত বিশ্বাস / অনিমা বিশ্বাস	**টাকা ১০,২৪,৮২৬.৫৯/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ১০.২৫/৪৪৬৫ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ৭২৯ ও ৭৩০, জে.এল. নং ১৭৪ এবং খতিয়ান নং ২৬৩৫। সম্পত্তিটি মৌজা হানানখি, গ্রাম হরিয়ানখি, নাইদা জেলায় অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০২২৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	পরিমল বিশ্বাস	**টাকা ৯,৩৯,২৩৭.৬/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ৮ ডেসিমেল পরিমাণ আবাসিক জমি এবং তদুপরি অবস্থিত একতলা আবাসিক ভবনসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. খতিয়ান নং ৫১৮, খতিয়ান নং ১৮, জে.এল. নং ৬০ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৬। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম রাজাপুর, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৩১২ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সূর্যকান্ত দাস / মমতা দাস	**টাকা ১০,৮৭,৬১২.১৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৬/২৬১৪ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৬৮, জে.এল. নং ৭০ এবং খতিয়ান নং ২৯১। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম কাজলি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০৩৭৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩১-০৩-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	শম্ভু নাথ বেরা / রীনা বেরা	**টাকা ১১,২৬,৪৭১.৮১/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৪,৫/১৯৬০.২ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ৬৫৩, জে.এল. নং ২৮ এবং খতিয়ান নং ৩৯৩৪। সম্পত্তিটি মৌজা গুরুগ্রাম, গ্রাম গুরুগ্রাম, ভগবানপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০০৩ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০২-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	আজিজুল হক খান / জুবেদা বিবি	**টাকা ১২,৮৯,৮১৯.৪৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ০৮ ডেসিমেল পরিমাণ জমি বোঝায়, যা এল.আর. প্লট নং ৭৫৩-এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সম্পত্তি মৌজা রাইকান, জে.এল. নং ৫৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫৪০-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি আর.এস. হারোয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০৯৩ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	রাহুল জি মন্ডল / গোলাম রসুল সোহারালি মন্ডল	**টাকা ১১,১০,৮৭২.০৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৮/৩৪৮৫ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ১০৩৬, জে.এল. নং ১০১ এবং খতিয়ান নং ৭৮৫। সম্পত্তিটি মৌজা আতুলিয়া, গ্রাম আতুলিয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০৮৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	গোপাল কর্মকার / দুর্গাপদ কর্মকার	**টাকা ১১,১৮,৮২৪.৪৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৬/২৬১৪ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ১৪৬/১৩২৭, জে.এল. নং ২৬-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি মৌজা পার ভবানীপুর, গ্রাম পার ভবানীপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০০৯১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	দেবদুলাল মাইতি / তুলসি মাইতি	**টাকা ১০,৯৮,০২১.৩৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ১০/৪৩৫৬ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ৪৭৮, জে.এল. নং ৩৮৩ এবং খতিয়ান নং ৩৪৫২। সম্পত্তিটি মৌজা দূরমুট, গ্রাম দূরমুট, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬২৪০৩৪৫০০০১০১৪০ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ১৯-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	নারসিনা খাতুন / মৃদুল সেখ / আসেরা সেখ / সাহাবুদ্দিন সেখ	**টাকা ১০,৬২,৭৮৬.০৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ উক্ত সম্পত্তি বলতে 'বিথি' অর্থাৎ হোমস্টেড প্রকৃতির একটি জমির সম্পূর্ণ অংশ বোঝায়, যার মোট পরিমাণ প্রায় ১৭ ডেসিমেল কিছু কম-বেশি হতে পারে, যা বি.এল. অ্যান্ড এল.আরও কর্তৃপক্ষের পূর্বে রেকর্ডকৃত আর.ও.আর অনুযায়ী উল্লেখ রয়েছে। উক্ত সম্পত্তি আর.এস. খতিয়ান নং ১৭-এর অন্তর্ভুক্ত, যা এল.আর. খতিয়ান নং ২২২-এর সাথে সম্পর্কিত এবং পরবর্তীতে পুনঃনম্বরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ৯৭৫ হয়েছে। এছাড়া আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৮-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি মৌজা দেউলগাছি, জে.এল. নং ৯৮, থানা নাকশিপাড়া, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১১২৬-এ অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০০০১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	নব কুমার দত্ত	**টাকা ১১,২৪,২৯৩.২৬/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে প্রায় ৩.৭৫ ডেসিমেল কিছু কম-বেশি হতে পারে পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত ৯৬৮ বর্গফুট পাকা ভবনসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত বাড়িসহ সম্পত্তির এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৯, জে.এল. নং ১২৬ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৪। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম শ্রীবাটি, আর.এস., কাটোয়া, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬১২৬৭৪৫০০০১০০৫৯ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	উজ্জ্বলা সাউ / শম্ভু সাউ	**টাকা ১০,৬০,০৮৭.১৪/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে (৩.০ ডেসিমেল) ১৩০৬.৮ বর্গফুট পরিমাণ আবাসিক জমি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৯৫৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৯৫৩, জে.এল. নং ১২৫ এবং এল.এ. খতিয়ান নং ২২৮২। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম সিমুলিয়া, সিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, ডাকঘর ভীমেশ্বরী বাজার, থানা ভগবানপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৫৮-এ অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০০১০ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	কালু খান / রূপসানা বিবি	**টাকা ৯,৮৫,১৭৫.২১/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ১০ ডেসিমেল/৪৩৫৬ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ১৪৩৯, জে.এল. নং ৪৪১ এবং খতিয়ান নং ৭৩০/২। সম্পত্তিটি মৌজা দুর্গাপুর, গ্রাম দক্ষিণ দুর্গাপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০০০৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	উত্তম মান্না / ব্যোমকেশ মান্না	**টাকা ১০,৮৩,২৭০.৪২/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ৬.৫৮৮ ডেসিমেল/২৮৬৯ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ৭৮৪ ও ৭৮৯, জে.এল. নং ৪৯৮ এবং খতিয়ান নং ৯১৩। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম ঢোলমারি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০৪০ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সেখ মইদুল / সামিনা বিবি	**টাকা ১১,২৭,২৪৩.৮৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ৩/১৩০৭ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ২৭৪, জে.এল. নং ১৯৫ এবং খতিয়ান নং ৮৯১। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম ভাসুরকাটা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০২১৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	মানস কুমার আচার্য / শিউলি আচার্য	**টাকা ১০,৫৮,৪৫৯.৭৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ২.৩৩৩১/১০১৬ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৭০৬, জে.এল. নং ৪৬ এবং খতিয়ান নং ২৫৭৫। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম সানত্রা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১০৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	মনরুল ইসলাম / মাসরেফা খাতুন	**টাকা ১০,০৩,৩২৮.৯/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ১০.৪১/৪৫৩৫ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৯৫২, ৯৫৩ ও ৯৫৪, জে.এল. নং ১৬৫ এবং খতিয়ান নং ৩৪৮৬। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম দিনবন্ধুপুরা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০১৬৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	কুদ্দুস সেখ	**টাকা ৯,২৫,৩৬৯.৪১/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ১০ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১১১১/২৭১৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৪০, এল.এ. খতিয়ান নং ৭৬৮ পরবর্তীতে পুনঃনম্বরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ২১৮২ ও ৪১৬৯ হয়েছে, জে.এল. নং ৩৩। সম্পত্তিটি মৌজা ভিলকুমারি, থানা নাকাশিপাড়া, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১৫১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	ফজরুল গাজি / তাহমিনা বিবি গাজি	**টাকা ১০,৩১,৫০৩.৩৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৪.২৮/১৮৬৪ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৪৬৬ ও ৫৩৭, জে.এল. নং ৯৮ এবং খতিয়ান নং ২৩৪২। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম পশ্চিম মাধমপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২৯-এ অবস্থিতএর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১২৭ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	হাপিউল রহমান গাজি / পারুলি বিবি গাজি	**টাকা ৯,৭৪,৯৫৬.৯১/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৯/৩৯২০ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ৪৮৬, জে.এল. নং ৫০ এবং খতিয়ান নং ৪১৪৮। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম কুমারজল, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৪১৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সেরিনা বেগম গাজি / মোসাব্বির হোসেইন গাজি / মায়ানূর বিবি	**টাকা ৯,৪৭,৬৫৭.৯৯/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৮/৩৪৮৫ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৩০৫, জে.এল. নং ৮৪ এবং খতিয়ান নং ৪৯৭২। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম গোত্রা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১৩১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সেখ ইকবাল উদ্দিন / সাবিনা সুলতানা বেগম	**টাকা ৮,৭১,৩০০.৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ২.৫/১০৮৯ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ১১৪০, জে.এল. নং ১৮০ এবং খতিয়ান নং ৬২৩৮। মৌজা ও গ্রাম নন্দীগ্রাম, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০০২২ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	শরিফ সেখ / হাসানা বিবি / সাতকরি সেখ	**টাকা ১১,৪৯,৮৮৫.১২/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ উক্ত সম্পত্তি বলতে 'বারি' শ্রেণিভুক্ত একটি জমির সম্পূর্ণ অংশ বোঝায়, যার মোট পরিমাণ প্রায় ৫ ১২ ডেসিমেল রেকর্ড অনুযায়ী ৫ ডেসিমেল, কিছু কম-বেশি হতে পারে। উক্ত সম্পত্তি এল.আর. খতিয়ান নং ৪৪৯৭ (পূর্বতন খতিয়ান নং ৭০৭) এবং এল.আর. দাগ নং ৩৩৭/১৫৫৯-এর অন্তর্ভুক্ত মৌজা মুরগাছা, জে.এল. নং ১০২, তৌজি নং ৪, ডাকঘর মুরগাছা, জেলা নদিয়া, থানা নাকাশিপাড়া, এ.ডি.এস.আর. বেথুয়াডহরি, মুরগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০২২ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	গৌরহরি প্রধান / কমলা প্রধান	**টাকা ৯,২৯,৫০১.৬৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৮/৩৪৮৫ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ৪০৩, জে.এল. নং ১৩৯ এবং খতিয়ান নং ৫২২২। সম্পত্তিটি মৌজা সুবোদী, গ্রাম আমদাবাদ, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১৫৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	তাজুমুদ্দিন সেখ / লতি বিবি	**টাকা ৯,২৮,১৯৬.৪২/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৩.৫/১৫২৫ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির এল.আর. প্লট নং ২৯৫, জে.এল. নং ০৫৫ এবং খতিয়ান নং ১৩৬৩। সম্পত্তিটি মৌজা ও গ্রাম আসাচিয়া, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৪৯১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	দুলাল বারিক / ময়না বারিক	**টাকা ৯,১৯,৪৬৬.৪৬/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ৫ ডেসিমেল/২১৭৮ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ৪২১, জে.এল. নং ২৪৪ এবং খতিয়ান নং ৬৬৭। সম্পত্তিটি মৌজা উত্তর রামচন্দ্রপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬২৪০৩৪৫০০০১০২৬৭ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৩-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সাহিনা পারভিন / শাহাদুল্লা সেখ / আনাইদুল্লা	**টাকা ৯,২৩,০৩৬.৩৯/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ উক্ত সম্পত্তি বলতে ' ভীতি' শ্রেণিভুক্ত একটি হোমস্টেড জমির সম্পূর্ণ অংশ বোঝায়, যার পরিমাণ প্রায় ৫ ডেসিমেল কিছু কম-বেশি হতে পারে, যা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও কর্তৃপক্ষের পূর্বে রেকর্ডকৃত আর.ও.আর অনুযায়ী উল্লেখ রয়েছে। উক্ত জমির উপর একটি দুইতলা আবাসিক ভবন রয়েছে, যার ছাদ আর.সি. দ্বারা নির্মিত। উক্ত সম্পত্তি আর.এস. খতিয়ান নং ১৭-এর অন্তর্ভুক্ত, যা পূর্বতন এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮৭ ও ৪২০৫-এর সমতুল্য এবং পরবর্তীতে পুনঃনম্বরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮৭৭ হয়েছে। এছাড়া আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৯৯০-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি মৌজা নিরোল, জে.এল. নং ২৭, থানা কেতুগ্রাম, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১২৯-এ অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৬১১০৯৪৫০০০১০০৯৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	জারিনা সরদার / হাবিবুর রহমান সরদার	**টাকা ৯,৮৯,৬৭৯.৭১/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৫২২.৭২ বর্গফুট মোট জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির জে.এল. নং ৯১, তৌজি নং ১৫৩৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৫৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৮২২, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৩৩৬, মৌজা ও গ্রাম গর্দেওয়ানি, ডাকঘর ঠাকুরচক, থানা জয়নগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৩৮, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০০০০৪৫০০০২২২০৭ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সইফুদ্দিন মন্ডল	**টাকা ১১,৯১,২৮১.৪৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ১০ ডেসিমেল পরিমাণ আবাসিক জমি বোঝায়, যা এল.আর. খতিয়ান নং ২২৪ এবং এল.আর. দাগ নং ৩০৯-এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সম্পত্তিটি চকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মৌজা সারাবেরিয়া, থানা ও এ.ডি.এস.আর. দেগঙ্গা, ডি.এস.আর. বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা ((উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৬-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৬২৪০৩৪৫০০০১০৩০৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ১৯-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	মজিউল মল্লিক / ফিরদোসা বিবি / রাজু ইসলাম	**টাকা ৮,৭৩,৩২৫.৭৪/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ উক্ত সম্পত্তি বলতে 'বারি' শ্রেণিভুক্ত অর্থাৎ বসতভিটা প্রকৃতির একটি জমির সম্পূর্ণ অংশ বোঝায়, যার মোট পরিমাণ প্রায় ৩.৪৪ ডেসিমেল কিছু কম-বেশি হতে পারে, যা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও কর্তৃপক্ষের পূর্বে রেকর্ডকৃত আর.ও.আর অনুযায়ী উল্লেখ রয়েছে। উক্ত সম্পত্তি কে.বি. খতিয়ান নং ৭৭১ ও ৯৪২-এর অন্তর্ভুক্ত, যা আর.এস. খতিয়ান নং ১০৩৪ ও ১২৩০-এর সমতুল্য এবং পরবর্তীতে এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮২ হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে পুনঃনম্বরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ১৭২৯৭ এবং পরবর্তীতে এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৮৭৪ হয়েছে। এছাড়া আর.এস. দাগ নং ৫৯৩, যা এল.আর. দাগ নং ৭৯২-এর সমতুল্য, এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি মৌজা রামনগর, সায়েমকানুন জে.এল. নং ৭৯, গ্রাম শিবনগর, পোঃ- জিন্নাত পাড়া, থানা রাণীনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২৩০৮-এ অবস্থিত, এবং ফিরদোসা বিবির নামে নিবন্ধিত। উক্ত সম্পত্তিতে একটি আর.সি. ছাদবিশিষ্ট দুইতলা আবাসিক ভবন রয়েছে, যা উক্ত জমির উপর অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৩৬১২৬৭৪৫০০০১০২২৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সাহারুক গাজি / সেলিমা গাজি	**টাকা ৯,১৬,৭১৫.২৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৩,৪৮৪.৮ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির জে.এল. নং ০৬৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৯২৮ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৫২২। সম্পত্তিটি বারুনহাট রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মৌজা খারুর, থানা হাসনাবাদ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৬-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬১২৬৭৪৫০০০১০২৫০ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	আরতিবালা বেলা / শুভেন্দু বেরা /	**টাকা ৯,০৫,১৫৬.১৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে প্রায় ১,৫৯৭.৩৫ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির জে.এল. নং ৮৬, খতিয়ান নং ৩৯৯ এবং এল.আর. দাগ নং ৩৫১, মৌজা শ্যামসুন্দরপুর, গ্রাম শ্যামসুন্দরপুর, ডাকঘর হাঁসচরা, থানা চাঁদিপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন কোড-৭২১৬২৫-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০২৩১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সেখ আশিক ইকবাল মিঞা / আনসারুদ্দিন মিঞা	**টাকা ৭,৪৫,২০৬.৮৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ২১৭৮ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তদুপরি অবস্থিত বাড়িসহ সম্পত্তি বোঝায়। উক্ত সম্পত্তির প্লট নং ১৬১, জে.এল. নং ১১৯ এবং সার্ভে নং ৫৩৪৩১/২০২২। সম্পত্তিটি গ্রাম নিজকাশবা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০৬৯৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০২-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	আব্দুলরহমান সেখ / হাতিজা বিবি / আসরাফ সেখ	**টাকা ৮,৮২,৯৯৩.৩৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ উক্ত জমির সম্পূর্ণ অংশ ও খণ্ড, যা 'বারি' অর্থাৎ আবাসিক প্রকৃতির জমি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ, যার মোট পরিমাণ প্রায় ১০ ডেসিমেল, রেকর্ড অনুযায়ী আর.ও.আর সামান্য কমবেশি হতে পারে। উক্ত জমি বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. কর্তৃপক্ষের নথিভুক্ত আর.এস. খতিয়ান নং ১১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৯৬ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২০৮-এর অন্তর্ভুক্ত। জমিটি মৌজা- গোপালপুর, জে.এল. নং ৭০, থানা-নাকাশিপাড়া, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০০১২ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	শুভেন্দু মন্ডল /	**টাকা ১০,৭৭,৪৯৪.৯৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে রাজাপুর, নদিয়া-স্থিত ৬ ডেসিমেল পরিমাণ জমি ও তৎসহ অবস্থিত ভবন নির্মাণসহ সম্পত্তি, যা এল.আর. খতিয়ান নং ২০৯, পুনঃনম্বরীকৃত এল.আর. খতিয়ান নং ৯৪২, এল.আর. প্লট নং ৬৩২ ও ৬৩৫-এর অন্তর্ভুক্ত, পিন - ৭৪১১২৫, বেলপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১২৩ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	মীরাজুল গাজি / হালিমা খাতুন	**টাকা ৮,১৮,০৩৯.৯৬/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে বাড়িসহ ১১ ডেসিমেল ৪/৭৯২ বর্গফুট পরিমাণ জমি, যার এল.আর. প্লট নং ২৫৯ ও ২৬০, জে.এল. নং ০৬৯, খতিয়ান নং ৪৫৪/২, মৌজা - জয়গাঁও, গ্রাম - জয়গ্রাম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০৫১৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	মাসকুরা খাতুন	**টাকা ৮,৩১,৩২৪.৬১/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে প্রায় ১.৫ ডেসিমেল জমি এবং তার উপর অবস্থিত বাড়ি, যার এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৫৩, যা এল.আর. খতিয়ান নং ৪৭৭৯, ৪৭৮০, ৪৭৮২ ও ৪৮৯৫-এর সমতুল্য এবং পুনঃনম্বরীকৃত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ৫৮৮৩ হয়েছে আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৩৩৬, জে.এল. নং ৩৬, খতিয়ান নং ২৫৭৫, মৌজা - শাঁড়াপুল, থানা- স্বরূপনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০৪৯৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সৌভিক বিশ্বাস	**টাকা ৮,৩৩,৮০২.২/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ১০ ডেসিমেল পরিমাণ জমি এবং তার উপর অবস্থিত সকল উন্নয়ন নির্মাণসহ সম্পত্তি, যার আর.এস. খতিয়ান নং ৪২৩, যা এল.আর. খতিয়ান নং ৯৯১-এর সমতুল্য এবং পুনঃনম্বরীকৃত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ১০৩২ হয়েছে আর.এস. দাগ নং ২০২, যা এল.আর. দাগ নং ২৩৫-এর সমতুল্য গ্রাম- সাতিখালি, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৩৬২৪০৩৪৫০০০১০৩৬৪ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	দীপঙ্কর কয়াল	**টাকা ৮,০১,১৭৩.২৪/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সমস্ত উক্ত জমির অংশ ও খণ্ড, যার শ্রেণিবিন্যাস 'বাস্তু' প্রকৃতির, মোট প্রায় ১১ ডেসিমেল পরিমাণ জমি, যা রেকর্ড অনুযায়ী আর.ও.আর সামান্য কমবেশি হতে পারে, বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. কর্তৃপক্ষের নথিভুক্ত আর.এস. খতিয়ান নং ২২৮-এর অন্তর্ভুক্ত, যা এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৭, ২০৪, ২১০, ৩৯৬ ও ৪৯০-এর সমতুল্য এবং পুনঃনম্বরীকৃত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ৯৪১ হয়েছে আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৩, মৌজা - বাজেসুকদেবপুর, জে.এল. নং ৪৩, থানা - মন্দিরবাজার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ নিতাই কয়ালের নামে। উক্ত সম্পত্তিতে একতলা আবাসিক ভবন রয়েছে, জমিসহ এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৪২৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	শম্ভু কর্মকার / সোমেন কর্মকার / সুমনা কর্মকার	**টাকা ৮,১১,৭৯৩.৬৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে আখরপুর মৌজা ও গ্রাম, জে.এল. নং ১১৫, খতিয়ান নং ৩৭৬২, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ২.৫ ডেসিমেল/১,০৮৯ বর্গফুট পরিমাণ জমি এবং তার উপর নির্মিত বাড়ি, যার এল.আর. প্লট নং ১০৯০, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০০৮৭ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০২-০২-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	বাকুল শিট / শিখা রানী শিট	**টাকা ১০,১৭,১২৪.১৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৬/২৬১৩ বর্গফুট আয়তনের একটি জমি, যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি প্লট নং ২৭২, জে.এল নং ৪২১, খতিয়ান নং ১২৩৬, মৌজা বাহার চান বেরিয়া, গ্রাম বাহার চান বেরিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০২৮৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	আয়েপ আলি মন্ডল / লুৎফা বিবি	**টাকা ৮,৩০,০৬৭.৫৯/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৫/২১,৭৮ বর্গফুট আয়তনের একটি জমি, যার উপর একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ২১৩, জে.এল নং ৫৬, খতিয়ান নং ১০, মৌজা ফরাসতপুর, গ্রাম চম্পাপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৩৭৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	লতিকা মন্ডল / কেশব চন্দ্র মন্ডল	**টাকা ৮,১৯,২৬৬.২৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ১১/৪৭৯২ বর্গফুট আয়তনের একটি জমি, যার উপর একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ১১৮৩, জে.এল নং ৭৬, খতিয়ান নং ৪৮৪১, মৌজা ও গ্রাম শুলকুনিয়াবাদ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৪০৯ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সুকুমার বসু / আশিস বসু	**টাকা ৮,০৬,৯৭১.৪৪/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৩.১২৪/১৩৬১ বর্গফুট পরিমাণ জমির ওপর অবস্থিত একটি সম্পত্তি, যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ৫৬, জে.এল. নং ১০০, খতিয়ান নং ৪৬২, মৌজা- বালিপুর, গ্রাম- বন্দিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৪০৫ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	সুশান্ত মল্লিক / তীথি দাস মল্লিক	**টাকা ১০,৮৭,৬১২.১৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৫/২১৭৮ বর্গফুট পরিমাণ জমির ওপর অবস্থিত একটি সম্পত্তি, যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ৩৬১৩, জে.এল. নং ২২, খতিয়ান নং ৮৩৩৮, মৌজা ও গ্রাম- বায়রমারি আবাদ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০১২৬ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	নাজমা বিবি / গিয়াসুদ্দিন মোল্লা	**টাকা ৮,৪৯,৫২৭.৬৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৩/১৩০৭ বর্গফুট পরিমাণ জমির ওপর অবস্থিত একটি সম্পত্তি, যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ৮৯, জে.এল. নং ৬৩, খতিয়ান নং ৫৯৪২, মৌজা ও গ্রাম- খাসবালান্ডা, আর.এস.- হারোয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪২৫, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০৪১ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	চিরঞ্জিত গোলে / সুবর্ণা মিত্র	**টাকা ৮৩,২২,৭১৭.৬৫/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৫/২১৭৮ বর্গফুট পরিমাণ জমির ওপর অবস্থিত একটি সম্পত্তি, যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ২০৩৫, জে.এল. নং ১৩৩, খতিয়ান নং ৪৭৩৩, মৌজা- হনুভুনিয়া, গ্রাম- হনুভুনিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০২৪৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	রঞ্জিত মল্লিক / রহিমা বিবি	**টাকা ৭,৫৭,১৯৯.৯৮/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৪.০/১৭৫৭ বর্গফুট পরিমাণ জমির ওপর অবস্থিত একটি সম্পত্তি, যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ১০৫৮, জে.এল. নং ০০৬, খতিয়ান নং ২৭৩৬, মৌজা ও গ্রাম- বারগোদা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৬৪৬৪৫০০০১০০০৮ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ৩০-১২-২০২৫ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	আনিসুর রহমান / মাসুমা খাতুন / চাইফুদ্দিন সেখ	**টাকা ৯,৫২,২২০.৭১/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে মোট ০৩ ডেসিমেল জমির পরিমাণ বিশিষ্ট একটি সম্পত্তি (রেকর্ড অনুযায়ী), যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ২৩৬৮/৩৯৫৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৮৭, ৩২৯৩ ও ৩২৯৪, এবং বর্তমানে রেকর্ডভুক্ত ৫৫১৫, মৌজা- চুইচুরিয়া (আনিসুর রহমান), গ্রাম পঞ্চায়েত-বেথুয়াডহরি-২, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-এর অন্তর্ভুক্ত, এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০৩৪০ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ০৬-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	তমাল মন্ডল / অম্বিকা মন্ডল	**টাকা ৬,৬৬,৭৮১.২৭/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ডেসিমেল ৩.৬৭/১৫৯৯ বর্গফুট পরিমাণ জমির ওপর অবস্থিত একটি সম্পত্তি, যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি এল.আর. প্লট নং ২৬৬, জে.এল. নং ৮৪, খতিয়ান নং ২২০৬, মৌজা ও গ্রাম- পূর্ব কছুরবারিয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
এলএএনঃ ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০২০০ **মূল ঋণদাতাঃ** মন্নপুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখঃ** ২৮-০১-২০২৬ **ট্রাস্টের নামঃ** আরসিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২	বিভাস চন্দ্র গিরি / কাজল রানী গিরি	**টাকা ৬,৫৪,১৯৩/-**
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি বলতে ১৭ ডেসিমেল/৭৪০৫ বর্গফুট পরিমাণ জমির ওপর অবস্থিত একটি সম্পত্তি, যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি প্লট নং ৭০৫, জে.এল. নং ০৭, ১৫০ মৌজা- ছানবেরিয়া, গ্রাম- ছানবেরিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর-এর অন্তর্ভুক্ত। এর সঙ্গে যাতায়াতের অধিকার এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		

এই মর্মে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের জানানো যাচ্ছে যে, উপরে উল্লেখিত মোট বকেয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিশোধ করবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে যদি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা মোট বকেয়া অর্থসহ অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে আরসিল আইন অনুযায়ী ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সিকিউরড সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা স্বার্থ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হবে। এছাড়াও আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত অন্যান্য পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে। এতদ্বারা আপনাদের জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট বন্ধক রাখা সম্পত্তি সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থসহ আরসিল কর্তৃক বহনকৃত খরচ, চার্জ ও ব্যয় পরিশোধের মাধ্যমে যে কোনো সময় মুক্ত করা যেতে পারে, তবে তা পাবলিক অকশন বা প্রাইভেট ট্রিটি মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নোটিশ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্তই প্রযোজ্য, যা SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৮)-এ উল্লেখ রয়েছে।

এতদ্বারা আপনাকে অবগত করা যাচ্ছে যে, SARFAESI আইনের ধারা এস-১৩(১৩) অনুযায়ী আপনি সিকিউরড সম্পত্তি কোনোভাবেই হস্তান্তর, বিক্রয়, লিজ প্রদান বা অন্য কোনোভাবে লেনদেনব্যবহার করতে পারবেন না।

স্বা/-

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — অনুমোদিত অফিসার

তারিখঃ ১৫.০৬.২০২৬ — অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত অবস্থায়)

Arcil Premier ARC

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

সিআইএন নং.ঃ ইউ৬৫৯৯৯এমএইচ২০০২পিএলসি১৩৪৮৮৪ • ওয়েবসাইটঃ www.arcil.co.in

রেজিস্টার্ড অফিসঃ দ্য রুবি, ১০তম তল, ২৯ সেনাপতি বাপেট মার্গ, দাদর (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০২৮, ফোন নং.ঃ ০২২-৬৬৫৮১৩০০

রিফিউজি ক্যাম্প থেকে বিশ্বকাপের মঞ্চে ইরানকুন্ডা

১৪ জুন ঃ বিশ্বকাপ শুধু ফুটবলের শ্রেষ্ঠ আসর নয়, এটি অসংখ্য স্বপ্ন, সংগ্রাম এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার গল্পেরও মঞ্চ। সেই মঞ্চেই এবার নতুন এক অনুপ্রেরণার নাম নেস্তরি ইরানকুন্ডা। যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি এবং অনিশ্চয়তার অন্ধকার পেরিয়ে রিফিউজি ক্যাম্প থেকে উঠে আসা এই তরুণ ফুটবলার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ইতিহাস গড়লেন। তাঁর গোলেই শক্তিশালী তুরস্ককে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল অস্ট্রেলিয়া।

ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এটি শুধুমাত্র একটি জয় নয়, বরং এক মানবিক সংগ্রামের বিজয়গাথা। মাত্র ২০ বছর বয়সে বিশ্বকাপের মঞ্চে গোল করে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে নিজের নাম লিখিয়ে ফেললেন ইরানকুন্ডা। ২০০৬ সালে তানজানিয়ার একটি শরণার্থী শিবিরে জন্ম তাঁর। মূলত বুরুন্ডির বাসিন্দা ছিলেন তাঁর বাবা-মা। গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরিবারকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। নিরাপত্তার খোঁজে তাঁরা আশ্রয় নেন তানজানিয়ার এক রিফিউজি ক্যাম্পে। সেখানেই জন্ম নেস্তরির। পরবর্তীতে পরিবার অস্ট্রেলিয়ায় পুনর্বাসনের সুযোগ পায় এবং সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি ছিল অদম্য ভালোবাসা। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ক্লাব অ্যাডিলেড ইউনাইটেডে নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন তিনি। তাঁর গতি, ড্রিবলিং এবং আক্রমণাত্মক মানসিকতা দ্রুত নজর কাড়ে ইউরোপীয় স্কাউটদের। অবশেষে সুযোগ আসে বিশ্বের অন্যতম বড় ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের যুব দলে যোগ দেওয়ার। বায়ার্নে যোগ দেওয়া যে কোনও তরুণ ফুটবলারের স্বপ্ন। সেখানে তিনি বিশ্বের সেরা কিছু ফুটবলারের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পান। তবে প্রথম দলে নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দল গঠনের সময় ঘনিয়ে আসছিল। জাতীয় দলে জায়গা পেতে হলে নিয়মিত ম্যাচ খেলা জরুরি ছিল। তাই বড় ক্লাবের নিরাপদ অবস্থান ছেড়ে সাহসী সিদ্ধান্ত নেন ইরানকুন্ডা। তিনি বায়ার্ন ছেড়ে সুইজারল্যান্ডের ক্লাব গ্রাসহপারে যোগ দেন, যেখানে নিয়মিত খেলার সুযোগ পান। পরে ইংল্যান্ডের ক্লাব ওয়াটফোর্ডে গিয়ে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সেই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে ম্যাচে ২৭ মিনিটে নিজের অসাধারণ ব্যক্তিগত দক্ষতায় প্রতিপক্ষের ডিফেন্স ভেঙে বক্সে ঢুকে গোল করেন তিনি। সেই গোলই ম্যাচের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে গোল করা সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে নতুন রেকর্ড গড়েন ইরানকুন্ডা। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে গোল করা প্রথম বিদেশে জন্ম নেওয়া ফুটবলারও তিনি। এই ম্যাচে আরও একটি বিশেষ মুহূর্ত ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার নিশান ভেলুপিল্লাইয়ের মাঠে নামা। ২৫ বছর বয়সী এই আক্রমণভাগের ফুটবলারের জন্ম মেলবোর্নে হলেও তাঁর পারিবারিক শিকড় ভারতীয় উপমহাদেশে। ম্যাচের ৬১ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন তিনি। ২০২৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে অভিষেক হওয়ার পর ইতিমধ্যেই নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন নিশান। জাতীয় দলের জার্সিতে সাত ম্যাচে তিনটি গোলও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলপ্রেমীদের কাছেও গর্বের বিষয়। অস্ট্রেলিয়ার এই জয় তাই শুধুমাত্র তিন পয়েন্ট অর্জনের গল্প নয়। এটি দুই ভিন্ন পটভূমির দুই ফুটবলারের সংগ্রাম, স্বপ্ন এবং সাফল্যের প্রতিচ্ছবি। একদিকে রিফিউজি ক্যাম্প থেকে উঠে আসা ইরানকুন্ডা, অন্যদিকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিশান ভেলুপিল্লাই-দু'জনেই প্রমাণ করলেন, প্রতিভা ও অধ্যবসায় থাকলে সীমান্ত, জন্মস্থান বা অতীত কোনও বাধাই চূড়ান্ত নয়। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়া শুধু জয় পায়নি, পেয়েছে নতুন দুই নায়ক। আর তাঁদের গল্প ইতিমধ্যেই অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে বিশ্বের অসংখ্য তরুণের কাছে।

পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন!

চেক প্রজাতন্ত্রকে হারিয়ে বিশ্বকাপে এশিয়ার নতুন বার্তা দক্ষিণ কোরিয়ার

১৪ জুন ঃ বিশ্বকাপের মঞ্চে আবারও নিজেদের লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিল দক্ষিণ কোরিয়া। একসময় ম্যাচে পিছিয়ে প।ও অসাধারণ প্রত্যাবর্তন করে চেক প্রজাতন্ত্রকে ২-১ গোলে হারাল এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী

দল। উত্তেজনা, গতি, আক্রমণ আর নাটকীয়তায় ভরপুর এই ম্যাচ বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা লড়াই হিসেবে ইতিমধ্যেই আলোচনায় উঠে এসেছে। ম্যাচের শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল, দক্ষিণ কোরিয়া শুধু রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে মাঠে নামেনি। প্রথম বাঁশি বাজার পর থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে সন হিউং মিনের দল। বলের দখল, পাসের গতি এবং মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ-সব ক্ষেত্রেই চেক প্রজাতন্ত্রকে চাপে ফেলে দেয় কোরিয়ানরা। মেক্সিকোর গ্যালারিতে উপস্থিত হাজার হাজার সমর্থকও যেন দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষেই ছিলেন। স্টেডিয়ামের আবহ দেখে মনে হচ্ছিল এটি কোনও নিরপেক্ষ ভেন্যু নয়, বরং কোরিয়ানদের ঘরের মাঠ। দলের অধিনায়ক সন হিউং মিন ম্যাচের আগে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে স্থানীয় সমর্থকদের সমর্থন তাঁরা পাবেন। বাস্তবে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় পুরোপুরি। প্রথম ২০ মিনিটে একের পর এক আক্রমণ শানায় দক্ষিণ কোরিয়া। নবম মিনিটে বিপজ্জনক ফ্রি-কিক, তার দু'মিনিট পর কর্নার থেকে সুযোগ-ক্রমাগত চেক রক্ষণকে ব্যস্ত রাখছিলেন হাওয়াং, লি এবং তাঁদের সতীর্থরা। মাঝমাঠ থেকে দ্রুত আক্রমণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখায় এশিয়ার দলটি। তবে চেক প্রজাতন্ত্রও ধীরে ধীরে ম্যাচে ফিরে আসে। শুরুতে চাপ সামলানোর পর তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। পাভেল সাঙ্কসহ কয়েকজন ফুটবলার কোরিয়ার রক্ষণে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করেন। ফলে ম্যাচটি একসময় সমানে সমানে লড়াইয়ে পরিণত হয়। যদিও প্রথমার্ধে কোনও দলই গোলের মুখ খুলতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি আরও বেড়ে যায়। গোলের খোঁজে আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া। কিন্তু সমস্যা ছিল ফিনিশিংয়ে। একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করায় ফুটবলারদের মধ্যে হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এই অবস্থাতেই ৫৯ মিনিটে আসে বড় ধাক্কা। একটি দুর্দান্ত থ্রো-ইন থেকে লাদিস্লাভ ক্রেজচি নিখুঁত হেডে বল জালে জড়িয়ে দেন। হঠাৎ করেই এগিয়ে যায় চেক প্রজাতন্ত্র। ম্যাচের গতিপথ যেন পাল্টে যেতে শুরু করে। কিন্তু এখানেই দক্ষিণ কোরিয়ার চরিত্রের আসল পরিচয় মিলেছে। গোল হজম করার পর ভেঙে না পড়ে বরং আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠে তারা। গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। সেই চেষ্টার ফল আসে ৬৭ মিনিটে। হাওয়াং দুর্দান্ত এক আক্রমণ থেকে গোল করে সমতা ফেরান। গোলকিপারের নাগালের একেবারে বাইরে দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। সমতা ফেরার পর ম্যাচের উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। দুই দলই জয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত ভাগ্য সহায় হয় দক্ষিণ কোরিয়ার। ম্যাচের ৮০ মিনিটে হাইঅনের শক্তিশালী শট চেক রক্ষণ ভেদ করে জালে প্রবেশ করে। সেই গোলেই ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় কোরিয়ানরা। শেষ কয়েক মিনিট চেক প্রজাতন্ত্র মরিয়া চেষ্টা করলেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আনংেদ ভেঙে পড়েন দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবলাররা। অনেকের চোখেই দেখা যায় আবেগের জল। কারণ এই জয় শুধু তিন পয়েন্টের নয়, এটি আত্মবিশ্বাসের জয়, লড়াইয়ের জয় এবং বিশ্বমঞ্চে নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণের জয়। ২০০২ সালে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে ইতিহাস তৈরি করেছিল দক্ষিণ কোরিয়া। এরপর সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। তবে এবার তারা আবারও দেখাল, সুযোগ পেলে বড় দলগুলোকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই জয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া শুধু বিশ্বকাপ অভিযানই দারুণভাবে শুরু করল না, বরং এশিয়ার ফুটবলও যে ক্রমশ বিশ্বমঞ্চে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে, সেই বার্তাও স্পষ্ট করে দিল। বিশ্বকাপের দীর্ঘ যাত্রাপথে এই জয় তাদের কতদূর নিয়ে যাবে, সেটাই এখন দেখার।

বিশ্বকাপে চার ভারতীয় বংশোদ্ভুত ফুটবলার

রানা সেনগুপ্ত ঃ ভারত কবে ফিফা বিশ্বকাপে প্রথমবার অংশগ্রণ করবে, তা ঘোর অনিশ্চিত । কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ঘটনা হলো, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে ভারতীয় যোগ থাকছে। কারন, ভারতীয় বংশোদ্ভুত চারজন ফুটবলার ,তাদের জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন ও বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য মুহুর্ত গুনছেন। নিউজিল্যান্ডের সরপ্রীত সিং, ডিআর কঙ্গোর স্যামুয়েল মুতুসামি, অস্ট্রেলিয়ার নিশান ভেলুপিল্লাই এবং কাতারের তাহাসিন মহম্মদ জামশিদ-এই চারজন ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে ভারতীয় ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাবেন। অবশ্য বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারতীয় সংযোগ দুই দশক আগের, ফ্রান্সের সাবেক মিডফিল্ডার বিকাশ ধোরাসু, যার পরিবারের পূর্বপুরুষরা অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা, জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ২০০৬ ফিফা বিশ্বকাপে ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। চারজনের মধ্যে সরপ্রীত, সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত নাম। পাঞ্জাবি বাবা-মায়ের সন্তান হিসেবে অকল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের ইতিমধ্যেই পরিচয় ঘটেছে। তিনি মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত ২০১৮ সালের ইন্টারকন্টিন্টোল কাপে ভারতের বিপক্ষে খেলেছিলেন, যেখানে তিনি কেনিয়ার বিরুদ্ধে গোল করেন এবং নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।২০১৯ সালে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে সিনিয়র পর্যায়ে অভিষেক করার পর সরপ্রীত প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় হিসেবে জার্মানির বুন্দেসলিগায় খেলার সুযোগ পেয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ওয়েলিংটন ফিনিক্স থেকে এসে তিনি কোচ হানসি ফ্লিকের অধীনে বায়ার্নের রিজার্ভ দল থেকে প্রথম দলে উন্নীত হন এবং ২০১৯-

২০ মৌসুমে ক্লাবের বুন্দেসলিগা জয়ী দলের অংশ ছিলেন। ২৭ বছরের সরপ্রীত মৌসুমের শুরুতে চোটের সমস্যায় পড়লেও, তিনি সময়মতো সুস্থ হয়ে নিউজিল্যান্ডের চূড়ান্ত বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেন। সিং সিনিয়র পর্যায়ে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২৪ বার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং দুটি ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপেও খেলেছেন।টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরেকজন খেলোয়াড় হলেন ডিআর কঙ্গোর মিডফিল্ডার স্যামুয়েল মুতুসামি। ফ্রান্সে জন্মগ্রহণকারী মুতুসামির পারিবারিক পটভূমিতে একাধিক সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রতিফলিত হয় তার মা কঙ্গোলীয় এবং বাবা ইন্দো-গুয়াডেলুপীয়, যার পূর্বপুরুষরা ঔপনিবেশিক যুগে ক্যারিবিয়ানে অভিবাসী হওয়া তামিলভাষী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।২৯ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় বর্তমানে গ্রিক ক্লাব অ্যাট্রোমিটোসের হয়ে খেলেন এবং ২০১৯ সালে অভিষেকের পর থেকে ডিআর কঙ্গো জাতীয় দলে একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। গ্রিসে আসার আগে, তিনি ফরাসি ফুটবলে এফসি নান্তেসের হয়ে বেশ কয়েকটি বছর কাটিয়েছেন এবং তুরস্কেও কিছু সময় খেলেছেন।বিশ্বকাপে অভিষেক হতে যাওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিশান ভেলুপিল্লাই আছেন। মেলবোর্নে জন্ম নেওয়া এই উইঙ্গারের মা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং বাবা শ্রীলঙ্কান তামিল বংশোদ্ভূত মালয়েশীয়।তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মাঠে নামবেন।

এ-লিগে মেলবোর্ন ভিক্টরির প্রতিনিধিত্বকারী ভেলুপিল্লাই ২০২৪ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে. অভিষেক ম্যাচেই গোল করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাড়া ফেলে দেন। এরপর থেকে তিনি স্কোয়াডের একজন নিয়মিত সদস্য হয়ে উঠেছেন এবং বাছাইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ গোল করে বিশ্বকাপে আজি চূড়ান্ত একাদশে নাম লিখিয়েছেন। প্রতিযোগিতার সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় হবেন কাতারের উইঙ্গার তাহসিন মোহাম্মদ জামশিদ। কেরালার কান্নুর জেলার বাসিন্দা বাবা-মায়ের সন্তান ও দোহায় জন্মগ্রহণকারী তাহসিন, কাতার স্টারস লিগে খেলা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় হন। এখন আল দুহাইল ক্লাবের হয়ে খেলা এই উইঙ্গার ২০২৬ বিশ্বকাপের এশীয় বাছাইপর্বে সিনিয়র আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক করেন। ২০২৪ সালের জুনে দোহায় ভারতের বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচে তিনি কাতার দলে ছিলেন, যদিও সেই ম্যাচে অতিরিক্ত ফুটবলারদের বেঞ্চেই তাঁকে কাটাতে হয়।

মাঠে ছিলেন না, তবু ম্যাচে ছাপ নেইমারের! 'গোপন পরামর্শে' ভিনিসিয়াসের গোল

১৪ জুন ঃ চোটের কারণে মাঠের বাইরে। ম্যাচের স্কোয়াডেও ছিলেন না। তবুও ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযান শুরুতেই যে পরাজয়ের মুখে পড়েনি, তার নেপথ্যে কি ছিলেন নেইমার? মরক্কোর বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। ফুটবলপ্রেমীদের একাংশের দাবি, মাঠে না থেকেও নিজের অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত পরামর্শ দিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের পারফরম্যান্স মোটেও প্রত্যাশামাফিক ছিল না। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের খেলায় দেখা যায়নি সেই পরিচিত ছন্দ, আক্রমণের ধার কিংবা মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ। বরং শুরু থেকেই বেশি সংগঠিত ও আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলেছে মরক্কো। আফ্রিকার দলটি আক্রমণে যেমন কার্যকর ছিল, তেমনি রক্ষণেও ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। ম্যাচের ২১ মিনিটে তারই পুরস্কার পায় মরক্কো। ইসমাইল সাইবারির গোলে এগিয়ে যায় তারা। গোল খাওয়ার পরও ব্রাজিলের খেলায় খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায়নি। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহা কিংবা রদ্রিগোরা নিজেদের সেরা ছন্দে ছিলেন না। ফলে ব্রাজিল সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়তে শুরু করে। ঠিক এই সময়েই সামনে আসে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। প্রথমার্ধে জলপান বিরতির সময় ফুটবলাররা মাঠের ধারে এলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় নেইমারকে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিনি প্রথমে ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে আলাদা করে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। এরপর ব্রুনো গিমারেসকেও ডেকে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। ভিডিওতে কী কথা হয়েছে তা স্পষ্ট না হলেও ফুটবল বিশ্লেষকদের ধারণা, নেইমার ভিনিসিয়াসকে আরও ভেতরে ঢুকে খেলতে এবং ডিফেন্সের ফাঁক কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ ম্যাচের শুরুতে ব্রাজিলের এই উইঙ্গারকে বারবার সাইডলাইনের কাছাকাছি খেলতে দেখা যাচ্ছিল, ফলে তিনি বিপজ্জনক জায়গায় বল পাচ্ছিলেন না। এরপরই ম্যাচে আসে পরিবর্তন। ৩২ মিনিটে বাঁদিক থেকে ব্রুনো গিমারেসের নিখুঁত পাস ধরে মরক্কোর বক্সে ঢুকে পড়েন ভিনিসিয়াস। গোলরক্ষক ইয়াসির বোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডান পায়ের দুর্দান্ত কার্লারে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। ম্যাচে সমতা ফেরায় ব্রাজিল। গোলের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে নেইমারের সেই ভিডিও। অনেক সমর্থকের দাবি, গোলটির নেপথ্যে আসলে ছিল নেইমারের ' কেউ কেউ মজা করে লিখেছেন, নেইমার মাঠে না থাকলেও তিনি এখনও ব্রাজিলের প্লেমেকার। আবার অনেকে মনে করছেন, দলের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব এবং ম্যাচ পড়ার ক্ষমতা এখনও অপরিসীম। তবে বাস্তবতা হল, একটি ভিডিও দেখে গোলের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নেইমারকে দেওয়া সম্ভব নয়। মাঠে গোল করেছেন ভিনিসিয়াস, অ্যাসিস্ট করেছেন গিমারেস। কিন্তু অভিজ্ঞ ফুটবলারের পরামর্শ যে অনেক সময় ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে পারে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্যদিকে, ব্রাজিলের সামগ্রিক পারফরম্যান্স নিয়ে উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। আক্রমণে ধারহীনতা, মাঝমাঠে সমন্বয়ের অভাব এবং ডিফেন্সে অনিশ্চয়তা স্পষ্ট ছিল। রাফিনহা-ভিনিসিয়াসদের নিয়ে গড়া আক্রমণভাগ টানা কয়েকটি পাসও ঠিকমতো গড়ে তুলতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই মরক্কোর প্রেসিংয়ের সামনে অসহায় দেখিয়েছে ব্রাজিলকে। বরং মরক্কো আবারও প্রমাণ করেছে, তারা আর কোনও ' দল নয়।

'ঘাবড়ে গিয়েছিল ব্রাজিল!' ড্রয়ের পর বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি আন্সেলোত্তির

বিশ্বকাপের মঞ্চে ব্রাজিল মানেই আত্মবিশ্বাস, আক্রমণাত্মক ফুটবল এবং জয়ের প্রত্যাশা। কিন্তু মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পর সেই পরিচিত ব্রাজিলকে যেন খুঁজেই পাওয়া গেল না। ১-১ গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ার পর দলের পারফরম্যান্স নিয়ে খোলামেলা স্বীকারোক্তি করলেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট, ম্যাচের শুরুতে চাপ সামলাতে ব্যর্থ হয়েছিল সেলেসাও। এমনকি তিনি সরাসরি স্বীকার করেন, তাঁর ফুটবলাররা ঘাবড়ে গিয়েছিল।ম্যাচের আগে গ্যালারিতে ছিল উৎসবের আবহ। হলুদ জার্সির সমুদ্র, সাম্বার ছন্দ, ঢাক-ঢোল আর ব্রাজিল সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে মুখর ছিল স্টেডিয়াম। কিন্তু মাঠে সেই আবহের প্রতিফলন দেখা যায়নি। বরং শুরু থেকেই ছন্দহীন ফুটবল খেলতে দেখা যায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।মরক্কো প্রথম থেকেই ব্রাজিলের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তাদের সংগঠিত ডিফেন্স এবং দ্রুত পাল্টা আক্রমণের সামনে বারবার সমস্যায় পড়ে ব্রাজিল। ম্যাচের প্রথম গোলটি আসে মরক্কোর পক্ষে। ইসমাইল সাইবারির দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে এগিয়ে যায় আফ্রিকার দলটি। পিছিয়ে পড়ার পর কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায় ব্রাজিল। ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গোলে সমতা ফেরে। তবে সেই পর্যন্তই। একাধিক সুযোগ তৈরি করেও জয়ের গোল খুঁজে পানি আন্সেলোত্তির দল। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের হতাশা গোপন করেননি ব্রাজিল কোচ। তিনি বলেন, আমরা ম্যাচটা ভালোভাবে শুরু করতে পারিনি। দল শুরুতেই চাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। বলের দখল হারিয়েছি, ব্যক্তিগত লড়াইয়ে পিছিয়ে. পড়েছি এবং প্রথমার্ধে একেবারেই নিজেদের ছন্দে খেলতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। আন্সেলোত্তি আরও জানান, মরক্কোর পরিকল্পিত ফুটবল তাঁদের চাপে

ফেলে দেয়। তাঁর মতে, প্রতিপক্ষের দ্রুত ট্রানজিশন এবং পাল্টা আক্রমণই ব্রাজিলের রক্ষণকে বারবার বিপাকে ফেলেছে। তিনি মরক্কোকে প্রশংসা করে বলেন, ওরা অত্যন্ত সংগঠিত এবং শক্তিশালী দল। গত কয়েক বছরে তারা নিজেদের ধারাবাহিকভাবে উন্নত করেছে। ম্যাচটা সহজ ছিল না। তবে ম্যাচের পর সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে-তরুণ তারকা এন্ড্রিককে কেন মাঠে নামানো হল না? পুরো ম্যাচ জুড়েই বেঞ্চে বসে কাটাতে হয় ১৯ বছর বয়সী এই প্রতিভাবান ফুটবলারকে। অথচ বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে গোল করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। যখন ম্যাচের শেষদিকে ব্রাজিলের একটি গোলের প্রয়োজন ছিল, তখন অনেকেই আশা করেছিলেন এন্ড্রিককে মাঠে নামানো হবে। তাঁর গতি, শক্তি এবং গোল করার ক্ষমতা হয়তো ম্যাচের ফল বদলে দিতে পারত। কিন্তু সেই সুযোগ দেননি আন্সেলোত্তি। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ব্রাজিল কোচ সরাসরি কোনও ব্যাখ্যা দিতে চাননি। তিনি বলেন, আমি কোনও একজন ফুটবলারকে নিয়ে আলাদা মন্তব্য করতে চাই না। আমি পুরো দল নিয়ে কথা বলব। তাঁর এই উত্তর বিতর্ক আরও বাড়িয়েছে। কারণ সমর্থক ও বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, ম্যাচের পরিস্থিতি বিবেচনায় এন্ড্রিককে না নামানো ছিল একটি বড় কৌশলগত ভুল। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। আক্রমণে ধার ছিল না, মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে এবং রক্ষণেও দেখা গিয়েছে একাধিক দুর্বলতা। অন্যদিকে মরক্কো আবারও প্রমাণ করেছে, তারা আর শুধু চমকপ্রদ দল নয়, বরং বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে সমানে লড়াই করার মতো শক্তি অর্জন করেছে। প্রথম ম্যাচের ড্র অবশ্য ব্রাজিলের জন্য বিপর্যয় নয়। কিন্তু আন্সেলোত্তির দল যদি সত্যিই শিরোপার লড়াইয়ে থাকতে চায়, তাহলে পরের ম্যাচগুলোতে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী, সংগঠিত এবং আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে হবে। আর সেই সঙ্গে এন্ড্রিকের মতো তরুণ প্রতিভাদের ব্যবহারের প্রশ্নও এখন থেকে বারবার উঠে আসবে।

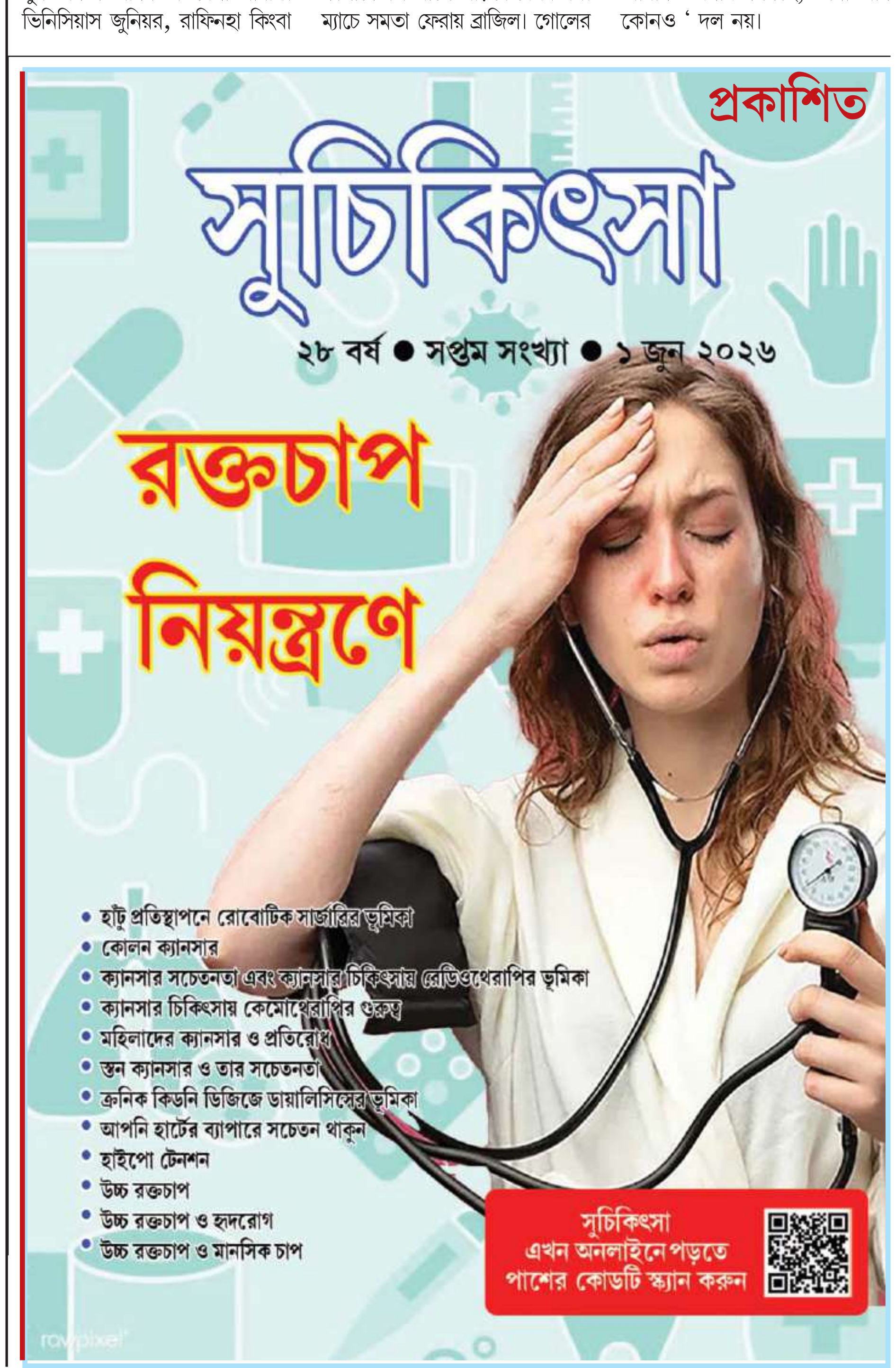

'পুলিসি নির্যাতনের' অভিযোগ! জাতীয় দলের ক্রিকেটার নইম হাসানকে ঘিরে তোলপাড় বাংলাদেশে

১৪ জুন ঃ বাংলাদেশ ক্রিকেটে নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন জাতীয় দলের স্পিনার নইম হাসান। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেছেন, ম্যাচ খেলে বাড়ি ফেরার পথে পুলিশের হাতে হেনস্তা ও মারধরের শিকার হয়েছেন। ঘটনাকে কেঃদ্র করে ইতিমধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রীড়া মহলে। তদন্তের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), আর জাতীয় দলের একাধিক ক্রিকেটারও প্রকাশ্যে নইমের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ম্যাচ খেলার পর ঢাকায় থেকে চট্টগ্রামে ফেরেন নইম হাসান। বিমানবন্দর থেকে একটি সিএনজি অটোরিকশায় করে নিজের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, পথে কয়েকজন পুলিশ সদস্য তাঁর যানবাহন থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। এরপর পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে ওঠে। নইমের দাবি, তাঁকে জোরপূর্বক অন্য একটি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় তিনি বারবার নিজের পরিচয় জানানোর চেষ্টা করেন এবং তিনি যে বাংলাদেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার, সেটিও বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেননি। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে নইম বলেন, তিনি প্রথম থেকেই সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে তাঁকে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, লাঠি ও প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়েছে। পরে থানায় নিয়ে যাওয়ার পরও তিনি নিজের পরিচয় জানান, কিন্তু সেখানেও তাঁর সঙ্গে অমর্যাদাকর আচরণ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। নইমের বক্তব্যে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠেছে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি নিয়ে। তাঁর মতে, যদি তাঁকে সত্যিই কোনও তদন্তের স্বার্থে আটক করা হয়ে থাকে, তাহলে নিয়ম মেনে পুলিশের সরকারি গাড়িতে তোলা উচিত ছিল। পরিবর্তে কেন তাঁকে একটি অটোরিকশায় স্থানান্তর করা হল, তা নিয়ে তিনি সংেদহ প্রকাশ করেছেন। শনিবার তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে এর মধ্যে তিনি শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাও নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ এবং মেডিক্যাল রিপোর্ট তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই বিষয়টি বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ নইম হাসান কেবল ঘরোয়া ক্রিকেটার নন, তিনি বাংলাদেশের জাতীয় দলেরও পরিচিত মুখ। ইতিমধ্যেই তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের হয়ে একাধিক ম্যাচ খেলেছেন এবং টেস্ট ক্রিকেটে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন।এই ঘটনার পর দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এক বিবৃতিতে বোর্ড জানায়, জাতীয় দলের একজন ক্রিকেটারের সঙ্গে এমন আচরণের অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বোর্ড ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বিসিবির বক্তব্যে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তারা পুরো ঘটনার উপর নজর রাখছে এবং তদন্তের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে। ক্রিকেট বোর্ডের মতে, দেশের যে কোনও নাগরিকের মতো একজন পেশাদার ক্রিকেটারেরও আইনি ও মানবিক মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। শুধু বোর্ড নয়, বাংলাদেশের ক্রিকেট মহলের একাধিক পরিচিত মুখও নইমের পাশে দাঁ।য়েছেন। জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ব্যাটার Mushfiqur Rahim প্রকাশ্যে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, অভিযোগগুলি যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একইসঙ্গে তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে নইমের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, পুলিশের পক্ষ থেকেও ঘটনাটিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। Amirul Islam জানিয়েছেন, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত মিললেও চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে রাজি নয় প্রশাসন। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, যদি তদন্তে প্রমাণিত হয় যে কোনও কর্মকর্তা বা কর্মী ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন কিংবা নিয়মবহির্ভূত আচরণ করেছেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনার পর বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আচরণ, নাগরিক অধিকার এবং জবাবদিহি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, যদি একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার নিজের পরিচয় দেওয়ার পরও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, তাহলে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে কী ঘটে? তবে অন্য একটি অংশের মত, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও পক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়। কারণ অভিযোগ এবং পাল্টা ব্যাখ্যার মধ্যেই প্রকৃত সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে। বর্তমানে পুরো ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তদন্ত। নইম হাসানের অভিযোগ কতটা সত্য, পুলিশি পদক্ষেপ কতটা নিয়মসঙ্গত ছিল এবং কোথাও কোনও ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে কি না- সেই উত্তর খুঁজছে বাংলাদেশের ক্রী।াঙ্গন থেকে সাধারণ মানুষ সবাই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166

Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com